সরকারের নব্বই দিন

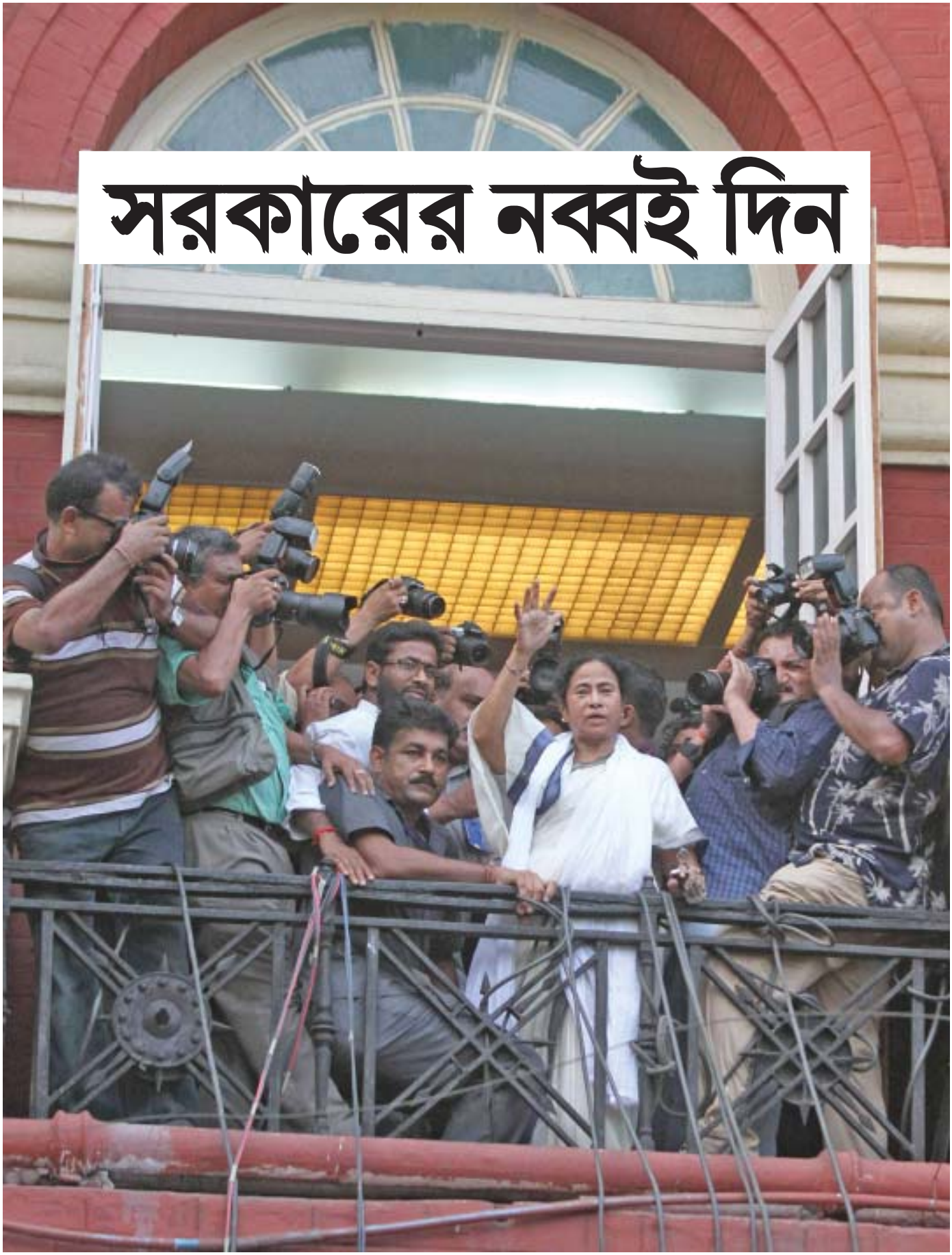

১৪ জুন ২০১১, বিধানসভায় পাশ হলো 'সিঙ্গুর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন বিল ২০১১'। সেদিনই সিঙ্গুর থেকে আগত অনিচ্ছুক কৃষকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ জুন ওই বিল অনুমোদন করে সই করেন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন।

১৮ জুন ২০১১, কলকাতায় শিল্পপতিদের নিয়ে সম্মেলনে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়নে বিনিয়োগের জোয়ার সৃষ্টি করা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাজ্যপাল

এম কে নারায়ণন

মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ), স্বরাষ্ট্র, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ,
ভূমি ও ভূমি সংস্কার, তথ্য ও সংস্কৃতি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা, পার্বত্য উন্নয়ন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়	ঃ	শিল্প-বাণিজ্য, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা, শিল্প পুনর্গঠন, তথ্য-প্রযুক্তি, পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী।
সুব্রত বক্সী	ঃ	পূর্ত ও পরিবহণ মন্ত্রী।
সুব্রত মুখোপাধ্যায়	ঃ	জনস্বাস্থ্য কারিগরি।
অমিত মিত্র	ঃ	অর্থ, শুল্ক।
মণীশ গুপ্ত	ঃ	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বিদ্যুৎ
ফিরহাদ হাকিম	ঃ	পুর ও নগরোন্নয়ন।
মানস ভুঁইয়া	ঃ	সেচ, জলপথ, ক্ষুদ্রশিল্প ও বস্ত্রশিল্প
ব্রাত্য বসু	ঃ	উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষা
মলয় ঘটক	ঃ	আইন ও বিচার
জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক	ঃ	খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ
পূর্ণেন্দু বসু	ঃ	শ্রম
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ঃ	কৃষি
অরূপ রায়	ঃ	কৃষি বিপণন
আবু হেনা	ঃ	মৎস্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন।
চন্দ্রনাথ সিং	ঃ	পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন
সাধন পান্ডে	ঃ	ক্রেতা সুরক্ষা
ডা. সুদর্শন ঘোষদস্তিদার	ঃ	পরিবেশ

আব্দুল করিম চৌধুরি	ঃ	জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার
হায়দার আজিজ সফি	ঃ	সমবায়
জাভেদ খান	ঃ	অগ্নিনির্বাপণ ও বিপর্যয় মোকাবিলা
নূরে আলম চৌধুরি	ঃ	প্রাণীসম্পদ বিকাশ
রচপাল সিং	ঃ	পর্যটন
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	ঃ	আবাসন
সাবিত্রী মিত্র	ঃ	নারী ও শিশু কল্যাণ
উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	ঃ	অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ
শান্তিরাম মাহাতো	ঃ	স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কর্ম সংস্থান
গৌতম দেব	ঃ	উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন
হিতেন বর্মণ	ঃ	বন
শঙ্কর চক্রবর্তী	ঃ	কারা, অপ্রচলিত শক্তি
উজ্জ্বল বিশ্বাস	ঃ	যুবকল্যাণ
রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	ঃ	বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষা
সৌমেন মহাপাত্র	ঃ	জলসম্পদ উন্নয়ন
সুকুমার হাঁসদা	ঃ	পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন
মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর	ঃ	উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও কল্যাণ, ক্ষুদ্রশিল্প (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
মদন মিত্র	ঃ	ক্রীড়া, রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
সুব্রত সাহা	ঃ	পূর্ত, (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
শ্যামল মণ্ডল	ঃ	সুন্দরবন উন্নয়ন (রাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত , সেচ (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
মনোজ চক্রবর্তী	ঃ	পরিষদীয় বিষয়ক (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
সাবিনা ইয়াসমিন	ঃ	শ্রম (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
সুনীল তিরকে	ঃ	ক্রেতা বিষয়ক (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
প্রমথনাথ রায়	ঃ	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
আবু হাসেম খান চৌধুরী	ঃ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (রাষ্ট্রমন্ত্রী)

সূচিপত্র

১)	স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	৮
২)	স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক)	১১
৩)	কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার	১৩
৪)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১৫
৫)	ভূমি ও ভূমি সংস্কার	১৭
৬)	তথ্য ও সংস্কৃতি	২০
৭)	সংখ্যালঘু কল্যাণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা	২৩
৮)	পার্বত্য বিষয়ক	২৫
৯)	শিল্প-বাণিজ্য	২৬
১০)	কর্মসংস্থান	২৮
১১)	শিল্প পুনর্গঠন	২৯
১২)	তথ্য প্রযুক্তি	৩১
১৩)	জঙ্গলমহল	৩৩
১৪)	পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন	৩৬
১৫)	পূর্ত	৩৭
১৬)	পরিবহণ	৩৮
১৭)	জনস্বাস্থ্য কারিগরি	৪০
১৮)	অর্থ ও শুল্ক	৪২
১৯)	বিদ্যুৎ	৪৫
২০)	পুর ও নগরোন্নয়ন	৪৮
২১)	কেএমডিএ ও নিউটাউন এলাকার উন্নয়ন	৪৯
২২)	সেচ ও জলপথ	৫১
২৩)	ক্ষুদ্রশিল্প	৫৩
২৪)	উচ্চশিক্ষা	৫৬
২৫)	বিদ্যালয় শিক্ষা	৫৮
২৬)	আইন ও বিচার	৬১
২৭)	খাদ্য ও সরবরাহ	৬৩

২৮) শ্রম ৬৪

২৯) কৃষি ও কৃষি বিপণন ৬৬

৩০) মৎস্য ৬৯

৩১) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন ৭১

৩২) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ৭৪

৩৩) পরিবেশ ৭৬

৩৪) জনশিক্ষা প্রসার ৭৯

৩৫) গ্রন্থাগার ৮০

৩৬) সমবায় ৮১

৩৭) অগ্নি নির্বাপন ও বিপর্যয় মোকাবিলা ৮৪

৩৮) প্রাণীসম্পদ বিকাশ ৮৬

৩৯) পর্যটন ৮৮

৪০) আবাসন ৯০

৪১) সমাজকল্যাণ, নারী ও শিশুকল্যাণ ৯১

৪২) অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ৯৩

৪৩) স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি ৯৬

৪৪) উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ৯৭

৪৫) বন ৯৯

৪৬) সংশোধনাগার ১০০

৪৭) যুবকল্যাণ ১০২

৪৮) বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি ১০৩

৪৯) কারিগরি শিক্ষা ১০৪

৫০) জলসম্পদ উন্নয়ন ১০৫

৫১) উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও কল্যাণ ১০৮

৫২) ক্রীড়া ১০৯

৫৩) সুন্দরবন উন্নয়ন ১১২

৫৪) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ১১৩

৫৫) ক্রেতা ও ক্রেতা সুরক্ষা ১১৫

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চদশ বিধানসভা ভোটে জনগণের রায়ে মা-মাটি-মানুষের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ, দোয়ায় আমাদের সরকার ২০ মে রাজ্যপালের কাছে শপথগ্রহণ করে। তারপর আমরা মহাকরণে প্রবেশ করি। সে দিন থেকেই মানুষের কাজে আত্মনিয়োগ করি। নির্বাচনী ইস্তাহারে ২০০ দিনের মধ্যে যে সব কর্মসূচি রূপায়িত করার কথা বলা ছিল, মাত্র ৯০ দিনের মধ্যে এই সরকার অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার অনেকটা কার্যকর করেছে। অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে এগিয়ে যাওয়া ও গণতন্ত্রের কাঠামোকে মজবুত করে প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে সরকার দলীয় স্বার্থে নয়, মানবিক ও গণতান্ত্রিক স্বার্থে ৯০ দিন কাজ করেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে শান্তি, প্রগতি, উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সম্প্রীতির স্বার্থে যে কাজগুলো করা গেছে, তার কিছু কাজ এই সংকলনে জনগণের সামনে পেশ করা হচ্ছে ।

৩৪ বছর পর যে নতুন পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনের ঊষালগ্ন থেকে মানুষের স্বার্থে যে পথ চলা শুরু হয়েছে, আগামী দিনেও এই কর্মধারার উন্নয়নের যজ্ঞ বাংলার স্বার্থে আরও এগিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। দীর্ঘদিন এই বাংলার মানুষ নবজাগরণের, অর্থনৈতিক উন্নয়নের, ও প্রগতির ও উন্নত চিন্তাধারার স্বপ্ন দেখা প্রায় ভুলতে বসেছিলেন। বাংলার সেই মান ফিরিয়ে আনাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য।

বাংলার সকল মা-মাটি-মানুষ, মা-ভাই-বোন ও সকল সংখ্যালঘু, তফশিলি জাতি, আদিবাসী, অন্যান্য অনগ্রসর জাতি ও সাধারণ মানুষ সকলকে ভালো রাখাই এই সরকারের চিন্তাধারা। যতটুকু করতে পারলাম, রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে অবিরত কর্মসূচি এবং নতুন দিশার মধ্যে দিয়ে, তা মানুষের বিবেচনার জন্য পেশ করলাম। আশা করি, পরিবর্তনের ইচ্ছা এই সংকলনে প্রমাণিত হবে। বোঝা যাবে, ইচ্ছে থাকলে কাজ হয়। এই তিন মাসেই পাহাড় থেকে সিঙ্গুর—সিঙ্গুর থেকে জঙ্গলমহল, সর্বত্রই সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির সবটাই পালন করেছে এই সরকার।

আশা করি, রাজ্যবাসীকে আমরা যে কথা দিয়েছিলাম, সরকার গড়ে কাজ করে প্রতিটি কথা রাখার চেষ্টা করেছি। এই কৃতিত্বের দাবিদার মানুষই। সব শেষে বলব

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)

কলকাতা পুলিশের এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে

নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কলকাতা পুরসভার ১৪১টি ওয়ার্ডের মোট ভৌগোলিক এলাকা যতটা, সেই গোটা এলাকাটিই কলকাতা পুলিশের আওতায় আসবে। সেই মতো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের অধীনে থাকা ৯টি থানাকে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনা হচ্ছে। ওই ৯টির মধ্যে ৮টি থানার আওতায় থাকা এলাকার পুনর্বিন্যাস করে সেগুলিকে দু-ভাগ করা হচ্ছে। ফলে নতুন আরও ১৭টি থানা কলকাতা পুলিশের আওতায় আসছে।

বিভিন্ন মর্যাদার মোট ৬,৯৬৭টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১,৭৪০টি পদ প্রথম পর্যায়েই পূরণ করা হবে।

১ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতা পুলিশের আওতায় যে নতুন থানাগুলি আসবে তা হল—

১) বেহালা, ২) পর্ণশ্রী, ৩) ঠাকুরপুকুর, ৪) হরিদেবপুর, ৫) যাদবপুর, ৬) পাটুলি, ৭) রিজেন্ট পার্ক, ৮) অরবিন্দ পার্ক, ৯) পূর্ব যাদবপুর, ১০) সার্ভে পার্ক, ১১) কসবা, ১২) গড়ফা, ১৩) তিলজলা, ১৪) প্রগতি ময়দান, ১৫) নাদিয়াল, ১৬) রাজাবাগান ও ১৭) মেটিয়াবুরুজ।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ

পুলিশ প্রশাসনের কাজকর্মকে সরলীকরণ করার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বর্তমান বর্ধমান জেলার পুলিশ প্রশাসনকে দু-ভাগ করে বর্ধমান জেলা পুলিশ এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এ-ও ঠিক হয়েছে, ফৌজদারি বিধি (সিআরপিসি) অনুযায়ী ওই পুলিশ কমিশনারেটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একজন কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে। মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকে বিভিন্ন শ্রেণির ৩,২৩৮টি নতুন পদ সৃষ্টি, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে ২,৫১১টি শূন্য পদপূরণ এবং বর্ধমান জেলা পুলিশের ৭২৭টি শূন্য পদ পূরণের প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১,৬১৯টি শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আওতায় থাকবে নিম্নোক্ত থানাগুলি

১) আসানসোল (দক্ষিণ), ২) আসানসোল (উত্তর), ৩) কুলটি, ৪) সালানপুর, ৫) চিত্তরঞ্জন, ৬) বারাবনি, ৭), রানিগঞ্জ, ৮) হীরাপুর, ৯) জামুরিয়া, ১০) দুর্গাপুর, ১১) এনটিএস, ১২) কোকোভেন, ১৩) অন্ডাল, ১৪) ফরিদপুর ও ১৫) পাণ্ডবেশ্বর।

বর্ধমান জেলা পুলিশের আওতায় থাকবে নিম্নোক্ত থানাগুলি

১) বর্ধমান, ২) রায়না, ৩) মাধবডিহি, ৪) খণ্ডঘোষ, ৫) গলসি, ৬) ভাতার, ৭) আউসগ্রাম, ৮) কালনা, ৯) মন্তেশ্বর, ১০) পূর্বস্থলি, ১১) কাটোয়া, ১২) কেতুগ্রাম, ১৩) মঙ্গলকোট, ১৪) মেমারি, ১৫) জামালপুর, ১৬) কাঁকসা ও ১৭) বুদবুদ।

একইরকমভাবে, হাওড়া জেলা পুলিশকেও দু-ভাগ করে কিছু থানাকে হাওড়া জেলা পুলিশের আওতায় এবং কিছু থানাকে **হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের** আওতায় আনার প্রস্তাব মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের আওতায় থাকবে ৮টি থানা। যেগুলি হল— বালি, লিলুয়া, মালিপাঁচঘরা, গোলাবাড়ি, হাওড়া, শিবপুর, জগাছা ও ব্যাঁটরা। ওই থানাগুলির জন্যে নতুন ৮৩২টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাবেও মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

এছাড়া সল্টলেক, লেকটাউন, নিউটাউন, রাজারহাট, সেক্টর ফাইভ আর ব্যারাকপুর, টিটাগড়, বারাসত অঞ্চলে আরও একটি করে কমিশনারেট করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে শিলিগুড়িতেও কমিশনারেট করার সিদ্ধান্ত আছে।

জঙ্গলমহলের ২৩টি ব্লকে ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে থেকেই পুলিশের কনস্টেবল, হোমগার্ড ও এনভিএফ-এর চাকরিতে ১০ হাজার জনকে নিয়োগ করা হচ্ছে।

পেট্রাপোলে নতুন চেক পোস্ট—

বনগাঁয় বাংলাদেশ সীমান্তে পেট্রাপোলে ১৭২ কোটি ব্যায়ে ভারত সরকারের সহায়তায় একটি ইন্টিড্রেটেড চেক পোস্ট নির্মিত হচ্ছে। যা দুই দেশের বাণিজ্য বাড়াতে ও স্থানীয় মানুষের উন্নয়নের কাজে লাগবে।

কলকাতা পুলিশের সাফল্য

● গত তিন মাসে কলকাতা শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। শান্তির স্বার্থে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হয়, সে জন্য কড়া নজরদারি চলছে।

● মহিলাদের প্রতি অপরাধ ঠেকাতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০টি মহিলা পুলিশ পরিচালিত থানা তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই মহিলাদের প্রতি অপরাধ ঠেকাতে কঠোর মনোভাব নিয়েছেন। উত্তরবঙ্গে ৬, দক্ষিণবঙ্গে ৭ এবং রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ৭টি এই রকম থানা গড়ে তোলা হবে। এই থানাগুলিতে মহিলারা সহজেই পণ সংক্রান্ত বিবাদ, বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়াও তাঁদের উপর নানাবিধ অত্যাচারের অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার চাইতে পারবেন।

● মহিলা কনস্টেবল নিয়োগের জন্য নতুন ৬,০০০টি পদ তৈরি করা হয়েছে।

● মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাওবাদীদের কাছে অস্ত্র ফেলে রেখে আলোচনায় বসার আবেদন জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার ও মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ৬ জন মধ্যস্থতাকারীর কমিটিও তৈরি হয়েছে।

● আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের জন্য বিশেষ প্যাকেজের কথাও ঘোষণা করেছে সরকার।

● জঙ্গলমহলে শান্তি ফেরাতে মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে মাওবাদীদের পুনর্বাসন ও অর্থসাহায্য প্যাকেজ আরও আকর্ষণীয় করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকার জানিয়েছেন এলএমজি বা স্নাইপার নামের বন্দুক সমর্পণ করলে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে, একে ৪৭/৫৬/৭৪ সমর্পণ করলে ১ লক্ষ টাকা, এসএলআর/ইনসাস রাইফেল সমর্পণ করলে ৭৫ হাজার, ৩০৩ রাইফেলের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার, স্টেনগান/কার্বাইনের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার এবং স্যাটেলাইট ফোন সমর্পণ করলে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। আত্মসমর্পনকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসনের সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাও দেওয়া হবে।

● নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজ ভালোভাবে করার জন্য প্রতিটি জেলায় ডিস্ট্রিক্ট মিসিং পার্সনস ব্যুরো গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গোয়েন্দা দফতর

গত ১০ আগস্ট লালবাজারে একটি '**সাইবার ল্যাব**' চালু করা হয়েছে। যে সমস্ত পুলিশ অফিসার সাইবার অপরাধের তদন্ত করেন বা সাইবার ফরেনসিক কাজের সঙ্গে জড়িত, এই ল্যাবেরটরির মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

কমিউনিটি পুলিশ

ক) ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কলকাতা পুলিশ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

খ) ১১ জুন রবীন্দ্র-সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শীর্ষ স্থানাধিকারীদের কলকাতা পুলিশের তরফে সংবর্ধনা জানানো হয়।

গ) ২৫ জুন তপসিয়া থানা এলাকায় অবহেলিত শিশুদের জন্যে দুটি প্রকল্প—'কিরণ' এবং 'নবদিশা'-র উদ্বোধন করা হয়েছে।

ঘ) স্কুলছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ককে মজবুত করে তুলতে 'সম্পর্ক' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে।

ঙ) ৬ জুলাই যে সব অবহেলিত শিশুর মধ্যে ভবিষ্যতে ভাল ফুটবলার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় 'গোলজ্' নামে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে কলকাতা পুলিশ।

চ) ৯ জুলাই কলকাতা পুলিশ বডিগার্ড লাইনের একটি অডিটোরিয়ামে 'প্রণাম' নামে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল।

ছ) ৩০ জুলাই বডিগার্ড লাইনে কলকাতা পুলিশের তরফে 'ফুটবল মৈত্রী টুর্নামেন্ট' (পাড়া ফুটবল, ২০১১) উদ্বোধন করা হয়েছে।

জ) নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষে কলকাতা পুলিশ ৯ আগস্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান করে।

● কলকাতার আওতায় থাকা পূর্ব ট্র্যাফিক গার্ডকে ভেঙে দুটি ট্র্যাফিক গার্ডে পরিণত করার প্রস্তাব রাজ্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। নতুন দুটি ট্র্যাফিক গার্ডের নাম হবে—**পূর্ব ট্র্যাফিক গার্ড এবং পার্ক সার্কাস ট্র্যাফিক গার্ড**। দুটি ট্র্যাফিক গার্ডের বিভিন্ন পদে **৭৬ জনকে নিয়োগের প্রস্তাবও মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে**।

● **কলকাতা পুলিশ আবাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম** শহরে পুলিশ আবাসনগুলির মেরামতি, সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

ট্র্যাফিক ব্যবস্থা

ক) বেপরোয়া বা মদ্যপ অবস্থায় যানবাহন চালানো বন্ধ করতে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে।

খ) স্কুলগুলির সামনে বা আশপাশে যানজট এড়াতে আলাদা 'ট্র্যাফিক স্কোয়াড' গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গ) এয়ার হর্ন, বিভিন্ন শব্দের হর্ন বা বিকট শব্দের হর্ন-এর জন্য যাতে শব্দদূষণ না হয়, তার উপর নজর রাখতে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে।

ঘ) কলকাতা শহরে যে সব এলাকা খুব কর্মব্যস্ত নয়, বা যে সব এলাকায় যে সময় ততটা ভিড় বা জমায়েত থাকে না, সেই সময় সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রাম চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঙ) রাতে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে জন্যে শহর ও তার সংলগ্ন কয়েকটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ক্রসিংয়ে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নততর করা হয়েছে যানশাসন পদ্ধতিকেও।

চ) সবকটি ট্র্যাফিক গার্ডে ট্র্যাফিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নততর করার প্রক্রিয়া চলছে।

ছ) পুলিশের গাড়িচালকদেরও রাস্তায় গাড়ি চালানোর নিয়মবিধি শেখানো হচ্ছে। এর জন্যে সাপ্তাহিক কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে, আরও হবে।

জ) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে এক মাসের মধ্যেই তদন্তের কাজ শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওই মামলাগুলি আদালতে দ্রুত তোলার জন্যে পুলিশের বিশেষ আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সম্প্রতি একটি কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে। আর তার ফলে এই ধরনের ৮০টিরও মামলা দু-সপ্তাহের মধ্যেই আদালতে তোলা গিয়েছে।

ঝ) পরিত্যক্ত গাড়ি রাখার জায়গায় গাড়ির সংখ্যা কমাতে প্রতি মাসে ই-অকশানের মাধ্যমে ওই সব গাড়ি বিক্রি করা হচ্ছে।

ঞ) কলকাতা শহরের **৩৯টি রাস্তার ক্রসিং সিগন্যালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো হচ্ছে** (কোন কোন ক্রসিংয়ে, তার তালিকা সংযোজিত)।

●) গোপালনগর ক্রসিং, ●) এজেসি বোস রোড/ ডিএলখান রোড , ●) ফোর্ট উইলিয়াম আইল্যাণ্ড , ●) মেয়ো রোডে নেতাজি মূর্তি , ●) আকাশবাণী , ●) কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট/হেয়ার স্ট্রিট, ●) মিশন রো/ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ●) কার্জন পার্ক/এসপ্লানেড ইস্ট, ●) এসএসকেএম হাসপাতাল এবং হরিশ মুখার্জী রোড , ●) হরিশ মুখার্জী রোড/শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট ক্রসিং, ●) মুক্তদলের কাছে হরিশ মুখার্জী রোড ক্রসিং, ●) হাজরা মোড়, ●) পূর্ণ সিনেমার কাছে আশুতোষ মুখার্জী রোড ক্রসিং, ●) এটিএম/এলগিন ক্রসিং-শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ●) এলগিন রোডের বিপরীতে , ●) ডায়মণ্ডহারবার রোড ও বেহালা চৌরাস্তা, ●) তারাতলা ক্রসিং, ●) আরসিটিসি ক্রসিং/বেলভেডিয়ার রোড, ●) গান্ধী মূর্তির কাছে মেয়ো রোড, ●) পার্ক সার্কাস সাত মাথার মোড়, ●) রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে গোলপার্ক, ●) গড়িয়াহাট মোড়, ●) বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, ●) রাসবিহারী মোড়, ●) রাসবিহারী এভিনিউ/শরৎ বসু রোড (দেশপ্রিয় পার্ক), ●) কে সি দাসের মোড়, ●) ধর্মতলার মোড়, ●) মৌলালি মোড়, ●) রাজাবাজার মোড়, ●) পরমা আইল্যাণ্ড (ইএম বাইপাস), ●) ঢাকুরিয়া ব্রিজের দক্ষিণ ঢাল, ●) গিরিশ পার্ক মোড়, ●) শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, ●) হাডকো মোড়-উল্টোডাঙা, ●) কাঁকুড়গাছি মোড়, ●) চিংড়িহাটা মোড়-ইএম বাইপাস, ●) সিঁথির মোড়।

পুলিশ ক্যান্টিন

সম্প্রতি বডিগার্ড লাইনে একটি **পুলিশ ক্যান্টিন** চালু হয়েছে। বাজারের থেকে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কম দামে এই ক্যান্টিনে খাবার পাওয়া যাচ্ছে পুলিশ কর্মীদের জন্য। কলকাতা পুলিশের কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে।

পুলিশ হাসপাতালে কলকাতা পুলিশের কর্মীদের পরিবারের চিকিৎসার ব্যবস্থা

এতদিন শুধুই কলকাতা পুলিশের কর্মীদের নিখরচায় চিকিৎসা করা হত কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে। এখন তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও নিখরচায় ওই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

১) সরাসরি কনস্টেবলদের সঙ্গে তাঁদের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে এখন নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে **সৈনিক সভা** করছেন পুলিশ অধিকারিকরা।

২) শহরের লেক এলাকাগুলির নিরাপত্তার জন্য ইতিমধ্যেই পরিবেশবান্ধব **ব্যাটারি-চালিত গাড়ি** চালু হয়েছে।

৩) শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে কলকাতা পুলিশকে **পাঁচটি ইন্ডিগো গাড়ি** দিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

৪) পথ দুর্ঘটনা বা অন্যান্য দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে **ট্রমা সেন্টারের** ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক)

রাজ্যের নাম বদল ও জেলা ভাগের প্রস্তাব

রাজ্যের নাম বদল ও বড় জেলা ভাগের ব্যাপারে ৩ আগস্ট ২০১১ মহাকরণে সর্বদলীয় বৈঠক বসে। ১৯ আগস্ট ২০১১, বিধানসভায় আবারও এই বিষয়ে সর্বদলীয় বৈঠক হয়। এই সর্বদলীয় বৈঠকে রাজ্যের নাম বদলের ব্যাপারে প্রস্তাব সর্ব সম্মতিতে স্থির হয়েছে।

বড় জেলা ভাগের ব্যাপারে সমস্ত রাজনৈতিক দল নীতিগত সম্মতি জানিয়েছে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজনৈতিক বন্দিদের মামলা পর্যালোচনা

বিচারাধীন বন্দিদের মামলার বিষয়টি পর্যালোচনার জন্যে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তকে চেয়ারম্যান করে রাজ্যস্তরের একটি রিভিউ কমিটি গঠিত হয়েছে । ওই কমিটি ইতিমধ্যেই প্রথম রিপোর্ট পেশ করেছে। আদালত কর্তৃক স্বীকৃত ৮৩ জন রাজনৈতিক বন্দির মধ্যে ৫২ জনের মুক্তির কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।

তদন্ত কমিশন

১) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য মুস্তাফা বিন কাশেমের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের জন্য হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি. পি. সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। ওই তদন্ত কমিশন ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

২) ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ বর্ধমানের সাঁইবাড়ির আশপাশে যে গোলমাল ও হত্যার ঘটনা ঘটেছিল, তার তদন্তের জন্য হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণাভ বসুর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে।

৩) ১৯৭১ সালের ১২-১৩ আগস্ট কাশীপুর-বরাহনগর হত্যাকান্ড সম্পর্কে নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত করবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ কে বিশী।

৪) পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের বিডিও কল্লোল শূরের আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তদন্ত করবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গীতেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

৫) পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৯৮৩ সালে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উৎসবে ২৩ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের তদন্ত কমিটি হয়েছে। তদন্ত করবেন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নিখিল ভট্টাচার্য।

৬) ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই যুব কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশের গুলিচালনায় ১৩ জনের মৃত্যু ও বহু মানুষের আহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তদন্ত করবেন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

- বিগত সরকারের আমলে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত কমিশন রিপোর্ট, যা জনসমক্ষে আনা হয়নি, সেগুলি মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়েছে। মোট ২৫টি কমিশনের তালিকা নীচে দেওয়া হল।

কমিশন	খরচ (টাকা)	বিধানসভায় রিপোর্ট পেশ হয়েছে কিনা
শর্মা সরকার তদন্ত কমিশন, (১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ১৯৭৭ সালের ২২ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ)	৬,২৮,০৪৬	হয়েছে
হরতোষ চক্রবর্তী তদন্ত কমিশন, (১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ১৯৭৭ সালের ২২ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে পুলিশ লকআপে, রাস্তায় ও জেলে অত্যাচার ও দমন-পীড়নের তদন্তে)	৪,৫৪,৯০৫	হয়েছে
অজয় বসু তদন্ত কমিশন, (১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ১৯৭৭ সালের ২২ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের তদন্তে)	৭২,৭৩৮	হয়েছে
বসু তদন্ত কমিশন, (১৯৭৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায়)	৬,৫৬,১০৫	হয়েছে
ব্যানার্জী তদন্ত কমিশন ,(১৯৭৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের ঘটনায়)	৫,৯৫,৬০০	কমিশন কাজই করেনি
চন্দ্র তদন্ত কমিশন, (১৯৮০ সালে কলকাতা ময়দান কাণ্ডে)	১,২৫,৫৯১	হয়েছে
বসু তদন্ত কমিশন, (১৯৮১ সালে ইসলামপুরের দুর্ঘটনা)	২,৯৮৪	হয়েছে
ভট্টাচার্য তদন্ত কমিশন, (১৯৮১ সালে দার্জিলিংয়ে পুলিশের গুলিতে দুই ছাত্রের মৃত্যুতে)	৭,৫৮,০৩২	হয়েছে

রায়চৌধুরী তদন্ত কমিশন, (১৯৮২ সালে মাটি ভরাট কাণ্ডে)	৩,৮৬,০২০	কমিশন কাজই করেনি
ভট্টাচার্য তদন্ত কমিশন, (১৯৮৪ সালে তমলুক কোর্ট চত্বরে দুর্ঘটনা)	৯৮,৭১১	হয়েছে
সমরচন্দ্র দেব তদন্ত কমিশন, (১৯৮৪ মহঃ ইদ্রিসের মৃত্যুতে)	৮,২৯,২৭৫	হয়েছে
ব্যানার্জী তদন্ত কমিশন, (১৯৮৪ সালে আরামবাগ পুরসভা ভোটে)	৭,৫৩,২০৬	কমিশন কাজই করেনি
সমরচন্দ্র দেব তদন্ত কমিশন, (১৯৮৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দুর্ঘটনা)	৫,০১,০০৩	হয়েছে
ব্যানার্জী তদন্ত কমিশন (১৯৮৫ সালে দুর্গাপুরে পুলিশের গুলিতে দুই ছাত্রের মৃত্যুতে)	৭২,৭৮৪	হয়েছে
ভট্টাচার্য তদন্ত কমিশন, (১৯৭৭ সালে এসএসকেএম হাসপাতাল দুর্ঘটনা)		হয়েছে
বসু তদন্ত কমিশন, (১৯৮৭ সালে আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দুর্ঘটনা)		হয়েছে
দেব তদন্ত কমিশন, (১৯৮৮ সালে মুর্শিদাবাদের কাটরায় দুর্ঘটনা)		হয়েছে
দত্ত তদন্ত কমিশন, (১৯৯০ সালে বানতলা কাণ্ডে)		হয়েছে
গাঙ্গুলী তদন্ত কমিশন, (১৯৯২ সালে চুনি কোটালের মৃত্যুতে)		হয়েছে
ইউসুফ তদন্ত কমিশন, (১৯৯২ সালে গড়িয়াহাট পুলিশ স্টেশনের কাছে ঘটনা)		হয়েছে
হরিদাস দাস তদন্ত কমিশন, (১৯৯২ সালে হরিহরপাড়ায় গুলিচালনার ঘটনা)		হয়েছে
সুধাংশু গাঙ্গুলী তদন্ত কমিশন, (১৯৯৪ সালে শিয়ালদহ স্টেশনে গুলিচালনার ঘটনা)		হয়েছে
ভট্টাচার্য তদন্ত কমিশন, (১৯৯৬ সালে ওয়াকফ কেলেঙ্কারিতে)		হয়েছে
চক্রবর্তী তদন্ত কমিশন, (২০০৭ সালে রিজাওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে)		বাতিল হয়
নারায়ণচন্দ্র শীল তদন্ত কমিশন, (কোচবিহারের দিনহাটায় ২০০৮ সালে পুলিশের গুলিচালনার ঘটনা)		এখনও কিছুই করেনি

কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ
CHIEF MINISTER
WEST BENGAL

Writers' Buildings, Kolkata-700 001
West Bengal, India
E-mail : cm@wb.gov.in
: cm@wb.nic.in
Fax : 0091-033-2214 5480
Tel. : 0091-033-2214 5555

তাং : ২ জুন, ২০১১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহকর্মীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আপনাদের পরিবারের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব নেবার পর থেকে চেষ্টা করেছি আপনাদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক তৈরি করে কাজ করার জন্য। পশ্চিমবাংলা নতুন করে গড়তে আপনাদের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন।

আমি আপনাদের সকলকে হাসিমুখে পরিষেবার জন্য আবেদন করছি। পরিকাঠামো মজবুত এবং আধুনিকীকরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আমাদের একজোট হয়ে এবং নতুন উদ্যমে পশ্চিমবাংলার কাজকর্মের আরও বেশি উন্নয়ন আনতে হবে। এক্ষেত্রে মানবিক স্বার্থে কাজ করা খুবই জরুরি। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের গতিবিধি আরও বেশি উন্নয়নের জন্য আপনাদের সহযোগিতাকে আমি স্বাগত জানাই।

আপনারাই পারেন বাংলার গৌরবকে সসম্মানে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে। আসুন, আমরা সবাই মিলে পশ্চিমবাংলার উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করি।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমরা সকলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতন মহান পরিবারের সদস্য। একই পরিবারের সদস্য হিসাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আদর্শ **'টিম স্পিরিট'** গড়ে তুলে আমাদের লক্ষ্য পূরণে সফল হতে হবে।

আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল সদস্যের কাছে আবেদন জানাই, আমরা যেন সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার ভাবমূর্তি উন্নততর করার কাজে ব্রতী হই।

আপনারা ভাল থাকবেন, আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

ধন্যবাদসহ,

(মমতা ব্যানার্জি)
০২/০৬/২০১১

সরকারি ও আধা সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মাচারীদের জন্য সুখবর। ঈদ ও পুজো উপলক্ষ্যে তাঁরা বোনাস পাবেন। যাঁদের মাইনে ২০ হাজার টাকা (পূর্বে ছিল ১৮ হাজার টাকা) পর্যন্ত, তাঁরা বোনাস পাবেন ২,১০০ টাকা, আগে পেতেন ১,০০০ টাকা। পেনশনভোগীরা পাবেন, ৮০০ টাকা (পূর্বে ছিল ৪০০ টাকা)। পঞ্চম বেতন কমিশনে প্রদেয় বকেয়া মহার্ঘ্যভাতার অর্ধাংশও দেওয়া হবে।

ভিজিল্যান্স কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান পদে এন কে সিংহকে নিয়োগ করা হয়েছে।

দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনারের কার্যালয়ে তিনটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আধিকারিক

১) আইএএস এবং ডাব্লুবিসিএস আধিকারিকদের সার্ভিস রেকর্ড কম্পিউটারে নথিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি ওয়েবসাইটে দেখাও যাবে। আধিকারিক এবং সাধারণ কর্মচারীদের কর্মতৎপরতা বাড়াবার জন্য বিভিন্ন ধরনের অন-লাইন সার্ভিস তাঁদের দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

২) একটা নতুন এআইএস পেনশন বিভাগ খোলা হয়েছে কর্মী এবং প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য। এই বিভাগ এ.জি পশ্চিমবঙ্গ-র জায়গায় এআইএস অফিসারদের পেনশনের কেসগুলি দেখাশোনা করবে। ভারত সরকারের অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি পেনশন চলে যাবে প্রাপকদের হাতে। এতে রাজ্যের কোষাগারের বোঝা খানিকটা কমবে।

৩) প্রেমোটেড আইএএস অফিসারদের দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা অভাব-অভিযোগ সমাধানের জন্য একটি অতিরিক্ত সচিব পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪) ডব্লুবিসিএস অফিসারদের (এক্সিকিউটিভ) প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এটি সর্বভারতীয়/সেন্ট্রাল সার্ভিস অফিসারদের মতো করে করা হবে। এবং প্রশিক্ষণের প্রাপ্ত নম্বর ডব্লুবিসিএস অফিসারদের সিনিয়রিটি পাওয়াতে সাহায্য করবে। এটা আধিকারিকদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

৫) একটি নতুন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সচিবালয়ের কর্মচারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি করছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট। এবং নতুন নিয়োগ হওয়া লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিটেন্টদের প্রথম ব্যাচ ওখানে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়। এটি তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং সচিবালয়ে তাদের কাজের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে সাহায্য করবে। ভারত সরকার সম্মত হয়েছে সচিবালয়ের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সম্পূর্ণভাবে আর্থিক সাহায্য করতে।

৬) বঙ্গভবন পরিচালনের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে নিউ দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনারকে । এই প্রথম বঙ্গভবন অতিথি নিবাস রেসিডেন্ট কমিশনারের দায়িত্বে এল।

৭) রেসিডেন্ট কমিশনারের দফতর থেকে নিম্নলিখিত প্রচেষ্টাগুলি নেওয়া হয়েছে

ক) দিল্লিতে অবস্থিত রাজ্য সরকারের দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন ও দেখাশোনার জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল আছে। কোন কোন গাড়ি, ঘর বুকিং হচ্ছে, সেগুলি অন লাইনে জানা যায়। রাজ্য সরকারের চালু পরিকল্পনাগুলিও এতে দেখা যায়। আধুনিক এসএমএস পরিষেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খ) বহু পর্যটক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে আসেন। রাজ্য পর্যটন দফতর কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণে ইচ্ছুকদের জন্য আলাদা একটি অন-লাইন রিসার্ভেশনের সুবিধা দিচ্ছে। তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি মিডিয়া সেন্টারও চালু হয়েছে। 'মিডিয়া রিফ্লেকশান' নামে একটি ওয়েব পেজ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় খবরা খবর থাকবে। পাশাপাশি মতামত জানানোরও ব্যবস্থা আছে।

গ) বিগত সময়ে দুর্যোগ মোকাবিলা পরিষেবায় সমন্বয়ের অভাবে বহু মূল্যবান সম্পদ, এমনকী মানুষের জীবন সংশয়ও হয়েছে। সে কথা মাথায় রেখে দুর্যোগ মোকাবিলা পরিষেবায় একটি টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-১১-৩৩৩০ চালু করেছে রেসিডেন্ট কমিশনার। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকরা রাজ্যের বাইরে যেখানেই আটকে পড়বেন, তাঁরা এই হেল্পলাইন নম্বরে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিশু ও নারী পাচার, শিশু শ্রমের ক্ষেত্রেও এই নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

নতুন দফতর গঠন

১) উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির উন্নয়নের জন্য **উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর** নামে একটি নতুন দফতর তৈরি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তিনি মাঝে মাঝেই এই সচিবালয়ে আসবেন ও এখান থেকে কাজ পরিচালনা করবেন।

২) জল পরিবহণের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে **অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ দফতর** নামে একটি নতুন দফতর তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৩) বিকল্প পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট গবেষণার স্বার্থে **অপ্রচলিত শক্তি উৎস** দফতর নামে একটি নতুন দফতর তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে।

৪) রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের সার্বিক মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে **যুব পরিষেবা দফতর** নামে একটি নতুন দফতর তৈরির কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

নতুন স্বাস্থ্য জেলা গঠন

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলো খুবই বড়, তাই স্বাস্থ্য দফতরের কাজকর্ম কেন্দ্রীয়ভাবে দেখভাল করা কঠিন। এ জন্য নতুন ৭টি স্বাস্থ্য জেলা গঠন করা হচ্ছে। এগুলি হল—আসানসোল, বিষ্ণুপুর, কাঁথি, খড়গপুর, ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট, জঙ্গিপুর।

কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলিকে রোগীদের চাপ কমাতে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি

কলকাতার বড় হাসপাতালগুলোতে রুগীদের ভিড়ের চাপ কমাতে নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ছোট হাসপাতালগুলোর কর্মী ও বেডের সদ্ব্যবহার করা হবে। বড় হাসপাতালগুলো রুগীদেরকে প্রয়োজনে ছোট হাসপাতালগুলোয় পাঠাবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হাসপাতালকে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ও গার্ডেনরিচ হাসপাতালকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এসএসকেএম-এর সঙ্গে।

বাজেট এবং মোট অর্থ যা পাওয়া গেছে

রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য ১,৯৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মা ও শিশু কল্যাণে বরাদ্দ অনেকটাই বাড়ানো গেছে। অসুস্থ নবজাতকদের চিকিৎসার জন্য ১৫টি সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হচ্ছে। এতে নবজাতকদের চিকিৎসার ব্যাপারে রাজ্য অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

দুটি নতুন মেডিকেল কলেজ হচ্ছে

উত্তরবঙ্গের মালদহে এবং উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে দুটি নতুন মেডিকেল কলেজ হয়েছে। প্রতিটিতে বছরে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এমবিবিএস-এ ভর্তি হতে পারবেন। এ ছাড়াও কলকাতার মেডিকেল কলেজ এবং নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে আসন বৃদ্ধি করে প্রতিটিতে ২৫০ আসন করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে এমবিবিএস-এর মোট আসন সংখ্যা ১,৩৫৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৫০ হল। মুর্শিদাবাদের মেডিকেল কলেজটি আগামী বছরে চালু হবে বলে আশা করা যায়। সেখানে প্রতিবছর ১০০ ছাত্র-ছাত্রী পড়তে পারবে।

দফতর ইতিমধ্যেই যা যা নিয়োগ করেছে—

ক) ২১৭ জন আরএমও এবং ৬৪ জন সহকারী প্রফেসর। এঁরা সাধারণ বিভাগের জন্য।

খ) বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের সুপার স্পেশালিটি বিভাগে ৩২ জন আরএমও এবং তিনজন সহকারী প্রফেসর।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন

২০১১-১২ সালে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের বাজেট ধরা হয়েছে ১,২৪৬.৬৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্য দেবে ১৫ শতাংশ। বাকি টাকাটা দেবে কেন্দ্র। এর মধ্যে আছে—

ক) গ্রামীণ চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নে ও শয্যা সংখ্যা বাড়াতে প্রাথমিক ও ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মহকুমা হাসপাতালগুলিতে যথেষ্ট পরিমানে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী দিনে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই ধারা বজায় রাখা হবে।

খ) মা ও শিশু খাতে ৩৯৯.৩৭ কোটি টাকা।

গ) ৩৫৮.৯৩ কোটি টাকা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির জন্য।

ঘ) টিকাকরণের জন্য ১৬.৬৮ কোটি টাকা।

ঙ) বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির জন্য ৭৭.৮৮ কোটি টাকা।

পিএমএসএসওয়াই যোজনায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উন্নয়ন

পিএমএসএসওয়াই যোজনার সহায়তায় কলকাতায় অবস্থিত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। প্রথমে, ২০০৬ সালে ধরা হয়েছিল এই প্রকল্পে খরচ হবে ১২০ কোটি টাকা। যার মধ্যে রাজ্য দেবে ২০ কোটি টাকা। বর্তমানে এই খরচ বেড়ে ১৫৫ কোটি টাকা হয়েছে।

জঙ্গলমহলে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অ্যাকশন প্ল্যান

জঙ্গলমহল এলাকায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জোরদার করে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। একটি সামগ্রিক পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এ জন্য ৭৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা খরচ হবে। জঙ্গলমহলের বিধায়ক এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

উদ্যোগগুলি হল—

ক) সব কটি গ্রামীণ হাসপাতালে প্যাথলজিকাল পরীক্ষা, এক্স-রে এবং ইসিজি-র জন্য উন্নতমানের ডায়গনস্টিক সেন্টার গড়া হবে।

খ) ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালকে জেলা হাসপাতালে উন্নীত করা হবে। খাতরা মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কোয়ার্টার তৈরি-সহ উন্নত করা হবে।

গ) ৬টি ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৩টি গ্রামীণ হাসপাতালকে আরও উন্নীত করা হবে।

ঘ) ঝাড়গ্রামে জেনারেল নার্সিং এবং লালগড়ে অক্সিলিয়ারি নার্সিং স্কুল হবে।

ঙ) প্রতিটি ব্লকে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র থাকবে।

চ) ১২১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মেডিকেল ক্যাম্প থাকবে।

ছ) মাওবাদী অধ্যুষিত ব্লকগুলোয় ৬টি অ্যাম্বুলেন্স রোগীদের আনা-নেওয়া করছে।

জ) বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের চশমা দান, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ছানি অপারেশন এবং প্রসূতিদের মশারি দেওয়া হচ্ছে।

সরকারি হাসপাতালে ঠিক সময়মতো আউটডোর চালুর ব্যবস্থা

সব হাসপাতালের আউটডোর সকাল ৯.১৫ মিনিটে চালু করতেই হবে। এসএমএস-এর মাধ্যমে আউটডোর চালু হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা হচ্ছে। প্রতিটি হাসপাতালের আউটডোরে কত রোগী দেখা হচ্ছে, কতজনকে ভর্তি করা হচ্ছে, ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং অন্য হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে, তারও তদারকি করা হবে এসএমএস-এর মাধ্যমে।

কর্মীবর্গ নিয়োগ

এনআরএইচএম প্রকল্পের অধীনে সর্বশেষ দফায় ১,০৭৬ জন এএনএম, ১,৫৫৮ জন এএসএইচএ-কে নিয়োগ করা হয়েছে। সর্বশেষ দফাতে দফতর নিজে ৭০১ জন স্টাফ নার্স নিয়োগ করেছে। এছাড়াও আরও ৫০০ জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার ও ৪৫০ অক্সিলিয়ারি নার্স নিযুক্ত করা হয়েছে।

কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের বর্ধিত অংশ রাজারহাটে ৩২০ কোটি টাকা ব্যায়ে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট ক্যানসার হাসপাতাল হতে চলেছে। জমি নির্ধারিত হয়ে আছে। বর্তমান চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালটি মূলত ক্যানসার সংক্রান্ত গবেষণাগারে রূপান্তরিত হবে। পরবর্তী সময়ে রাজারহাটের ক্যানসার হাসপাতালটিকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট করা হচ্ছে।

রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে আগামীদিনে ৩,৫০০ শয্যা বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

কল্যাণীতে এআইআইএমএস-এর ধাঁচে একটি হাসপাতাল করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার

জমি নীতি

১) সিঙ্গুরের কৃষকদের ৪০০ একর জমি ফিরিয়ে দেবার জন্য সরকারি প্রয়াস চূড়ান্ত হয়েছে। ১৪ জুন ২০১১, বিধানসভায় পাশ হয়েছে 'সিঙ্গুর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন বিল ২০১১।

২) জমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দ্রুত হাতে পাবার লক্ষ্যে একটি ল্যান্ড ব্যাঙ্ক করা হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন দফতরের মধ্যে ডাটা আদানপ্রদানের সুবিধা হবে। সরকারের কাছ থেকে বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকের হাতে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিতে হবে।

জমি নীতি নিয়ে দুই সদস্যের কমিটি গঠন ও তার সুপারিশে ব্যবস্থা গ্রহণ

রাজ্য সরকারের জমিনীতি চূড়ান্ত করার জন্য দুই সদস্য দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমেনচন্দ্র বসুকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৫ জুন কয়েকটি সুপারিশসহ কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। ১৬ জুন মুখ্যসচিবের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে কী কী করণীয়, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট। ২০ জুলাই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, ওই রিপোর্টের সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখবে শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী। সেই রিপোর্ট জমাও পড়েছে। খুব শীঘ্রই জমিনীতি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

সিঙ্গুরে জমি প্রত্যার্পণ

২০১১ সালের সিঙ্গুর জমি পুনর্বাসন ও উন্নয়ন আইনের ৯ নম্বর ধারায় সিঙ্গুরে জমি পুনর্বাসন ও উন্নয়নের যে নিয়মবিধির উল্লেখ করা হয়েছে, তা ২৩ জুন কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। ওই আইন মোতাবেক সরকারি সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ওই এলাকার জমিজমা ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরীক্ষার কাজ চলছে।

জমি ব্যাঙ্ক

সরকারি সিদ্ধান্ত মোতবেক জমি ব্যাঙ্ক তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে সব কটি জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির কাছ থেকে খসড়া রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সব কটি জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির কাছ থেকে চারটি বিষয়ের উপর তাৎক্ষণিক রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৬টি জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে ব্লক ধরে ধরে তৈরি করা রিপোর্ট দফতরের হাতে এসেছে। তার পর্যালোচনাও শুরু হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে। চারটি বিষয়ের উপর তাৎক্ষণিক রিপোর্টও সব কটি জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট ৩৯টি বিভাগের কাছ থেকে এসে পৌঁছেছে। কিছু কিছু বিভাগের কাছ থেকে রিপোর্ট আসা বাকি রয়েছে। তাদের দ্রুত রিপোর্ট পাঠাতে বলাও হয়েছে।

জমি ব্যবহার পর্ষদের পুনর্গঠন ও জমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরির প্রক্রিয়া

রাজ্য জমি ব্যবহার পর্ষদকে উন্নয়ন ও যোজনা দফতর থেকে পৃথক করে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দফতরে আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হওয়ায় তাঁকেই চেয়ারপার্সন করে রাজ্য জমি ব্যবহার পর্ষদ পুনর্গঠিত হয়েছে ২৯ জুন ২০১১। ওই পর্ষদের কাজ হবে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ব্লক ধরে ধরে ব্যবহৃত জমির মানচিত্র বানানো ও জমি ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের সাতটি জেলা—মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত জমির মানচিত্র বানানোর কাজ শুরু হয়েছে। ওই কাজ করা হচ্ছে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের সহযোগিতায়। ওই দফতরের অধীনে থাকা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও হুগলি জেলার উপগ্রহ মারফত তোলা ছবির ভিত্তিতে তৈরি মানচিত্র দফতরে পাঠিয়েছেন। ক্ষেত্র-সমীক্ষার পর মানচিত্রগুলিকে চূড়ান্ত করার জন্য মুখ্য সচিব শীঘ্রই একটি বৈঠক ডাকবেন।

ইন্টিগ্রেটেড ব্যবস্থার প্রকৃতি বদল

জেলাশাসক ও কালেক্টরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা ইন্টিগ্রেটেড ব্যবস্থার চরিত্র বদল করার লক্ষ্যে একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি হয়েছে ২৫ জুলাই।

তৌজি বিভাগের দায়িত্বের পরিবর্তন

দার্জিলিংয়ে তৌজি বিভাগের দায়িত্বের পরিবর্তন সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে ২২ জুন।

জমির পাট্টা বিলি করলেন মুখ্যমন্ত্রী

৩০ জুন তাঁর সফরের সময় পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় সারাদিন ধরে উপজাতিদের মধ্যে জমির পাট্টা বিলি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন্দ্রের খসড়া জমি বিলে উল্লেখিত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ

কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিলটি সংসদে পেশ করার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ।

উত্তরবঙ্গের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

আন্তঃদফতর বদলি

দীর্ঘদিন আটকে থাকা দফতরের বিভিন্ন বিভাগে বদলি ও অন্যান্য সমস্যা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বেসরকারি উদ্যোগে জমি প্রদান সম্পর্কিত রিপোর্ট

কোন কোন বেসরকারি উদ্যোগে কী পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছে, তার সবিস্তার রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। গত এক বছরে হিডকোর জন্য যে সব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, পেশ করা হয়েছে তার তালিকাও।

পাট্টা প্রদান

বর্তমান সরকার মাত্র তিন মাসে ৮টি জেলায় ১,২৫২ জনকে পাট্টা দিয়েছে। যার জমির পরিমাণ ১৬২.০৮ একর।

জমি অধিগ্রহণ মামলার দ্বিতীয় আইনটি পর্যালোচনা

জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্বিতীয় আইনটি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। ওই আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে কত মামলা জমে আছে, তা জানাতে বলা হয়েছে।

জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি

কোন দফতরে কতগুলি জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে, প্রতিটি দফতরকে তা রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে জানাতে বলা হয়েছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মামলা

সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা জমি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির হালহকিকত যাতে দফতর, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেটের (কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়) নখদর্পণে থাকে, সে জন্য ইতিমধ্যেই মামলাগুলির একটি তালিকা বানানো হয়েছে।

আদালতে বিচারাধীন মামলা

যাতে সরকারি গাফিলতিতে রাজ্য সরকারকে কোনও মামলায় হেরে যেতে না হয়, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কৃষি জনগণনা

কৃষি জনগণনার কাজ শেষ হতে চলেছে। এ ব্যাপারে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দফতর ও কৃষি দফতরের সব কটি জেলার আধিকারিকদের নিয়ে রাজ্যস্তরে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল ২২ জুন।

আয়লা-দুর্গতদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ

আয়লা বিপর্যস্ত এলাকাগুলিতে ৫,৭০০ একর জমিতে (৪,০০০ একর দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ১,৭০০ একর উত্তর ২৪ পরগনা) নতুন করে বাঁধ নির্মাণ করা হবে। আয়লা-দুর্গতদের জন্য বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা করার প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সেচ ও জলপথ দফতর এবং অর্থ দফতরের বিবেচনা ও জরুরি পদক্ষেপের জন্য পাঠানো হয়েছে। আয়লা দুর্গতদের গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার ৯ আগস্ট ২০১১ তারিখে ৮৮ কোটি টাকা অনুমোদন করে। এর ফলে সর্বমোট ১৭১ কোটি টাকার পুরোটাই সরকার মিটিয়ে দিল।

তথ্য ও সংস্কৃতি

সরকারি তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনে যে কমিটিগুলি পুনর্গঠিত হয়েছে তা নীচে দেওয়া হলো—

১) পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্র (নন্দন)

২) কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব

৩) রবীন্দ্র সদন

৪) রাজ্য চারুকলা পর্ষদ

৫) শিশু কিশোর আকাদেমি

৬) পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

৭) পশিচমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

৮) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি

৯) শিশির, গিরীশ,মধুসূদন মঞ্চ এবং মির্নাভা থিয়েটার

১০) রবীন্দ্র রচনাবলি

১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালনে রাজ্যস্তরের কমিটি।

১২) মহাজাতি সদন ট্রাস্টি

১৩) কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল

১৪) মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র

১৫) পশ্চিবঙ্গ কাজি নজরুল ইসলাম আকাদেমি

১৬) পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি আকাদেমি

১৭) পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র আকাদেমি

১৮) রূপায়ণ পুনর্গঠন কমিটি।

১৯) পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম।

২০) রূপকলা কেন্দ্র

২১) কেবল টিভি নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বীরসা মুন্ডা আকাদেমি, নেপালি আকাদেমি, হিন্দি আকাদেমি, রাজবংশী আকাদেমি, সাঁওতালি আকাদেমি এবং সিধো-কানহো আকাদেমি তৈরি করা হবে।

- **বড় আধুনিক প্রেস কর্নার** — বিগত সরকার মহাকরণে **প্রেস কর্নার** ভেঙে দিয়েছিল। পরে একটি ছোট প্রেস কর্ণার বানিয়ে দেয়। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই সাংবাদিকদের কাজের সুবিধার জন্য বিরাট প্রেস কর্নার তৈরি করে দেয়। সাংবাদিকদের সরকারি পরিচয়পত্র প্রদানে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কমিটিরও পুনর্গঠন হয়।

● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালনে কমিটি গঠন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্ধশতবর্ষ মহাসমারোহে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে একটি কমিটিও রাজ্য সরকার গঠন করেছে। রাজ্য সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিন ২২ শ্রাবণও মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছে। রাজ্য সরকার ২২ শ্রাবণ ইংরেজি ৮ আগস্ট , ২০১১ এনআই অ্যাক্টের অধীনে ছুটি ঘোষণা করেছে। সারা রাজ্যজুড়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, বিখ্যাত ব্যক্তি, সাধারণ নাগরিকরা মিছিল করে, গান গেয়ে কবিকে স্মরণ করেছেন। বইমেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যবাসী এই দিনটিকে পালন করে। রাজ্য সরকার রবীন্দ্রসদনসহ রবীন্দ্রভবনগুলি মেরামত ও সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের যৌথ উদ্যোগে নতুন রবীন্দ্রভবন নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে এই কাজ চলছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্র স্মারক অনুদান প্রকল্পের অধীনে জন্ম সার্ধশতবর্ষ করছে।

● বঙ্গ বিভূষণ সম্মাননা — এই প্রথম এমন সম্মান জ্ঞাপনের আয়োজন করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিখ্যাত ব্যক্তিদের তাঁদের সারা জীবনের অবদানের জন্য বঙ্গ বিভূষণ সম্মাননা দিল রাজ্য সরকার। ২৫ জুলাই, ২০১১সালে এই সম্মান জ্ঞাপন করা হয় মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুপ্রিয়া দেবী, অমলাশঙ্কর, শৈলেন মান্না, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওস্তাদ আমজাদ আলি খানকে।

● রবীন্দ্র সদন চত্বরের উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং প্রসার

রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ -আলোচনার মাধ্যমে ' রবীন্দ্রসদন চত্বরের উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং প্রসার' নামে একটি ভিশন কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির মাধ্যমে রবীন্দ্রসদন চত্বরকে একটি আধুনিক, আন্তর্জাতিক মানের কলা ও সংস্কৃতি কে ন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এখানে বেশ কিছু অডিটোরিয়াম এবং সেমিনার কক্ষও থাকবে। ভিশন কমিটি ইতিমধ্যে মিলিত হয়েছে এবং শীঘ্রই তারা তাদের সুপারিশ জমা দেবে।

●আইআইটিএফ-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অংশগ্রহণ

২০১১ সালে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশানাল ট্রেড ফেয়ারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গী রাজ্য সরকার। এই প্রথম শিল্প দুনিয়ায় রাজ্য সরকারের এই রকম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ।

●অনুষ্ঠান তালিকার পর্যালোচনা—

স্মরণীয় মণীষীদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীগুলি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা এই প্রথম রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মহাকরণে পালন করা হচ্ছে।

● জঙ্গলমহল এবং দার্জিলিংয়ে সংস্কৃতি আকাদেমি গঠন— রাজ্য সরকার জঙ্গলমহল এবং দার্জিলিংয়ে দুটি সাংস্কৃতিক আকাদেমি তৈরি করছে। জঙ্গলমহলের আকাদেমিটির নাম দেওয়া হয়েছে সিধো ও কানহুর নামে। এখানে সাঁওতালি ভাষায় গবেষণা ও চর্চা হবে। অলচিকি লিপিরও আধুনিকীকরণও হবে। দ্বিতীয় আকাদেমিটি হলো নেপালি আকাদেমি। যেটি দার্জিলিংয়ে স্থাপিত হবে।

● **ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষাগুলির উন্নয়ন—** ভাষাগত সংখালঘুদের তুলে ধরার জন্য রাজ্য সরকার স্থির করেছে, যেখানে দশ শতাংশের বেশি এই সব ভাষাভাষীর লোক বসবাস করেন, সেই সব এলাকায় উর্দু, হিন্দি, নেপালি, ওড়িয়া, সাঁওতালি, গুরুমুখি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে।

● **বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেডের পুনরুজ্জীবন—** স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য বসুমতী সাহিত্য মন্দির পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বসুমতীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বহু গুণী এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ, যেমন, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বসুমতী পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হয়েছে।

● **উত্তমকুমারের নামে পুরস্কার ঘোষণা—** বাংলা চলচ্চিত্রে অসাধারণ ভূমিকার জন্য রাজ্য সরকার একটি পুরস্কার প্রদান করবেন। বাংলা সিনেমায় যাঁরা অসামান্য ভূমিকা পালন করছেন তাঁরাই এই পুরস্কার পাবেন।

● **নজরুল আকাদেমি—** কাজি নজরুল ইসলাম সাহিত্য ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকার জন্য নজরুল স্মারক আকাদেমি হচ্ছে।

● **চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতি এবং উন্নয়ন—** বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট সরকার। উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা হবে পশ্চিবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম, টেকনিশিয়ান স্টুডিও, রাধা স্টুডিও এবং রূপকলাকেন্দ্র । রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান চালু করতে বদ্ধপরিকর। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবকে পুনর্গঠন এবং উন্নয়নেও রাজ্য সরকার উদ্যোগী। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য, চলচ্চিত্র নির্মাণের পুরো কাজটাই যেন এখানে করা যায়। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করবে রাজ্য। এই শিল্পে কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট সরকার।

● **হেরিটেজ কমিশনের পুনর্গঠন—** শিল্প-কলা, ইতিহাস প্রভৃতি বিভাগের দক্ষ প্রতিনিধিদের নিয়ে হেরিটেজ কমিশন পুনর্গঠন করা হবে। ঐতিহ্যশালী বাড়ি, মিউজিয়াম প্রভৃতি সংরক্ষণ এবং যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের কাজ করবে এই কমিটি।

● **জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংস্কার—** ভারত সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেরামতি এবং সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কাজে সাহায্য করছে এএসআই, কলকাতা কর্পোরেশন, রাজ্যের পূর্ত দফতর।

● **সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুচ্ছ তৈরি—** পাঁচটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এগুলি হলো বিষ্ণুপুর, শান্তিনিকেতন, জঙ্গিপুর, আটপুর এবং কলকাতায় কারেন্সি বিল্ডিংয়ে।

● **গ্রামীণ তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরকে ঢেলে সাজানো—** জেলা এবং মহকুমায় তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরকে জনসংযোগ ও প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে চায় সরকার। সেমিনার, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, এলাকায় প্রচার, প্রদর্শন, তথ্যচিত্র এবং উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করবেন এই দফতরের কর্মীরা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হবে।

● **রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত মংপু ভিলার মেরামতি এবং সংস্কার—** রাজ্য সরকার এই কাজে পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে।

● **স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ—** স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

● **ফিল্ম সিটি—** উত্তরপাড়ায় একটি নতুন ফিল্মসিটি গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সংখ্যালঘু কল্যাণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাজেন্দ্র সাচার 'সংখ্যালঘু সম্পর্কিত সাচার কমিটি'-র রিপোর্টের রচয়িতা। এছাড়াও নতুন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—

- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এবং শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্য বিধানসভায় একটি বিল আনতে চলেছে সরকার।
- বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে তাঁদেরই প্রতিনিধিদের নিয়ে পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটির পরামর্শ সরকার সংখ্যালঘু উন্নয়ন কর্মসূচিতে অঙ্গীভূত করবে।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০১১-১২ আর্থিক বছরে ১২২ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে স্কলারশিপ এবং ৮২ কোটি টাকা ঋণ। এ ছাড়াও ইন্দিরা আবাস যোজনার অন্তর্গত ৩৭,৩০০টি বাড়ি, ৭,০০২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ৩৯টি উর্দু মাধ্যম স্কুল, ৬,৫২৭টি নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি করা হবে সংখ্যালঘুদের সুবিধার্থে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘুদের জন্য একটি গৃহ প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করেছেন। কলকাতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আবাসনে ৫,০০০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। এই ব্যবস্থা জেলাস্তরেও ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। সরকার স্থির করেছে যে, প্রতিবছর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ৫০,০০০ ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে।
- প্রতিটি জেলায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের শাখা এবং ফিনান্স কর্পোরেশনের শাখা থাকবে, যারা সংখ্যালঘু মানুষদের পাশে দাঁড়াবে।
- ১০ হাজার মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং মাদ্রাসায় ৭০০ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ হাজার শিশুকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কথা ভাবা হয়েছে। তৈরি করা হবে একটি এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক, যার মাধ্যমে কর্মহীন যুবক-যুবতীরা কাজের সন্ধান সহজেই পাবেন।
- পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত জেলা/মহকুমাতে ১০ শতাংশের বেশি মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলেন, সেই এলাকাগুলিতে উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হবে।
- এছাড়া হিন্দি, নেপালি, ওড়িয়া, সাঁওতালি এবং গুরমুখি এই ৫টি ভাষাকেও এই রাজ্যে সংখ্যালঘুদের ভাষা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- অলচিকি ভাষায় পঠন-পাঠনের জন্য ১৮০০ জন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে গড়া হবে এমপ্লয়মেন্ট ডাটা ব্যাঙ্ক।
- বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে বেকার যুবক যুবতীদের চাকরির উপযুক্ত করে তোলার প্রয়াস চলছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু আয়োগ, রাজ্য হজ কমিটি এবং উর্দু আকাদেমির গভর্নিং বডিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে, যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে আরও ভালোভাবে কাজ করা যায়।
- কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ করা হচ্ছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন নিয়মিতভাবে মাসের এক তারিখে দেওয়া হচ্ছে।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য গৃহনির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রতিবছর ২০ হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকযুবতীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলা হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

১) পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন, রাজ্য হজ কমিটি এবং উর্দু অ্যাকাডেমির পরিচালন পর্ষদ

পুনর্গঠিত হয়েছে।

২) রাজ্যে সংখ্যালঘুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে কী কী পদক্ষেপ করা উচিত, তা নিয়ে মাননীয় বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) সাচারের সঙ্গে কলকাতায় বৈঠক করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

৩) ৩৫৬টি মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের ১০ মাসের বকেয়া সাম্মানিক মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪) ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রত্যেক মাসের ১ তারিখে ৬০৯টি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া শুরু হয়েছে।

৫) অননুমোদিত মাদ্রাসাগুলির অনুমোদনের জন্যে বাংলা, ইংরাজি, উর্দু দৈনিকগুলিতে আবেদন জানিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে।

৬) কবরখানাগুলির চারপাশে পাঁচিল দেওয়ার জন্যে অর্থবরাদ্দ করা হচ্ছে।

৭) উচ্চ/মাধ্যমিক মাদ্রাসাগুলির জন্যে আরও ৬৫০টি শিক্ষক-পদ অনুমোদিত হয়েছে।

৮) স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ঋণ পেয়েছেন মোট ২,৫৬২ জন।

৯) শিক্ষাঋণ দেওয়া হয়েছে মোট ৯৯ লক্ষ টাকা। ওই ঋণ পেয়েছে ৩৬৪ জন ছাত্র।

১০) প্রাথমিক থেকে পিএইচডি স্তর পর্যন্ত স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে ১,০৩,৬৪০ জন ছাত্রকে। ওইবাবদ খরচ হয়েছে ২৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

১১) চলতি বছরের ৩০ জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি করে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদান করা হয়েছে, স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার করা হয়েছে। যে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র, শিক্ষক, ঋণ ও স্কলারশিপ-প্রাপক (এসএইচজি-র সদস্যরা), বুদ্ধিজীবী, সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী-সহ প্রায় আট হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি এই দফতরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে সফল হয়েছে।

আগামী পরিকল্পনা—

১) ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের প্রাকমাধ্যমিক ৬ লক্ষ ছাত্র এবং উচ্চমাধ্যমিক ১ লক্ষ ছাত্রকে স্কলারশিপ দেওয়ার কাজ শেষ করা যাবে।

২) ৬১, ১৭০ জনের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার কাজ শেষ করা যাবে।

৩) সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ৫০টি মাদ্রাসা/স্কুলে অতিরিক্ত ক্লাসরুম বানানো যাবে।

৪) কলকাতায় ১৫টি উর্দু মাধ্যম স্কুলভবন ও তিনটি ইংরাজি মাধ্যম নির্মাণ করা হবে।

৫) ডায়মণ্ডহারবার ও বারুইপুরে দু'টি সরকারি পলিটেকনিক কলেজ নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

৬) সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ৩০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

৭) ওই এলাকাগুলিতে ২০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হবে।

৮) কলকাতা পুরসভার আওতায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলির ১৯টি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

৯) প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে এমন ব্যবসায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪০০০ যুবককে প্রশিক্ষিত করা যাবে।

নীতিগত সিদ্ধান্ত—

১) উচ্চ/উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্রাসাগুলির জন্যে ৬৫০টি শিক্ষকপদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২) মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে চলা অননুমোদিত মাদ্রাসাগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হবে।

৩) সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে মাননীয় বিচারপতি সাচারের পরামর্শ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তা নেওয়া হয়েওছে।

৪) কবরখানাগুলির চারপাশে পাঁচিল নির্মাণের জন্যে অর্থবরাদ্দ করা হবে। ইতিমধ্যে সেই বরাদ্দ শুরুও হয়েছে।

৫) ২০১১-১২ সালে কর্মসংস্থানের প্রচুর সম্ভাবনা আছে, এমন ব্যাবসায় প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ হাজার যুবককে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হবে, যাতে তারা প্রশিক্ষণ শেষেই রোজগার করতে পারে।

৬) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে ৫০ হাজার গৃহ এবং কলকাতা পুরসভা এলাকায় (পুরসভার উদ্যোগে) ৫ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে।

পার্বত্য বিষয়ক

দীর্ঘ দিন ধরেই দার্জিলিং জেলা এবং তার আশপাশের কিছু অঞ্চল নিয়ে পৃথক গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্য গড়ার দাবি জানিয়ে আসছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জিজেএম)। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েই বারবার এই অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করে। এই নিয়ে দফায় দফায় ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জিজেএম সদস্যদের মধ্যে বৈঠক হয়। ওই বৈঠকগুলিতে বেশ কিছু জরুরি সমস্যা উঠে আসে এবং তা মেটানো যায়নি।

নতুন রাজ্য সরকার কার্যভার গ্রহণের দু মাসের মধ্যেই এই সমস্যাগুলি মিটিয়ে ওই এলাকায় শান্তিস্থাপনে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জিজেএম নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বকেয়া ইস্যুগুলি মেটানোর পাশাপাশি পাহাড়ে প্রশাসনিক, আর্থিক এবং কার্যকরী ক্ষমতা সম্পন্ন একটি স্বশাসিত সংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে এলাকার শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বাভাবিক জনজীবন ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়।

১৮ জুলাই, ২০১১ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জিজেএম নেতৃত্বের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার লক্ষ্য গোর্খাল্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) নামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যেই একটি স্বশাসিত সংস্থা গঠন। এই সংস্থা পাহাড়ের মানুষের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ মেটাতে, প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ঘটাতে কেন্দ্র এবং রাজ্য প্রশাসনের সহায়তায় কাজ করবে। নতুন সরকারের উদ্যোগেই কেন্দ্রীয় সরকার তিন বছরের জন্যে পাহাড়ের উন্নয়নমূলক কাজ-কর্ম করার খরচ বাবদ এই নতুন স্বশাসিত সংস্থাকে অর্থসাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও এই ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উচ্চ আধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি, হসপিটালিটি এবং ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিউট তৈরি, নার্সিং কলেজ স্থাপন, পাহাড়ি মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা, দার্জিলিং সাবডিভিশনে রোপওয়ে তৈরি, পাহাড়ে চা এবং সিঙ্কোনা চাষের উন্নয়ন ঘটাতে একটি গবেষণা কেন্দ্র তৈরি, মংপুতে ফুল, শাক-সব্জি প্রভৃতির প্রক্রিয়াকরণের কেন্দ্র গড়ে তোলা।

ওই চুক্তিটি কার্যকর করার লক্ষ্যে সবুজ সংকেতের জন্য একটি বিল তৈরি করে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আগামী দিনে এই বিলটি রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হবে।

দীর্ঘদিন পর শান্তি ফিরেছে পাহাড়ে। স্বাভাবিক হয়েছে জনজীবন। পর্যটকেরা বিপুল সংখ্যায় আবার যাচ্ছেন পাহাড়ে। নতুন সরকারের কাছে এ এক বিরাট সাফল্য।

উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলির উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তার জন্য উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের একটি বিশেষ শাখা-দফতর খোলা হয়েছে। শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর এই সচিবালয়ের অফিসের জন্য জায়গা নির্বাচন হয়ে গেছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে মুখ্যমন্ত্রী আরও নিবিড়ভাবে তদারকি করতে পারবেন। আপাতত মাটিগাড়ায় অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়ে এই সচিবালয় চালু করা হয়েছে।

শিল্প-বাণিজ্য

রাজ্যে শিল্পায়নের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কতগুলি নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং বহু বাস্তব পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার এটা দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, অনিচ্ছুক কৃষকের জমি জোর করে অধিগ্রহণ করা হবে না। কিন্তু তারজন্য রাজ্যের শিল্প গড়তে কোনওরকম অসুবিধা সরকার হতে দেবে না। কেবল তাই নয়, সরকার জমি ব্যবহার মানচিত্র, জমি ব্যাঙ্ক গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে সে কাজ সম্পন্ন হবে। আর একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত হল শিল্পের জন্য জমিতে শিল্পই হবে, অন্য কিছু নয়। শিল্পের জন্য জমি নিয়ে ফেলে রাখা যাবে না। হয় শিল্পপতিরা উদ্যোগী হয়ে শিল্প করুন, নয়তো সরকার উদ্যোগী হয়ে শিল্প স্থাপনে এগোবে।

বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানাগুলি আবার খোলার ব্যাপারে সরকার যেমন ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে, তেমন নতুন নতুন শিল্প স্থাপনেও বড়সড় পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প, শালবনীতে ইস্পাত শিল্পের জটিলতা দূর করা থেকে শুরু করে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকার সমান মনোযোগী। নীচে রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কিছু তথ্য পেশ করা হল।

শিল্প-বাণিজ্য দফতরের উদ্যোগ

- মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের শিল্পায়ণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে একটি কোর কমিটি গড়া হয়েছে। বিভিন্ন বণিক সভার সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের আধিকারিকরা ওই কমিটিতে রয়েছেন।
- কোর কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। একটি ভূমি সংক্রান্ত আইন বিষয়ে পর্যালোচনা করার জন্য। দ্বিতীয়টি এক জানলা ব্যবস্থায় যে সমস্ত শিল্প গঠনের প্রস্তাব জমা পড়বে সেগুলি খতিয়ে দেখবে। দরখাস্ত লেখার ফর্মগুলি সরলীকরণ করা হয়েছে। ৯৯ পাতার ফর্ম কমিয়ে ১৫ পাতার করা হয়েছে।
- ৩৫টি শিল্প উদ্যানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা-সহ যে সব এলাকা অব্যবহৃত রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।
- শহরে গ্যাস সরবরাহ পরিষেবায় বিনিয়োগের জন্য গেইল, এইচপিসিএল এবং জিসিজিএসসিএ-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা।
- ন্যাপথা আমদানীতে কেন্দ্রীয় সরকারের শতকরা ৫ শতাংশ হারে ওয়েভার নীতি অনুযায়ী হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড বার্ষিক ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সুবিধা পেয়েছে।
- হাওড়ায় একটি আইটিআই-সহ ফাউন্ড্রি পার্কের উদ্বোধন হবে।
- দুর্গাপুর আসানসোল এলাকায় কয়লাক্ষেত্র থেকে মিথেন গ্যাস আহরণের প্রকল্প শুরু করেছে গ্রেট ইস্ট্রার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ১,০০০ কোটি টাকা।
- উত্তর ২৪ পরগনায় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি পোশাক শিল্প উদ্যান গড়ার প্রস্তাব এসেছে।
- খড়গপুরে বিদ্যাসাগর শিল্প উদ্যানে মাটি কাটার যন্ত্র নির্মাণের একটি ভারী শিল্প গড়ে তুলতে চলেছে ট্রাকটরস ইন্ডিয়া লিমিটেড। ৪৩৪.৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে ওঠা এই শিল্পে ৮০০ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।
- দুর্গাপুরে ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে খনিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা স্থাপন করছে মার্কিণ সংস্থা পি অ্যান্ড এইচ প্রো।
- বিদ্যাসাগর দ্বীপ উন্নয়ন প্রকল্পে (নয়াচর) ১৬,৫১১ কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্দিষ্ট কয়েকটি উন্নয়নের প্রস্তাব মিলেছে। সরাসরি কর্মসংস্থান হবে ৫৮,১০০ জন মানুষের।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শিল্পতালুকে পরিবেশ বান্ধব শিল্প উদ্যান এবং ইউটিলিটি পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে। সেই সঙ্গে একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হবে।

মাতঙ্গিনী হাজরা পর্যটন তালুকে মৎস্যজীবী গ্রামের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি একটি ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প গড়ার কাজ এগোচ্ছে।

- গ্যাস সরবরাহের পাইপ লাইন বসানোর জন্য ৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি প্রকল্প গড়ে তুলতে গেইল ও হলদিয়ার এফএসআরও-এর সঙ্গে গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থা জিসিজিএসসিএল এর কথাবার্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে।
- হাওড়ার সাঁকড়াইলে ফুড অ্যান্ড পলি পার্কের ভেতরে একটি 'জরি পার্ক' তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম। এখানে জরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা প্রভৃতি সুবিধা দেওয়া হবে।
- হাওড়ার ডোমজুরে 'জেম অ্যান্ড জুয়েলারি পার্ক' গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যানের মধ্যে বিভিন্ন রত্ন ও গহণা প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ীরা যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সহ ছোট, মাঝারী, বড় বিভিন্ন মাপের জায়গা পাবেন। এই পার্কটির পরিবেশ দূষণ রোধ, নিরাপত্তা, ভল্টের ব্যবস্থা, ওষুধ ও চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা-সহ গহণা শিল্পের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা থাকবে।

যে সব বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে

সংস্থা ৭টি
বিনিয়োগের পরিমাণ— প্রায় ৩২০২.৫ কোটি টাকা
সম্ভাব্য কর্মসংস্থান— ৬৭,০০০ জন
উল্লেখযোগ্য সংস্থা— কগনিজেন্ট টেকনোলজি লিমিটেড
ইনফোসিস টেকনোলজি লিমিটেড
উইপ্রো
টাটা কনসালটেন্সি লিমিটেড
এইজিস
অ্যাকসেঞ্চার

বিবেচনাধীন বিনিয়োগ প্রস্তাব

সংস্থা ২১টি
বিনিয়োগের পরিমাণ— প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা
সম্ভাব্য কর্মসংস্থান— ১,০০,০০০ জন
উল্লেখযোগ্য সংস্থা— গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড
বামারলরি কোম্পানি লিমিটেড
টি আই এল লিমিটেড
গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড
মিৎসুবিশি কেমিকেল কর্পোরেশন
চ্যাটার্জী গ্রুপ

অন্যান্য প্রস্তাব

১) মিৎশুবিসি কেমিকাল কর্পোরেশন সম্প্রসারণ প্রকল্প। ডাউনস্ট্রিম প্রকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে।
২) চ্যাটার্জী গ্রুপ—হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ছাড়াও তথ্য-প্রযুক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা চলছে।
৩) কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস—বিভিন্ন প্রকল্পে প্রচুর বিনিয়োগের প্রস্তাব।
৪) বিগ অ্যানিমেশন—এডিএজি গ্রুপ—প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অ্যানিমেশন তৈরির স্টুডিও গড়ার জন্যে প্রচুর বিনিয়োগের প্রস্তাব।

কর্মসংস্থান

নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই কর্মসংস্থানে জোর দেয়। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে বিভিন্ন দফতরে বহু নতুন পদ তৈরিও হয়। এর তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

দফতর	পদের সংখ্যা
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	জেলা পুলিশের মিসিং পার্সনস ব্যুরোতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২০৭টি পদ তৈরি।
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	কলকাতা পুলিশে টেলিফোন অপারেটারের ৮টি শূন্যপদ পূরণ।
বিদ্যালয় শিক্ষা	৫,৪৪৫টি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ তৈরি এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৩৯,৫১০টি পদ তৈরি ।
স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক)	রাজ্যপালের সচিবালয়ে রেকর্ড-রক্ষকের একটি পদ তৈরি।
স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক)	প্রোটোকল অফিসারের একটি পদ এবং রাজ্যপালের সচিবালয়ে ইনভেন্টরি অ্যাসিস্ট্যান্টের একটি পদ তৈরি।
স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক)	রাজ্যপালের সচিবালয়ে একজন পাচক, একজন পিওন এবং তিনজন সাফাইকর্মীর পদ তৈরি।
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	রাজভবনে একজন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার ও পুলিশের পদ তৈরি।
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৬ হাজার মহিলা কনস্টেবলের পদ তৈরি।
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	হাওড়া কমিশনারিয়েটে ডেপুটি কমিশনার থেকে অন্যান্য ক্যাটাগরির জন্য ৪১৬টি পদ তৈরি।
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারিয়েটে এবং বর্ধমান পুলিশ জেলার জন্য ৩,২৩৮টি পদ তৈরি।
অর্থ (অডিট)	পেনশন অধিকর্তা, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্রাচুয়িটিতে ৩৮টি পদ তৈরি।
অর্থ (রাজস্ব)	রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলোতে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে ৭০০ শূন্যস্থান পূরণ।
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	ট্রাফিক গার্ডগুলোর জন্য ১০টি পদ তৈরি।
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	ঝাড়গ্রাম পুলিশ জেলার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৬৬৮টি পদ তৈরি।
বিচার বিভাগীয়	বিচারভবনে সিবিআই-এর তিনটি বিশেষ আদালতের জন্য ১৫টি পদ তৈরি।
খাদ্য ও সরবরাহ	পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিগমে ১২৫ পদে নিয়োগ (পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ছাড়া যেগুলো পূরণ করা হয়)।
স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ)	নতুন দিল্লিতে রেসিডেন্ট কমিশনারের অফিসে তিনটি অস্থায়ী পদ তৈরি।
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)	জঙ্গলমহলে জুনিয়ার কনস্টেবল, হোমগার্ড এবং এনভিএফ-এর ১০ হাজার পদে বিশেষ নিয়োগের ব্যবস্থা।
সংখ্যলঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকের ৭০০ পদ তৈরি করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১,০৬৭ জন সেকেন্ড অক্সিলিয়ারি নার্সিং, ১,৫৫৮ জন 'আশা' প্রকল্প এবং ৭০১ জন নার্সকে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও আরও ৫০০ জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার ও ৪৫০ অক্সিলিয়ারি নার্স নিযুক্ত করা হয়েছে।
কলকাতা পুলিশ	মোট নিযুক্ত হবে ৬,৯৬৭ জন। তার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে নিযুক্ত হবে ১,৬৩১ জন।
এগজেমটেড ক্যাটাগরি	নিযুক্ত হবে ২১২ জন (ডায়েড ইন হারনেস)।
সংখ্যলঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	অলচিকি ভাষায় পঠন-পাঠনের জন্য ১,৮০০ জন শিক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মোট— ৭৯,২৮৬

**** এছাড়া বেসরকারি ক্ষেত্রেও দুই লক্ষাধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।**

শিল্প পুনর্গঠন

শিল্পে রুগ্নতা সম্পর্কে মূলত এইসব কারণগুলিই দায়ী—

- কারিগরি পশ্চাৎপদতা।
- সঠিক সময় যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিকীকরণনা করতে পারা।
- এই ধরনের রুগ্ন হবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছোনো শিল্পগুলিকে ব্যাঙ্কের ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ সহায়তা না করতে চাওয়া।
- অর্থনৈতিক মন্দা।
- শিল্পে নির্দিষ্ট প্ল্যান্টে উৎপাদনের ক্ষমতাকে পুরোপুরি ব্যবহার না করা।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক-কর্মচারী।
- গৃহীত ঋণের অত্যাধিক সুদ ও অন্যান্য খরচ।
- বাজার ও বিপণন ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- পরিচালনায় অদক্ষতা।
- অস্বাস্থ্যকর শ্রমিক সম্পর্ক।
- অন্যান্য কারণ।

শিল্প রুগ্নতা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন মানা হচ্ছে

শিল্প একটি কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় হওয়ায় সে সব আইনসমূহের আওতায় রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হয়, সেগুলি হল—

- কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ (The Companies Act 1956)
- রুগ্ন শিল্প কোম্পানি আইন (বিশেষ ব্যবস্থা), ১৯৮৫ [The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act 1985]
- আর্থিক সম্পদ নিরাপদ ও পুনর্গঠন করা এবং ঋণপ্রদানকারীদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োগ আইন, ২০০২ (The Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002)। শেষোক্ত আইনটি গঠন করে ২০০২ সালে ভারত সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই আইন অনুসারে রুগ্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ঋণপ্রদানকারীদের, মূলত ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির, দেওয়া ঋণের নিরাপত্তা রাখার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে ওই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ঋণ পুনরুদ্ধার করতে প্রয়োজনে শিল্পের সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির দখল নিতে পারবে এবং ওই সব সম্পত্তি লিজ, বিক্রি বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে পারবে। একটিও রুগ্ন শিল্পসংস্থায় টাকা ঢালতে এই সব ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজি থাকে না, অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া এগুলির পুনরুজ্জীবনও সম্ভব নয়। টাকা তো দেয়ই না, বরং এই সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন আদালতে মামলা করছে যাতে ২০০২ সালের ওই আইন অনুসারে তাদের পাওনা আদায় করা যায়।

রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির তালিকা—বিআইএফআর-এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টার অবস্থা

- মার্চ ২০১১ পর্যন্ত এই দফতর ৩৬১টি রুগ্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কাজ করেছে। এই রুগ্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বি আই এফ আর-এ রেজিস্টারড রয়েছে। এগুলির মধ্যে ২৫টি কেন্দ্রের অধিগৃহীত সংস্থাও আছে।
- বেসরকারি ক্ষেত্রের ৩৩৬টি শিল্পের মধ্যে ৭১টির পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা বি আই এফ আর অনুমোদন দিয়েছে। এই ৭১টির মধ্যে ৩৬টি সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা গেছে এবং তারা রুগ্ন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল, এবিবি অ্যালস্ট্রম, সারেগামা, জয় ইঞ্জিনিয়ারিং, সেঞ্চুরি এক্সট্রুসনস্ প্রভৃতি।
- ৭টি সংস্থা আর রুগ্ন নেই, কিন্তু এগুলি এখনও পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত হয়নি। বাকি ২৮টি সংস্থার পুনরুজ্জীবন প্রকল্প বর্তমান অর্থিক বর্ষে কার্যকরী হবে। এগুলির মধ্যে মেসার্স ডিউরোপ্লাইপ্রিন, ভার্সাটাইল ওয়্যারস, গৌরীশঙ্কর জুট মিল, অ্যাসোসিয়েটেড পিগমেন্টস, আই এফ এ ইন্ডাস্ট্রিস এবং দীপক ইন্ডাস্ট্রিস উল্লেখযোগ্য। অন্য ১২৩টি সংস্থার ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের নানা দিক নিয়ে বি আই এফ আর বিবেচনা করছে। ৭৮টি সংস্থাকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার রায় দিয়েছে মহামান্য হাইকোর্ট। এগুলির মধ্যে ৭টি সংস্থাকে উদ্যোগপতিরা নিয়েছে পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে।

➢ দফতর সমস্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রুগ্ন সংস্থাগুলিকে ছাড় বা সুবিধা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পুনর্নবীকরণ প্রকল্প ২০১১ (ডব্লিউবিআইআরএস ২০১১)-এর কয়েকটি দিক

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ছোট, বড় ও মাঝারি বন্ধ, রুগ্ন বা দুর্বল শিল্পসংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের ও বিস্তারের উৎসাহ দেওয়া হবে—

➢ স্টাম্প টিউটি ও রেজিস্ট্রেশন খরচে ৫০ শতাংশ ছাড়, যখন একটি বন্ধ সংস্থাকে কোনও উদ্যোগপতি কিনবেন শিল্পস্থাপনের জন্য।

➢ বকেয়া বিক্রয় করকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণে পরিণত করা।

➢ যেদিন থেকে সংস্থাটি রুগ্ন হয়েছে, সেদিন থেকে ইলেকট্রিসিটি ডিউটিতে ছাড়। এই ছাড় সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

➢ বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে উদ্বৃত্ত জমির একটা অংশ ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি, যাতে ছোট, বড় ও মাঝারি বন্ধ, রুগ্ন বা দুর্বল শিল্পসংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয় অর্থের একাংশ জোগাড় করা যায়।

➢ এ ছাড়াও পুঁজিসংগ্রহ ও কারিগরি ক্ষেত্রে অনেকগুলি সহায়তার কথা এই প্রকল্পে বলা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি ও পরিকাঠামো

১) তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতির জন্য স্যাম পিত্রোদাকে চেয়ারম্যান এবং এন আর নারায়ণমূর্তিকে চিফ মেন্টর করে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে।

২) তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির একটা নতুন নীতি তৈরি করা হচ্ছে। এ জন্য একটা খসড়াও তৈরি করা হয়েছে। এই নীতিতে জেলায় তথ্য প্রযুক্তি হাব, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগ ক্ষেত্র, অ্যানিমেশন ক্ষেত্র ইত্যাদির বিকাশে জোর দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ই-গর্ভনেন্স কর্মসূচিকে কার্যকর করা হবে। জনস্বাস্থ্য ও যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। রাজ্যের প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই নীতি ইতিবাচক ভূমিকা নেবে।

৩) অনুন্নত এলাকায় বিনিয়োগে উৎসাহ জোগাতে রাজ্যের জেলাগুলোকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। শিল্পে উৎসাহ দানে সরকারের যে প্রকল্প আছে তার সংশোধন করেও খসড়া তৈরি করা হয়েছে। অন্য সব রাজ্যের বিনিয়োগ আকর্ষণে উৎসাহদান প্রকল্পগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নতুন প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কোম্পানি এবং অ্যানিমেশন ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ উৎসাহদান প্রকল্পের কথাও ভাবা হয়েছে।

৪) শুধু কলকাতা নয়, দূরবর্তী জেলাগুলোতেও তথ্য প্রযুক্তির হাব তৈরি হবে। এ জন্য তথ্য প্রযুক্তি দফতর ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, হলদিয়া, খড়গপুর, ফলতা এবং শিলিগুড়িতে তথ্য প্রযুক্তি হাব ও ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ার কাজে উদ্যোগ নিয়েছে। ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক থেকে তথ্য প্রযুক্তি হাবের জন্য উপযুক্ত জায়গা বাছতে জেলা শাসকদের বলা হয়েছে। ভারত সরকারের সংস্থা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কস অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে রাজ্য সরকারের তথ্য প্রযুক্তি দফতর মিলে শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, খড়গপুর, হলদিয়াতে আইটি পার্ক গড়ার চিন্তাভাবনা চলছে। এ জন্য ভারত সরকারের ওই সংস্থার সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা হয়েছে।

৫) তথ্য প্রযুক্তি শিল্প গড়ার জন্য বরাদ্দকৃত জমির কোথায় কতটা পড়ে আছে, তার হিসেব নেওয়া হচ্ছে। শহরের প্রান্তে এবং নোনাডাঙা, বানতলা, রাজারহাট, সল্টলেকের সেক্টর-৫-এ কোথায় কতটা এমন জমি খালি পড়ে রয়েছে, তার ম্যাপ করা হচ্ছে।

৬) উইপ্রো, কগনিজেন্ট টেকনোলজি, টিসিএস এই সব তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির সম্প্রসারণ এবং ইনফোসিসের প্রকল্প গড়ার কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

৭) সল্টলেকের সেক্টর-৫-এর একটা নতুন চেহারা দিতে হবে। এ জন্য নবদিগন্তের বিভিন্ন শিল্প সংস্থার সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি দফতর আলোচনা চালাচ্ছে। আলোচনার বিষয়বস্তু কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়িত্ব পালন।

ই-গভর্ন্যান্স

১) তথ্য প্রযুক্তি দফতর গড়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে নেটওয়ার্ক বা স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক। এর ফলে রাজ্য থেকে জেলা, মহকুমা, ব্লক এমনকি ডায়মন্ডহারবার, বারুইপুর, আলিপুরের মোটোর ভেহিকেলস দফতরগুলি ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করা যাচ্ছে।

২) এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হাওড়া জেলার নির্দিষ্ট ভূমি দফতর এবং রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলো সঙ্গে কলকাতার ল্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড সার্ভে অফিসে অধিকর্তার যোগাযোগ সহজ হয়ে গেছে। জাতীয় ল্যাণ্ড রেকর্ডস আধুনিকীকরণ কর্মসূচি অনুযায়ী জমি-বাড়ির রেজিস্ট্রেশন এবং নাম পরিবর্তনের কাজ অনেক সরলীকৃত হবে।

৩) জমির মালিকানার নাম পরিবর্তন, বর্গা আবেদন, বাস্তু এবং তার পরিবর্তনের কাজ সরল করতে সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলছে।

৪) বাঁকুড়া এবং জলপাইগুড়ি জেলা দুটিতে ব্যক্তির বর্ণ পরিচিতির সার্টিফিকেট অন-লাইনে দেওয়ার কাজ অনেকটা এগিয়েছে।

৫) রাজ্য সরকারের বহু দফতরে কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি দফতর কাজ করে চলেছে। শ্রম দফতরের একটা প্রকল্পের পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠানো হয়েছে।

৬) **কাগজ ছাড়া 'ই-অফিস'—** ন্যাশানাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের তৈরি এমন একটা সফটওয়্যার উত্তর ২৪পরগনার জেলাশাসক অফিসে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে চালু করার অবস্থায় আছে। রাজ্যভিত্তিক এমনই প্রকল্পের কাজ ভাবা হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি, শিল্প-বানিজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের অফিসের জন্য।

৭) ন্যাশানাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের অনেক কাজের জন্য ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে চালু করেছে। পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং সেচ দফতরেও তেমন ব্যবস্থা করার জন্য টেন্ডার ডাকার কথা ভাবা হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরের আইআইআইটি-র তৈরি করা এমন একটি প্যাকেজ কেএমডিএ ব্যবহার করবে।

৮) **চলমান আবহাওয়া সতর্কীকরণ—** প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ, সেচ প্রকল্প থেকে জল ছাড়া এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মৎস্যজীবীদের সতর্ক করতে অঞ্চলভিত্তিতে জনগণকে এসএমএসের মাধ্যমে জানানোর জন্য তথ্য-প্রযুক্তি দফতর ভেবেছে। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি এবং ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের সঙ্গে আলোচনা করে এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

৯) মহাকরণ থেকে জেলাশাসক এবং ব্লক অফিস পর্যন্ত ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা, পুরসভা অফিসগুলো পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল, নদীয়ার জেলা হাসপাতালের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা সফলভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। যেসব দফতর এমন ভিডিও কনফারেন্স করার প্রয়োজন বুঝবে সেখানেও এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে।

১০) **ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার কেনার সরকারি নীতি পর্যালোচনার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি দফতরের প্রধান সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।** এই কমিটি অর্থ দফতরের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি যাতে সরকারি অর্ডার পাওয়ার ক্ষেত্রে বাইরের প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির সঙ্গে সমান সুযোগ পায়, তা দেখতে হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইকেট্রনিক ইন্ডাসট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

১) তথ্য প্রযুক্তি দফতর ওয়েবেলকে পুনর্গঠিত করে উজ্জীবিত করতে ব্যবস্থা নিয়েছে। ই-শাসন এলাকা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনে ওয়েবেল যাতে সহযোগিতা করতে পারে, সেজন্য এই সংস্থার কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে নজর দেওয়া হয়েছে।

২) ওয়েবেলের সব টেন্ডার কমিটিগুলোই পুনর্গঠিত হচ্ছে।

৩) ওয়েবেলের চেয়ারম্যান কে হবেন তা ইতিমধ্যেই ঠিক করা হয়ে গেছে। নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টরও শীঘ্রই ঠিক হবে।

আগামী ৬ মাসের পরিকল্পিত কর্মসূচি

১) জেলাগুলোয় তথ্য প্রযুক্তি হাব তৈরি।

২) কলকাতা, খড়্গপুর, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, হলদিয়ায় তথ্য-প্রযুক্তি পার্কের বিকাশ সাধনে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩) নতুন তথ্যপ্রযুক্তি নীতির বিজ্ঞপ্তি জারি।

৪) তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন উৎসাহদান প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি।

৫) তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬) উপপ্রো ও টিসিএস-এর নতুন ইউনিট গঠন ও ইনফোসিস কোম্পানির প্রথম ইউনিট তৈরির কাজ শুরুর ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

৭) বানতলায় কগনিজেন্ট টেকনোলজির দ্বিতীয় ইউনিটের কাজ শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ।

৮) সল্টলেকের সেক্টর-৫, যা নবদিগন্ত বলে পরিচিত সেখানে পরিকাঠামো, যান চলাচল ও পুর-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

জঙ্গলমহল

মাওবাদী অধ্যুষিত তিনটি জেলার ২৩টি ব্লকের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জঙ্গলমহল সফরের সময় এই এলাকার উন্নয়নে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেন। তারপর উন্নয়নের স্বার্থে ওই এলাকায় যা যা কাজ হয়েছে তা নিম্নরূপ।

➢ **স্বরাষ্ট্র**

জঙ্গলমহল এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে কর্মসংস্থানে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। স্থানীয় বেকারদের মধ্যে থেকে এনভিএফ, হোমগার্ড এবং স্পেশাল পুলিশ কনস্টেবল পদে ১০,০০০ জনকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অস্ত্রসহ মাওবাদীদের আত্মসমর্পণের পদ্ধতি আরও গ্রহণযোগ্য এবং সহজ করা হয়েছে।

➢ **স্বাস্থ্য**

প্রতিটি ব্লকে পুষ্টির পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরি করে স্থানীয় অসুস্থ মানুষের কাছে চিকিৎসা-সহ প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ।

➢ **ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—** পশ্চিম মেদিনীপুরের মাওবাদী অধ্যুষিত ১১টি ব্লকে ৩০ শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি-সহ চন্দ্রকোনার ৬০ শয্যার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে উন্নত করা হবে। শালবনীর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ৬০ শয্যার এবং বিনপুর, চিল্কিগড়, মোহনপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ৩০ শয্যার করা হবে।

বাঁকুড়ার মাওবাদী অধ্যুষিত ৪টি ব্লকের মধ্যে একমাত্র রায়পুরে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যার সংখ্যা ২৫টি। এটি ৩০ শয্যার করা হবে। রায়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে ৬০ শয্যার গ্রামীণ হাসপাতাল স্তরে উন্নীত করা হবে।

পুরুলিয়ার ৮টি ব্লকের মধ্যে ৭টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। তার সঙ্গে মানবাজার-২ ব্লকে পায়রাছালি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকেও ৩০ শয্যার করা হবে। বলরামপুর এবং বান্দোয়ান ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রদুটিকে ৬০ শয্যার গ্রামীণ হাসপাতালের পর্যায়ে উন্নীত করা হবে। এই হাসপাতালগুলিতে ওটি, লেবাররুম, মেডিকেল অফিসার, নার্সদের আবাসন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে।

➢ **প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—** প্রতিটি ব্লকে ন্যূনতম একটি করে ১০ শয্যার স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাওবাদী অধ্যুষিত ২৩টি ব্লকের মধ্যে ৬৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়ন হয়েছে। ৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলা হবে। বাকি ৩৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নয়নও করা হচ্ছে। মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকার মানুষের কাছে সুলভে সরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবা পৌঁছে দেবার উদ্দেশে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে ১০ শয্যার করা হবে। তার সঙ্গে থাকছে রোগী দেখার বহির্বিভাগ, মেডিকেল অফিসারদের থাকার ব্যবস্থা, নার্সদের কোয়ার্টার প্রভৃতি।

➢ **মেডিকেল ক্যাম্প**— স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের হিসেব অনুযায়ী যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই সেই এলাকাগুলিতে সপ্তাহিক মেডিকেল ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

২৩টি ব্লকের প্রতিটিতে একটি করে ভ্রাম্যমান মেডিকেল ইউনিট স্থাপনের জন্য বেসরকারি এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রতি ছ-দিন অন্তর আগাম ঘোষিত ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিটকে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করতে বলা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ ইউনিটগুলি প্রতি দিনে দুটি অথবা তার বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই শিবির করবে।

➢ **অ্যাম্বুলেন্স ও মেডিকেল ভ্যান পরিষেবা**— জরুরি প্রয়োজনে রোগীর কাছে দ্রুত পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা এবং জীবনদায়ী ওষুধ ও যন্ত্রপাতি সংবলিত অ্যাম্বুলেন্স/মেডিকেল ভ্যান পরিষেবা চালু হচ্ছে। বিনামূল্যে সন্তানসম্ভবা এবং অসুস্থ সদ্যজাতকে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিন জেলার মাওবাদী অধ্যুষিত ২৩টি ব্লকের সর্বত্র এই জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা এবং রোগীকে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনার সুবিধা দেওয়া হবে।

➢ **খাতরা হাসপাতালের উন্নয়ন**— খাতরা মহকুমা হাসপাতালটি সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতদিন থাকার অসুবিধার জন্য এই হাসপাতালটিতে কোনও বিশেষজ্ঞ সার্জেন ছিলেন না, ব্লাড ব্যাঙ্ক ছিল না। ফলে অস্ত্রোপচারের রোগীরা পরিষেবা পেতেন না। এই অসুবিধা দূর করতে ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরির পাশাপাশি চিকিৎসক এবং নার্সদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণের সিদ্ধান্ত

হয়েছে।

➢ **ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালের উন্নয়ন**— এই হাসপাতালটিকে জেলা হাসপাতালের স্তরে উন্নীত করা হচ্ছে, বাড়ছে রোগীদের শয্যাসংখ্যা। সেই সঙ্গে জেলা হাসপাতালের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এখানে পাওয়া যাবে। অসুস্থ সদ্যজাতদের চিকিৎসার জন্য একটি ১২ শয্যার নিওন্যাটাল কেয়ার ইউনিট তৈরি করা হবে। পাশাপাশি বাড়ানো হবে সাধারণ রোগীদের জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা। তার মধ্যে রয়েছে লেবার রুম, অপারেশন থিয়েটার, ট্রমাকেয়ার ইউনিট, রোগ নির্ণয় পরিষেবা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ডিজিটাল এক্স-রে প্রভৃতি।

➢ **ঝাড়গ্রামে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল**— নার্সিং কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার অর্থসাহায্যে ঝাড়গ্রামে একটি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল (জিএনএম) তৈরি করা হবে।

➢ **লালগড়ে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল**— রোগীদের পরিচর্যার কাজে নার্সদের ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে নার্সিং ট্রেনিং (এএনএম) স্কুল তৈরি হবে ঘাটাল, আরামবাগ এবং নিমপীঠে। ভারত সরকারের সাহায্যে লালগড়েও একটি স্কুল তৈরি করা হবে। এই উদ্যোগ সফল করা গেলে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে গুণগত মানোন্নয়ন ঘটবে। লালগড়ে নার্সিং স্কুল তৈরির জন্য ইতিমধ্যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

➢ **মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় রোগ নির্ণায়ক ব্যবস্থার উন্নতি**— রাজ্যের তিনটি জেলার ২৩টি ব্লকেই রোগ নির্ণায়ক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এই এলাকার প্রতিটি ব্লকেই হয় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় সঠিক রোগ নির্ণয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক রোগ চিহ্নিত করা গেলে চিকিৎসার সময় এবং খরচ দুটোই কম লাগে।

➢ **সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা**— স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে এই এলাকাগুলিতে সম্প্রদায় ভিত্তিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর কথা ভাবা হয়েছে। স্থানীয়স্তরে এনবিভিডিসিপি, আরএনটিসিপি, এনপিসিবি প্রভৃতি প্রকল্পগুলিকে এবং জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের প্রকল্পগুলিকে একই ছাতার তলায় আনা হবে।

- দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে চশমা বিতরণ।
- ম্যালেরিয়ার প্রকোপ রুখতে মশারি বিতরণ।
- মহকুমাস্তরে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা।
- ম্যালেরিয়ার রক্তপরীক্ষায় ব্যবহৃত স্লাইডগুলিকে মহকুমাস্তর থেকে নিকটবর্তী পরীক্ষাগারে আনা-নেওয়া করার জন্য কর্মী নিয়োগ।
- স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবীদের তিনদিনের প্রশিক্ষণ দান এবং দ্বিতীয় নার্সদের প্রশিক্ষণ দান।
- স্বেচ্ছাসেবীদের এবং নার্সদের নিয়মিত ম্যালেরিয়ার নির্ণায়ক রক্তপরীক্ষার জন্য আরডি কিট সরবরাহ।
- যক্ষ্মারোগীদের পরিচর্যায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবীদের ভাতাবৃদ্ধি।
- বর্ষার আগেই জলদূষণ সম্পর্কে সতর্কীকরণ।

➢ **খাদ্য ও সরবরাহ**— এই এলাকার সমস্ত পরিবারকে রেশনে দু-টাকা প্রতি কিলো দরে চাল দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর ফলে উপকৃতের সংখ্যা ৩,৫৪,৩১৭ জন থেকে বেড়ে হচ্ছেন ৬,২০,১৩৪ জন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে অতিরিক্ত ৩,৩০০ মেট্রিক টন চালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষ এই চাল সময়মতো এবং নিয়মিত পাচ্ছেন কিনা সেদিকে নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারি অফিসারদের।

➢ **খাদ্যশস্য বিতরণ**— স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ২২টি কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে। খাদ্যশস্য নিয়মিত পৌঁছাচ্ছে কিনা সেদিকেও সতর্ক নজর রাখা হয়েছে। এমনকী কত খাদ্যশস্য কোথায় পাঠানো হচ্ছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট-সহ কাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হল সেটাও জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে।

➢ **পরিশ্রুত পানীয় জল** — মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা লালগড়ে যাতে জলাভাব না থাকে তারজন্য ১১টি প্রকল্প চালু হবে। তার মধ্যে চলতি বছরের মধ্যেই আংশিক কাজ শেষ হয়ে যাবে। বাকি কাজ শেষ হলে লালগড়ে আর জলাভাবে মানুষকে কষ্ট পেতে হবে না।

➢ **নতুন সেতু**— নয়াগ্রামের ভসরাঘাটের কাছ সুবর্ণরেখা নদীর উপর একটি নতুন সেতু তৈরি হচ্ছে। এই সেতুটি হয়ে গেলে

একদিকে মেদিনীপুরের বেলদা, কেশিয়ারি, নয়াগ্রাম রোড প্রভৃতি এলাকার সঙ্গে গোপীবল্লভপুরের যোগসূত্র রচিত হবে। সেতুর উভয় পাড়ের মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছোতে যে অতিরিক্ত ৬৮ কিলোমিটার রাস্তা সফর করতেন তা বন্ধ হবে।

এ ছাড়াও একটি ব্যারেজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তার জন্য সেতু নির্মাণের পর সেচ ও জলপথ দফতরের অনুমোদন সাপেক্ষে গাইড বাঁধ তৈরি করা হবে।

➢ **অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ**— নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৩০ হাজার ছাত্রীকে বিনামূল্যে বাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে।

জঙ্গল থেকে কেন্দুপাতা সংগ্রহ এবং তা বিক্রি করে যাঁরা দিন গুজরান করেন তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

➢ **বিদ্যালয় শিক্ষা**— মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সহজেই উচ্চমাধ্যমিকস্তরে পঠন-পাঠনের সুযোগ পান, তারজন্য ২৩৫টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিকস্তরে উন্নীত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।

➢ **সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা**— সাঁওতালি ভাষা চর্চা এবং প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ১,৮০০ জন সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

➢ **সেচ ও নদী**— কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ, বিজ্ঞানসম্মতভাবে জলের ব্যবহার, জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য জলাধার, চেক ড্যাম, ভূ-পৃষ্ঠের জল কৃত্রিম উপায়ে ধরে রেখে সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২৩ কোটি টাকা।

➢ **ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ**— মাওবাদী অধ্যুষিত তিনটি জেলার প্রতিটিতে সাঁওতালি যুবকদের জন্য একটি আকাদেমি তৈরির পাশাপাশি একটি ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরি হবে।

ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামের উন্নয়ন করার পাশাপাশি নতুন স্টেডিয়াম হবে নয়াগ্রাম এবং শালবনীতে। এই প্রকল্প রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য ও অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সাংসদদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাড়িয়ে এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা যায় কিনা সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করা হয়েছে।

➢ **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন**— এই এলাকার ২৩টি ব্লকের জনবসতিগুলির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এই জনবসতিগুলির মধ্যে রয়েছে ২৫টি পরিচিত ছাড়াও প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামগুলি।

➢ **সংখ্যালঘু উন্নয়ন**— স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মানোন্নয়ন ঘটানো হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। তার মধ্যে সিমলাপাল মাদ্রাসাটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই কাজে বার্ষিক অতিরিক্ত ১২ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

➢ **কারিগরি শিক্ষা**— লালগড় ব্লকের রামগড়ে একটি পলিটেকনিক গড়ে উঠবে। এর জন্য খরচ হবে ১৪.৮৩ কোটি টাকা। কাজ শুরু করতে চলতি আর্থিক বছরে ১.৩০ কোটি টাকা লাগছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুর এবং বাঁকুড়ার খাতরায় আইআইটি/পলিটেকনিক গড়ে উঠবে।

➢ **উচ্চশিক্ষা**— পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী, গোপীবল্লভপুর (নয়াগ্রাম) এবং ঝাড়গ্রামে তিনটি নতুন ডিগ্রি কলেজ হবে। তারমধ্যে ঝাড়গ্রামে হবে গার্লস কলেজ। ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রামে যে সরকারি কলেজটি রয়েছে, সেটিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। ইতিমধ্যেই জেলাশাসককে কলেজ নির্মাণের জন্য একলপ্তে ন্যূনতম ৫ একর জমি দেখতে বলা হয়েছে। ২ বছরের মধ্যে কলেজ তৈরি এবং পঠন-পাঠন শুরু হয়ে যাবে।

ডিগ্রি কলেজগুলোতে ৬টি শাখায় পড়াশোনা করার সুযোগ থাকবে। তার মধ্যে থাকছে সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা। এ ছাড়াও ছাত্রাবাসের সুবিধা থাকবে। থাকবে অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা।

➢ **ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদ পনরুজ্জীবন**— পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদকে দ্রুত পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

এই দফতরের লক্ষ্যপূরণ একনজরে

১) পুরুলিয়া জেলায় লাক্ষা চাষের জন্য ইতিমধ্যে অনুমোদিত ১ কোটি টাকা বন দফতরকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রায় তিন হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। (বেশিরভাগটাই আদিবাসী মানুষ)।

২) আমডাঙা সিমলিপালে তফশিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম তলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয়তল নির্মানের কাজ চলছে। এই নির্মাণকার্যের জন্য ২৪,৯২,৯৭২ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যোগাচার্য সমিতিকে। এরফলে ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী (শবর সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা) উপকৃত হবেন।

৩) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর সন্তোষপুর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়তল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজের জন্য ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৫০০ ছাত্রী উপকৃত হবেন।

৪) গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিলদা চন্দ্র শেখর কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কাজের ফলে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবেন (বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত)।

৫) বাঁকুড়ায় পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের নতুন বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। প্রথমতল তৈরি হয়ে গিয়েছে। এতদিন ভাড়া বাড়িতে এই দফতরের কাজ চলছিল। বর্তমানে নতুন বাড়িতে এই দফতর স্থানান্তরিত হয়েছে।

৬) বীরভূম জেলার কানা অজয় নদের উপর ব্যারেজ নির্মাণের কাজ চলছে। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের পক্ষ থেকে এই নির্মাণকার্যের জন্য ১ কোটি ৫১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। তিনটি ভাগে এই বরাদ্দ টাকা দেওয়া হবে। কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১৫০০ পরিবার এর ফলে উপকৃত হবেন।

নতুন প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- বর্ধমান জেলায় কুর্মা ব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্রিজ তৈরির জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।
- ঝাড়গ্রাম আদিবাসী বাজারের যাতায়াতের পথটি নতুন করে তৈরি করা হবে। এর জন্য ৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৩ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ঝাড়গ্রামের সমস্ত মানুষ উপকৃত হবেন।
- ঝাড়গ্রাম মহকুমা আদালত চত্বরে আলাপানি মাঠে গভীর নলকূপ বসানো হবে। এর জন্য ১২ লক্ষ ৭০ হাজার ৬১৪ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে যাঁরা ঝাড়গ্রাম আদালতে আসেন, তাঁরা উপকৃত হবেন।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুর-১ নম্বর ব্লকের সঙ্গে রায়পুর ব্লকের ফুলকুসিমার সংযোগরক্ষাকারী ভৈরবাকী নদীর উপর নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে। পূর্ত দফতর ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের সার্বিক রূপরেখা (ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট) তৈরি করে ফেলেছে। এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সেটি কলকাতার দফতরে পাঠানো হয়েছে। এই নির্মাণকার্যের জন্য আনুমানিক ১০ কোটি টাকা খরচ হবে। এরফলে উভয় ব্লকের ২০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।
- বাঁকুড়া জেলায় ছাতনাতে ভোকেশানাল ট্রেনিং-এর জন্য নতুন ভবন তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ২২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে ছাতনার দরিদ্র গ্রামবাসীরা চিকিৎসার সুবিধা পাবেন।
- ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালের সৌন্দর্য্যায়নের জন্য ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এরফলে সমস্ত রোগী, কর্মচারী এবং যাঁরা রোগীকে দেখতে আসেন তাঁর প্রত্যেকেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারবেন।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লবপুর-১ নম্বর ব্লকের আসুই থেকে নুরিশোল পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করা হবে। ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৪০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে গোপীবল্লবপুর-১ নম্বর ব্লক সহ অন্যান্য ব্লকের সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে।

পূর্ত

নীতিগত সিদ্ধান্ত ও সাফল্য

১) পূর্ত দফতরের ওয়েবসাইট বানানো হয়েছে। সেই ওয়েবসাইট ১৫ আগস্ট থেকে চালুও হয়েছে। ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দফতরের যাবতীয় কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি জানা যাবে।

২) সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে এআইসি-র (ন্যাশানাল ইনফরমেটিক সেন্টার) সফটওয়্যার ব্যবহার করে পাইলট প্রকল্পে ই-প্রোকিওরমেন্ট চালু হবে। খুব শীঘ্রই তা সর্বত্র ব্যবহৃত হবে।

৩) নয়া দিল্লির হেলি রোডে বঙ্গভবনের যাবতীয় পরিষেবা উন্নততর হতে চলেছে। খাবার নিয়ে এতদিন বিস্তর অভাব-অভিযোগ ছিল।

৪) রাস্তাঘাট সারানোর সুবিধার্থে 'হট মিক্স প্ল্যান্ট' পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত একটি জেলার ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও এলাকা পরিদর্শনের কাজ শেষ হয়েছে। এখন কলকাতা পুরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফতরের কথাবার্তা চলছে।

৫) পুর আইন ও নিয়মবিধি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হচ্ছে।

৬) ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিখরচায় ওয়াই-ফাই, ফোন, ফ্যাক্স সুবিধাযুক্ত একটি বিশ্বমানের কিন্তু একেবারেই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি প্রেস কর্নার চালু হয়েছে।

৭) নয়া দিল্লির বঙ্গভবনে ঘর পাওয়ার জন্য এখন কম্পিউটারের মাধ্যমেই অনলাইন বুকিং করা যাবে। এ ব্যাপারে নয়া দিল্লিতে নিযুক্ত রাজ্যের রেসিডেন্ট কমিশনারকে যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বঙ্গভবনের ঘরগুলির যথাযত রক্ষণাবেক্ষণ, ঘর সাজানো, সাফাই করা, নিরাপত্তা, খাদ্যের গুণমান বাড়ানো ও পরিবেশন ব্যবস্থার উপর কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে রেসিডেন্ট কমিশনারকে।

৮) দফতর অর্থসঙ্কটের মধ্যে থাকলেও প্রায় সব রাস্তাকেই গর্তবিহীন রাখতে পারা গিয়েছে, যাতে ওই সব রাস্তা দিয়ে মানুষ ও যানবাহন বাধাহীনভাবে চলাচল করতে পারে।

পরিবহণ

কোচবিহার বিমানবন্দরের পুনরুজ্জীবন—কলকাতা-কোচবিহার বিমান পরিষেবা

গত ১৯ জুলাই কোচবিহার থেকে কলকাতা বিমান পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। কোচবিহার বিমানবন্দরকে সচল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে নিয়মিত বাণিজ্যিক উড়ান চালু হবে।

বাস/ট্যাক্সি ভাড়া বাড়ল না

সাধারণ মানুষকে যাতে আরও দুর্ভোগে না পড়তে হয়, সেই জন্য ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পরেও রাজ্য সরকার বাস/ট্যাক্সির ভাড়া বৃদ্ধিতে সম্মতি দেয়নি। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ সফল হয়েছে।

পিভিডি, বেলতলা ও কলকাতায় নাগরিক পরিষেবার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। আলিপুর ও হাওড়ায় আরটিও কার্যালয়গুলির কাজেরও হাল ফিরেছে যথেষ্টই।

কলকাতায় নতুন পিভিডি কার্য্যালয় নির্মাণ

বেলতলায় চালু পিভিডি কার্য্যালয়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে পরিবহণ সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত করতে কসবা, সল্টলেক ও মানিকতলায় নতুন কার্য্যালয় খোলা হচ্ছে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্মার্ট কার্ড দ্রুত প্রেরণ ও ডাক-মারফৎ পারমিট পাঠানোর গতি

আবেদনকারীরা যাতে, অযথা নাজেহাল না হন, সেজন্য সব ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্মার্ট কার্ড ও পারমিট এখন থেকে আবেদনকারীর কাছে রেজিস্টার্ডপোস্ট বা স্পিডপোস্টের মাধ্যমেই পাঠানো হবে। প্রস্তাবটি এখন রূপায়ণের পথে। এ ব্যাপারে যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে, তাও কমানো যাবে। আবেদনকারীদের উল্লিখিত বাড়ির ঠিকানার সত্যতাও প্রমাণিত হবে।

মহকুমা ভিত্তিক নতুন এআরটিও কার্যালয়

সংশ্লিষ্ট মহকুমার সব মানুষকে পরিবহণ-সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা দিতে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ১৮টি নতুন এআরটিও কার্য্যালয় খোলা হচ্ছে। যেসব জায়গায় ওই নতুন কার্য্যালয়গুলি খোলা হচ্ছে, সেগুলি হলো—রঘুনাথপুর, চাঁচল, বসিরহাট, বনগাঁ, মাথাভাঙা, বোলপুর, খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম, কল্যাণী, শ্রীরামপুর, ইসলামপুর, জঙ্গিপুর, বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার, বিষ্ণুপুর, উলুবেড়িয়া, কালনা ও রামপুরহাট। এর ফলে ওই সব মহকুমার মানুষকে ওই পরিষেবা পাওয়ার জন্য আর জেলা সদরে যেতে হবে না।

রাজ্য স্তরে একটি নতুন পরিবহণ ডিরেক্টরেট গড়ে তোলা হবে

এই ডিরেক্টরেটের কাজ হবে কলকাতা, পিভিডি ও জেলাগুলির আরটিও কার্য্যালয়গুলির পরিবহণ সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা সব মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারছে কিনা, তার উপর নজর রাখা এবং সেগুলির কাজকর্ম তদারক করা। সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিযোগও জানাতে পারবেন এই ডাইরেক্টরেটে।

নতুন বেসরকারি যানবাহনের নথিভুক্তিকরণ

নতুন বেসরকারি যানবাহনকে কীভাবে 'আজীবন-কর' কাঠামোয় আনা যায়, পরিবহণ দফতর তার যাবতীয় খুঁটিনাটি এখন খতিয়ে দেখছে। বর্তমানে পাঁচ বছরের জন্য যে কর-কাঠামো রয়েছে, তাও বলবৎ থাকবে।

তবে নতুন বেসরকারি যানবাহনের নথিভুক্তিকরণের সুবিধার্থে পথ-কর, অতিরিক্ত পথ-কর, নথিভুক্তিকরণের চার্জ, গাড়িতে গান শোনা ও ভিডিও ছবি দেখানোর জন্য-র যাবতীয় করকে একই খাতে প্রদেয় করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর সিল্ক এয়ারলাইন্সের আন্তর্জাতিক উড়ান

১ আগস্ট, ২০১১ কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সিল্ক এয়ারলাইন্সের নতুন উড়ান পরিষেবার উদ্বোধন করলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিত্যক্ত বিমানবন্দর চালু করার এবং নতুন বিমানবন্দর গড়ার উদ্যোগ

বেহালা, আসানসোল, মালদা এবং বালুরঘাটের পরিত্যক্ত বিমানবন্দরগুলির নতুন করে সচল করার জন্য অসামরিক বিমান পরিবহণ

মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতন, দীঘা, সাগরদ্বীপ এবং সুন্দরবনে নতুন বিমানবন্দর (গ্রীণফিল্ড এয়ারপোর্ট) গড়ারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

হেলিকপ্টার পরিষেবা

কলকাতা থেকে হলদিয়া, দীঘা, আসানসোল এবং শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত হেলিকপ্টার উড়ান চালু করার চেষ্টা চলছে। এই বিষয়ে আগ্রহী বেশ কয়েকটি হেলিকপ্টার উড়ান পরিষেবা সংস্থার সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে।

নতুন বাস টার্মিনাল

হুগলির বৈদ্যবাটি ও পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় দু'টি নতুন বাস টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। **টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছে।** চন্দননগর, বৈদ্যবাটি ও অশোকনগরে দুটি করে **অটো-ম্যানুয়াল ট্রাফিক সিগন্যাল** চালুর প্রস্তাব **অনুমোদিত** হয়েছে।

কাঁথি পুরসভা এলাকায় ফুটপাত নির্মাণকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

আধুনিকতম পরিবহণ পরিষেবা

রাজ্যের বিভিন্ন বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে আরও আধুনিকতম পরিবহণ পরিষেবা এবং ওইসব স্থানের সৌন্দর্যায়নের আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস ডিপোগুলিকেও এর আওতায় আনা হবে।

পরিবেশ বান্ধব যানবাহন

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেশ দূষণ রোধ করার স্বার্থে পরিবেশ বান্ধব যানবাহন চালানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি

সাফল্য ও বড় বড় উদ্যোগগুলি

সরকারের উন্নয়নমুখী কার্যক্রম সফল করতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের এক বড় ভূমিকা আছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর গ্রামীণ জনগণকে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগগুলির কয়েকটি এখনই বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, অন্য কয়েকটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রথম বড় উদ্যোগ হলো ভিশন ২০২০ নামে দলিল প্রস্তুত করা। এই দলিলে প্রস্তাব করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামীণ জনসাধারণকে পাইপ বাহিত জল সরবরাহ করা হবে। দলিলে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৬২ কোটি টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ব্যয় ২১,৫৫৬ কোটি টাকা, যা আগামী দশ বছর ধরে খরচ করা হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো, মাওবাদী অধ্যুষিত সব ব্লকে পানীয় জল সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা করা। ২৩টি মাওবাদী অধ্যুষিত ব্লকের সবকটিতেই পানীয় জল নিরাপত্তার একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার অধীনে ১১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫টি প্রকল্পের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট প্রস্তুতির কাজ চলছে। এই ৩৫টি প্রকল্প স্থাপিত হবে লালগড়, নেতাই ও জঙ্গলমহলের অন্যান্য জায়গায়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জঙ্গলমহল পরিদর্শনের সময় ১১ জুলাই ২০১১ উক্ত ঘোষণাটি করেছেন।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ এলাকায় পাইপ বাহিত জল সরবরাহের একটি সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজ চলছে। ডিভিসি ও অন্যান্য নদী থেকে জল নিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। এ ধরনের প্রকল্পে অর্থের সমস্যা দূর করতে ও অর্থের অন্যান্য সূত্র সৃষ্টি করতে এই প্রথম ভারত সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে, যাতে জাপানের জিআইসিএ থেকে অনুদান পাওয়া যায়। এই অনুদান ইতিমধ্যেই অন্যান্য রাজ্য পেয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের পাথুরে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার দূরীকরণে আরেকটি পদক্ষেপ হল রিগ-বোরড নলকূপ বসানো। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশে আরও কয়েকটি রিগ মেশিন সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইভাবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর আরও কয়েকটি মোবাইল ট্রিটমেন্ট ইউনিট তৈরি করছে। এই ইউনিটগুলি বন্যা কবলিত এলাকায় জীবনদানকারী হিসাবে গন্য করা হয়। এসব ইউনিটে দূষিত জল থেকে খুব তাড়াতাড়ি পানীয় জলের পাউচ তৈরি করা যায়।

বাঁকুড়ার ছাতনা এলাকাতে দীর্ঘদিনের জল সমস্যা মেটাবার জন্য এলাকার শিল্পপতিরা ও সাধারণ মানুষ একযোগে এগিয়ে এসেছেন। এটা সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের (পাবলিক- প্রাইভেট পার্টনারশিপ) একটি দারুণ উদাহরণ এবং গ্রামীণ জল সরবরাহের ক্ষেত্রে রাজ্যে প্রথম।

দার্জিলিং সবসময়ই বাংলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে থেকেছে। সে কারণেই দার্জিলিংয়ে জল সরবরাহ সমস্যার সমাধানে এই সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। দার্জিলিংয়ে কার্যকর করার মতো সামগ্রিক একটি প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যাতে আগামী দিনে ২০ বছর ধরে ১০৩১ কোটি টাকা খরচ হবে। সবথেকে প্রশংসনীয় উদ্যোগটি হলো দার্জিলিং শহরের জন্য **বালাসোন পাম্পিং প্রকল্প**। এই প্রকল্পটি দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে এবং এই অঞ্চলের এক লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষকে স্বস্তি দেবে।

শিলিগুড়ি কর্পোরেশন এলাকার পানীয় জল সমস্যা সমাধানে তিস্তা ব্যারেজের উপর দিকে গাজলডোবায় জল সংগ্রহের একটি বিকল্প ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি প্রকল্প শীঘ্রই গ্রহণ করা হবে। এতে কেবল শিলিগুড়ি কর্পোরেশন এলাকারই সমস্যার সমাধান হবে না, কিছু অতিরিক্ত এলাকাও লাভবান হবে।

দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলায় পানীয় জলের সমস্যা দু'ধরনের — আর্সেনিক দূষণ ও নোনা জলের সমস্যা। এই বিষয়টিও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি দফতরের মাননীয় মন্ত্রী পাইপ বাহিত জল সরবরাহের একটি অতি বৃহত প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। প্রকল্পটি ১০টি ব্লকের ৯০২টি মৌজায় বিস্তৃত ৩২.৮৯ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। প্রকল্পটির খরচ অনুমিত হয়েছে ১৪০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি গ্রামীণ বাংলায় সর্বৃহৎ এবং সম্পূর্ণ হলে জেলার ৮০ শতাংশ মানুষ এটির আওতায় আসবেন।

আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হাতে নিয়েছে। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আর্সেনিক দূষিত ৭৯টি ব্লকের সবকটিকেই প্রকল্পের আওতায় এনে ১২টি ভূমির উপরিভাগের জলাশয় ভিত্তিক ও ৩৩৮টি ভূগর্ভস্থ জলভিত্তিক

পাইপ বাহিত জল সরবরাহের প্রকল্প শেষ করা হবে। এতে ওই ৭৯টি ব্লকের ১৬৫.৮৯ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

৭ আগস্ট মাননীয় শিল্প, বানিজ্য ও তথ্য-প্রযুক্তিমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরিমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় দু'টি ভূমির উপরিভাগের জলাশয় ভিত্তিক প্রকল্প, নদীয়া উত্তর সেক্টর পার্ট–১ ও নদীয়া উত্তর সেক্টর পার্ট—২ উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্প দু'টি ১৬৪টি গ্রামের ৭.৫৬ লক্ষ মানুষকে আর্সেনিকমুক্ত জল সরবরাহ করবে। আরও চারটি বৃহৎ ভূমির উপরিভাগের জলাশয়ভিত্তিক প্রকল্প, যথা, মুর্শিদাবাদ সেন্ট্রাল সেক্টর, রঘুনাথগঞ্জ, চাকদহ ও হরিণঘাটা জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পগুলিতে ২৫.৯৭ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

একটি বৃহৎ বাধা অতিক্রম করা গেছে যখন ভূগর্ভস্থ আর্সেনিকযুক্ত জলকে আর্সেনিকমুক্ত করার জন্য এ সংক্রান্ত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মাননীয় মন্ত্রী নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আর্সেনিক দূষণ আছে এমন এলাকায় আরও দু'টি ভূমির উপরিভাগের জলাশয় ভিত্তিক পাইপ বাহিত জল সরবরাহের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই দু'টি প্রকল্প হলো, **উত্তর ২৪পরগনার হাবরা-গাইঘাটা ও হারোয়া-রাজারহাট-ভাঙর—২ প্রকল্প**। প্রকল্প দু'টির আওতায় আসবে যথাক্রমে ৩২৭ টি ও ১৫৮ টি গ্রামীণ মৌজা, যাতে আর্সেনিক বিষ থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে যথাক্রমে ১৮.০৪ লক্ষ ও ৬.৫৭ লক্ষ মানুষকে।

আর্সেনিক ছাড়াও জলের সঠিক গুণমানের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হলো অতিরিক্ত লবণ যুক্ত জলের সমস্যা। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সমস্যাটি এতদিন মোকাবিলা করা হয়নি। সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশে পূর্ব মেদিনীপুরে জল লবণমুক্ত করার একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এই ধরনের প্রকল্প পরে অন্যান্য জায়গাতেও বাস্তবায়িত করা হবে।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে বহু প্রকল্প গৃহীত হবার ফলে এই ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্যাকেজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রধান সচিব ভারত সরকারের সংশিষ্ট দফতরের মন্ত্রী ও সচিবদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছেন। ভারত সরকারের এ ব্যাপারে নেতৃত্বদানকারী কর্মসূচি ভারত নির্মান-২ এর অন্তর্গত অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্যই এ ধরনের আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১১ তে কলকাতায় একটি জলের গুণমান বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহুত হয়েছে। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো, আর্সেনিক দূষণজনিত সমস্যা। এই সম্মেলনে চারপাশের রাজ্যগুলি এবং পাশ্ববর্তী দেশগুলি থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন এবং নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। অন্য যে সব রাজ্যগুলি আর্সেনিক সমস্যায় ভুগছেন তাঁদেরকে এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ নেতৃত্বদানকারী রাজ্য হিসাবে এই সমস্যা মোকাবিলার পথ দেখিয়ে দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জয়রাম রমেশ সম্মেলনটিতে উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলনের বিষয়ে দফতরের মাননীয় মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

জনবহুল স্থানে বিক্রয় করা হয় এমন খাদ্য ও জল যাতে নিরাপদ হয়, তা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি আলোচনাসভা আহুত হয়েছে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর এই আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেছে। সভায় সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ, যেমন, ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরের অধীন ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি, পৌর প্রতিনিধিগণ, পুলিশ কমিশনারগণ, বিভিন্ন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। নগরোন্নয়ন দফতরের মাননীয় মন্ত্রী, কলকাতার মাননীয় মেয়র ও মেয়র পরিষদ সদস্যরাও এই আলোচনা সভায় থাকবেন। এ ধরনের সম্মেলন আগে কখনও হয়নি এবং জল, নিকাশি, খাদ্য ও স্বাস্থ্য এই বিষয়গুলির মধ্যে যে যোগাযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে এই সম্মেলন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করবে।

অর্থ ও শুল্ক

এটা খুব সুখবর যে, যাবতীয় কর আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থ দফতর ই গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে **নতুন ই-পরিষেবা** চালু করেছে। এই সব উদ্যোগের একাংশ দেশের অন্য কোনও রাজ্যেই এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

অনলাইনে ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রক্রিয়ার সরলীকরণ

১) গত ১ আগস্ট থেকে সব ব্যবসায়ীর জন্য ই রেজিস্ট্রেশনকে **বাধ্যতামূলক** করা হয়েছে (এই কাজটি ৪৫ দিনের মধ্যে রেকর্ড সময়ে করা হয়েছে)।

২) এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে অনলাইনে **যে কোনও জায়গা থেকে দিনের যে কোনও সময়ে** রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করা যাবে।

৩) পশ্চিমবঙ্গে কোনও ব্যাবসা শুরুর জন্য রেজিস্ট্রেশন পেতে এখন আর **ব্যবসায়ীদের সশরীরে হাজির হওয়া বা কোনওরকম জেরা বা শুনানির মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন হবে না।** ফলে নতুন ব্যবসায়ীদের যেমন আর অযথা নাজেহাল হতে হবে না, তেমনই এই রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার প্রক্রিয়ায় এতদিন যে দুর্নীতি চলত, তাও বন্ধ হবে।

৪) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রক্রিয়াও **সরলীকৃত** হয়েছে। এখন যে কোনও নতুন ব্যবসায়ী তাঁর ব্যাবসা শুরুর জন্য জরুরি **রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্র তাঁর বাড়ি বা অফিসের কম্পিউটার থেকেই পাঠাতে পারবেন। সেই রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করার পর সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটও আবেদনকারীর কাছে চটজলদি কম্পিউটারের মাধ্যমেই পৌঁছে যাবে।**

৫) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে এখন আর **কোনও সইসাবুদ বা শিলমোহর থাকবে না, সে সবের প্রয়োজনও হবে না**।

৬) ই পরিষেবার মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী জেনে নিতে পারবেন তাঁর **রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেতে কতদিন লাগতে পারে, কবে তা তাঁর কাছে পৌঁছবে বা তা নিয়ে কোথাও কোনও জটিলতা দেখা দিয়েছে কিনা।**

পশ্চিমবঙ্গে যাবতীয় কর আদায়ের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের ফলে **অযথা অপেক্ষা**র প্রয়োজন হবে না, **নাজেহাল** হতে হবে না, থাকবে না কায়েমি **দুর্নীতিও**।

পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইনে ই-রিটার্ন

১) এখন থেকে ব্যবসায়ীরা তাঁদের বিক্রয় করের রিটার্ন অনলাইনেই জমা দিতে পারবেন (এতদিন কাগজপত্রের মাধ্যমে ওই রিটার্ন জমা দিতে হত)।

২) এই প্রক্রিয়া গত ২২ জুলাই থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে এবং তাতে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।

ই-পরিষেবার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পে (আইপিএ) অর্থদান

১) ই-পরিষেবার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রকল্পে (আইপিএ) অর্থ সাহায্য ও কর আদায়ের জন্য নতুন একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। যার নাম—'বিভিন্ন শিল্পপ্রকল্পে (শিল্পসংস্থাকে সহায়তা) ই-রিফান্ডের মাধ্যমে কর আদায় ও অর্থদান' (**ই-আরওটি অ্যাণ্ড আইএ**)।

২) এই প্রকল্পের ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলির মালিকদের যাঁর, **যে পরিমাণ অর্থ পাওয়ার কথা, তা ইসিএসের মাধ্যমে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাবে**।

৩) এই প্রকল্পটিও ব্যবসায়ীদের অযথা হেনস্থা হওয়া ও এই প্রক্রিয়ায় দানা বাধা দীর্ঘ দিনের দুর্নীতি রোধ করবে।

সামগ্রিক প্রকল্পের আওতায় থাকা ব্যবসায়ীরা ফর্ম-১৬ অনলাইনেও পূরণ করতে পারবেন

বিকল্প পদ্ধতিতে অনলাইনে এইভাবে ফর্ম-১৬ পূরণ গত ২২ জুলাই থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এর ফলে রেস্তোরা, ধাবা, ভোজনশালা, নথিভুক্ত ক্লাব, বিভিন্ন কাজের কন্ট্রাকটরা উপকৃত হবেন। কমবে তাঁদের হেনস্থা এবং দুর্নীতিও।

অনলাইনে ভ্যাট ফেরত এবং ইসিএসের মাধ্যমে প্রদান

যাঁরা বিদেশে পণ্য রফতানি করেন, তাঁদের হিসেব-পত্র খতিয়ে দেখার আগেই তাঁদের ফেরতযোগ্য টাকার ৯০ শতাংশ ইসিএসের মাধ্যমে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। বাকি ১০ শতাংশ টাকা পৌঁছোবে হিসেব-পত্র পরীক্ষার পর। তবে রফতানিকারীদের দাখিল করা ফেরত সংক্রান্ত বিবৃতিতে যদি ত্রুটি থাকে, তাহলে ৩০০ শতাংশ জরিমানা করা হবে। এই ই-গভর্ন্যান্স পদ্ধতি আস্থা ও সত্যতা যাচাইয়ের উপরেই নির্ভরশীল।

বাড়তি রাজস্ব আদায়ের জন্য গৃহীত উদ্যোগ

প্রদেয় কর কেন্দ্রিক রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা

সরকার চলতি অর্থবর্ষেই **প্রদেয় করকেন্দ্রিক রাজস্ব বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।**

এদেশে বানানো বিদেশী মদের উপর আবগারি শুল্ক বৃদ্ধি

রাজস্ব আদায় আরও বাড়াতে রাজ্য সরকার এদেশে বানানো বিদেশী মদের বেশিরভাগ প্রকারভেদের উপরেই **২০ শতাংশ আবগারি শুল্ক বাড়িয়েছে**। শুধু এ ভাবেই সরাসরি **বাড়তি ২০০ কোটি টাকা** তোলা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনলাইন এবং কাগজে লটারির উপর নয়া কর

রাজ্য সরকার **এই প্রথম** অ**নলাইন এবং কাগজে লটারির উপর উল্লেখযোগ্য ভাবে কর বসিয়েছে**। এভাবে গত তিন সপ্তাহে গড়ে ওই কর বাবদ **ফি-সপ্তাহে দু কোটি টাকা** রাজ্য কোষাগারে জমা পড়েছে।

রাজ্য জুড়ে নগদের বিনিময়ে রসিদ চালু

বাড়তি বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে সর্বত্র নগদের বিনিময়ে রসিদ দেওয়ার প্রথা চালু হয়ে গিয়েছে। তার সুফলও মিলতে শুরু করেছে।

কর-ফাঁকি রোখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ই পরিষেবার মাধ্যমে কর জমা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ভ্যাট বা কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর (সিএসটি) ১০০ শতাংশই আদায় করা যাবে। কারণ, সে ক্ষেত্রে করদাতাদের সম্পর্কে **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে বিপুল তথ্য রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে**, তার দরুন **কারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন**, তা চট করে ধরে ফেলা যাবে। যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাঁদের চিহ্নিত করা যাবে। তাঁদের বিরুদ্ধে **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়াটা সহজতর হবে** এবং তাঁদের কাছ থেকে **জরিমানা বাবদ বাড়তি কর আদায় করা যাবে**।

ই গভর্ন্যান্স উদ্যোগের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক

ই গভর্ন্যান্স পদ্ধতিতে যাবতীয় কর আদায়ের এই প্রক্রিয়ার দুটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। সেগুলি হল—

১) সারা দেশে আর এমন কোনও রাজ্য নেই যেখানে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতিটিকে এইভাবে সরলীকৃত করা হয়েছে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি সরলীকরণের পাশাপাশি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টকে ডি-ম্যাট ফর্মে রূপান্তরিত করা হয়েছে, এতে একদিকে যেমন কাগজের বোঝা কমবে, তেমনই অন-লাইনে সহজে টাকা পয়সার আদান প্রদান করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম এবং একেবারেই প্রথম রাজ্য।

২) নতুন ব্যাবসা শুরু করার জন্য আবেদনকারীকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার আগে সব রাজ্যেই জেরা বা শুনানির মুখোমুখি হতে হয়। এতদিন এ রাজ্যেও হত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এখন এ ব্যাপারে একটি ব্যতিক্রমী রাজ্য হয়ে উঠেছে। ব্যাবসা শুরুর রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্যে আবেদনকারীর জেরা বা শুনানির মুখোমুখি হওয়ার অসুবিধা পশ্চিমবঙ্গই প্রথম মকুব করে দিল।

বাজেটে নতুন দিশা

পূর্বতন সরকার সামাজিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক বরাদ্দ না করায়, তার সঙ্গে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে রাজ্যকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। সেইজন্য বর্তমান আর্থিক বছরে গত বছরের তুলনায় অতিরিক্ত ২,৮০০ কোটি টাকা বাজেটে পরিকল্পনা খাতে ধরা হয়েছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

অতিরিক্ত বরাদ্দ

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা

দার্জিলিং-এর উন্নয়নের জন্য ৬০০ কোটি টাকা

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা

অর্থদফতরের জারি করা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞপ্তি

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
১	হিসেব খতিয়ে দেখার আগে ভ্যাটের টাকা ফেরতের পরিমান ৭৫ থেক ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি	২১.০৭.২০১১
২	রান্নার গ্যাসকে ভ্যাটের আওতায় বাইরে রাখা (কর হার হ্রাস ৪ থেকে ০ শতাংশ)	০১.০৮.২০১১
৩	ভ্যাট, সিএসটি-র অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন	০১.০৮.২০১১

৪	আনলাইনে ব্যবসায়ীদের ফর্ম-১৬ জমার বিকল্প ব্যবস্থা	০১.০৮.২০১১
৫	বিক্রয়করের রিটার্ন অনলাইনে জমা	০১.০৮.২০১১
৬	ইসিএসের মাধ্যমে ভ্যাটের টাকা ফেরত	০৪.০৮.২০১১
৭	ইসিএসের মাধ্যমে আইপিএ প্রদান	০৪.০৮.২০১১

অর্থ দফতরের অন্যান্য পদক্ষেপ

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
১	সেপ্টেম্বর থেকেই ইসিএসের মাধ্যমে রাজ্যসরকারি কর্মচারীদের বেতন প্রদান	২০.০৭.২০১১
২	পানীয় জল প্রকল্পে জরুরি ডাকটাইল আয়রন পাইপ কেনার জন্য একই ধরনের দরপত্রের নথিপত্র	০৬.০৭.২০১১
৩	কর্মচারীদের ইসিএসের মাধ্যমে বেতন প্রদানে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিকেও সহযোগী করা	২৯.০৬.২০১১
৪	ইসিএসের জন্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ	০৮.০৬.২০১১
৫	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে পেনশন প্রদান	০২.০৬.২০১১
৬	অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অশিক্ষক কর্মীদের বেতন প্রদান	২৭.০৫.২০১১
৭	প্রতি মাসের প্রথম কাজের দিনটিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বেতন প্রদান	২৭.০৫.২০১১
৮	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি/ভিন রাজ্যের লটারির উপর ফি বসানো (রাজস্ব দফতর)	১২.০৭.২০১১
৯	ই পরিষেবার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে কর/সুদ/ জরিমানা/প্রদান কর (রাজস্ব দফতর)	০৮-০৭-২০১১
১০	সমবায় আবাসন সোস্যাইটিগুলির স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড় (রাজস্ব দফতর)	১৩.০৬.২০১১
১১	২০১১ সালের আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের সব ম্যাচের উপর প্রমোদকরে ছাড়	০৩.০৮.২০১১
১২	এলপিজির উপর ভ্যাটে ছাড় (রাজস্ব দফতর)	০১-০৮-২০১১
১৩	রাজ্য/কেন্দ্রের সঙ্গে যে কোনও বিক্রয়/চুক্তি/ বদলির লিজ-এর উপর স্ট্যাম্প ডিউটি মুকুব	১২.০৭.২০১১

শুল্ক দফতরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত

১) ৩০ জুন ২০১১ শুল্ক দফতর ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থা চালুর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২) বিদেশ থেকে অধিকমাত্রায় স্পিরিট আমদানীর জন্য অনুমতিপত্র দেবার পদ্ধতির সরলীকরণ এবং ই-মডিউল ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।

৩) শুল্ক দফতর একটি ওয়েসাইট উদ্বোধন করতে চলেছে।

৪) এনআইসি-র সঙ্গে সিমলেস যোগাযোগ পরিষেবা চালু করেছে শুল্ক দফতর।

৫) ১ আগস্ট ২০১১ থেকে স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শুল্ক জমা দেবার ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

অর্থ ও শুল্ক দফতরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জমে থাকা পেনশন সংক্রান্ত বিভিন্ন আবেদনগুলি যাতে তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায় তারজন্য অতিরিক্ত ৩৮টি পদ তৈরি করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত শক্তি

ঘরে ঘরে আলো জ্বালো

তমসো মা জ্যোর্তিগময়ো... রাজ্য সরকার চায় প্রতিটি নাগরিকের ঘরে আলো জ্বলুক। অন্ধকার দূর হোক। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'ঘরে ঘরে আলো জ্বালো'। রাজ্যের দরিদ্রতম গৃহকর্তাও যাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন, তারজন্য যাতে কোনওভাবেই বিদ্যুতের দাম না বাড়ানো হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারে মাত্র ৩৪৯ টাকা দিলেই ঘরে জ্বলবে আলো। উৎসবের দিনগুলো আরও আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে বিভিন্ন পুজো কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে সিইএসসি কর্তৃপক্ষকেও বিদ্যুতের দাম ১০ শতাংশ কমাতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১) গ্রামগুলিতে বিদ্যুতায়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সমস্ত গ্রামে বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো প্রদান এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগম পর্ষদ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যাপারে একটি নতুন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সব সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রামীণ মানুষ যাতে সহজে বিদ্যুৎ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দারিদ্রসীমার উপরে বসবাসকারীরা এককালীন ৩৭৯ টাকা দিয়ে ২০০ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পেতে পারবে। খুঁটি পোঁতার জন্য গ্রাহকদের কোনও অতিরিক্ত খরচ করতে হবে না। পূর্বতন সরকারের আমলে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ৩ হাজার টাকা করে গ্রাহকদের দিতে হত। তার সঙ্গে যুক্ত হত খুঁটি পোঁতার টাকা।

৩) সরকারের নিজস্ব সংস্থাগুলি যেমন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগম পর্ষদ এবং দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে না।

৪) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগম পর্ষদ পরিষেবা প্রদানে বহুমুখী ভূমিকা নিচ্ছে। যেমন, কোথাও বৈদ্যুতিক গোলযোগ, যান্ত্রিক ত্রুটি (ফিউজ উড়ে যাওয়া) প্রভৃতি ঘটলে ভ্রাম্যমাণ গাড়ি পৌঁছে যাবে বাড়িতে। এই পরিকল্পনায় আধুনিক কল সেন্টারকেও যুক্ত করা হয়েছে। এই ভ্রাম্যমাণ গাড়িটি গ্রামাঞ্চলে সকাল ৬ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত ঘুরবে। এবং শহরাঞ্চলে ২৪ ঘন্টাই কাজ করবে।

৫) আরও বেশ কয়েকটি গ্রাহক-বান্ধব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেমন, বিল মেটানোর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক কিয়স্ক এবং মোবাইল টেলিফোনের ব্যবহার বেশ কয়েকটি বাছাই করা জায়গায় শুরু হয়েছে।

➢ গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের মোট খরচ	:	১৪৭.৯৫ কোটি
➢ রাজ্য সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে বিদ্যুতের লাইন দেওয়া হয়েছে (শহর ও গ্রাম)	:	২,৬৬,৪৬৯টি
➢ গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অন্তর্গত বিদ্যুতের লাইন দেওয়া হয়েছে	:	২, ২৯৯টি
➢ কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অন্তর্গত বিদ্যুতের লাইন দেওয়া হবে	:	১,৬০৫টি
➢ বিপিএল তালিকা অনুসারে বিদ্যুতের লাইন দেওয়া হয়েছে	:	১,৬০,৪৮৫টি
➢ বিপিএল তালিকা অনুসারে বিদ্যুতের লাইন দেওয়ার কাজ শেষ হওয়ার মুখে	:	১,৬১,৪৭৩টি
➢ ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডথেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ	:	৪,৩১,৭৬৩ এমইউ
➢ ডব্লিউবিপিডিসিএল-এর উৎপাদন ক্ষমতার গড়	:	৬৬.২৬ শতাংশ
➢ দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়েছে		
শিল্পক্ষেত্রে	:	২টি
বাণিজ্যিকক্ষেত্রে	:	৫টি

বসতবাড়ি : ২,৭০০টি

- ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পাওয়া গেছে : ৪০০ এমভিএ
- ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক খরচ : ৫,৪০০ কোটি
- মুড়িগঙ্গা নদীর উপর দিয়ে বিদ্যুতের লাইন টেনে সাগরদ্বীপে বিদ্যুৎ পৌঁছোনোর কাজ সেপ্টেম্বর ২০১১-র মধ্যে শেষ হবে।
- কিছু দিনের মধ্যেই ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৬ নম্বর ইউনিট চালু হবে সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে।

সরকারের লক্ষ্য

তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত পরিবারের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া।

বিপিএল তালিকাভুক্তদের জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিশেষ সুবিধা।

রাজ্য সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থাগুলি বিদ্যুতের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পরিষেবা দান পদ্ধতিকে আরও আধুনিক এবং সরল করা হচ্ছে।

চালু হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মোকাবিলায় মোবাইল ভ্যান। এছাড়ও বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহের জন্যেও বৈদ্যুতিন কিয়স্ক এবং মোবাইল ফোন ব্যাবহার চালু হচ্ছে।

অপ্রচলিত শক্তি

অপ্রচলিত শক্তি দফতরের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক পরিকল্পনা/প্রকল্প চালু হয়েছে।

- সৌরবিদ্যুৎ চালিত স্ট্রিট লাইট— ২,৫০০টি।
- বায়োগ্যাস চালিত প্রকল্প— ২,১০০টি।
- রান্না ঘরের বর্জ্য থেকে তৈরি বায়োগ্যাস প্রকল্প— ১টি।
- সৌর বিদ্যুৎ চালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র— ১০০ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।
- প্রত্যন্ত গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন (সুন্দরবন)— ২টি গ্রাম।
- ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্প— ১৫০০ কিলোওয়াট।
- বিদ্যালয়ে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার— ৬টি।
- সৌরবিদ্যুৎ চালিত কুকারে মিড ডে মিল— ১টি।
- বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্রযুক্তি ব্যবহার— ১টি
- সৌরবিদ্যুতে গৃহ সজ্জা— ৬০০টি পরিবার
- মেলা/প্রদর্শনী— ৬টি
- বিদ্যুৎপ্রকল্প মেরামত— ২টি (৫০ কিলোওয়াট)।
- সৌরবিদ্যুৎ বিপনী— ২টি (হাওড়া এবং হুগলি)
- সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার— ২টি (পরিবেশ দিবসে)

আগামী প্রকল্প

- প্রেসিডেন্সি, দমদম এবং আলিপুর সংশোধনাগারে ৩টি বায়ো গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্প।
- বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাসে অপ্রচলিত শক্তি চালিত ১০ হাজারটি চুল্লি স্থাপন।

- সুন্দরবন এলাকায় ১৮টি গ্রামে সৌরবিদ্যুৎ চালিত রাস্তার আলো এবং বাড়ি বাড়ি বিদ্যুতায়নের কর্মসূচি।
- রাজ্যের বিদ্যুৎহীন ১০০টি বিদ্যালয়ে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার শুরু।
- বিভিন্ন বিদ্যালয়ে (১ কিলোওয়াট থেকে ৪ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন) মোট ৫২৫ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার চালু করা।
- বিভিন্ন বিদ্যালয়, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে ৫ হাজারটি সৌরবিদ্যুৎ চালিত কুকারের ব্যবহার চালু।
- জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাদে ২৫ কিলোওয়াট সোলার বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন।
- দার্জিলিং রেল স্টেশনটিকে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারে আলোকিত করা।
- কোচবিহার রাজবাড়িতে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার।
- দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সৌরবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস প্রকল্প স্থাপন।
- তারাপীঠ মন্দিরে বায়োগ্যাস প্রকল্প।
- বিধানসভা ভবনে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার।
- মহাকরণে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার।
- ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার।
- শহিদমিনারে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার।
- শান্তিনিকেতনে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন।
- জোরাসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার।
- নেতাজীভবনে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার।
- মাছ ধরার ট্রলারগুলিতে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার।
- বিদ্যালয় এবং কলেজ ছাত্রদের মধ্যে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে প্রচার চালাতে ২০ আগস্ট ২০১১ পুর্ননবীকরণ শক্তি দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ওই দিনটি 'রাজীবগান্ধি অক্ষয় উর্যা দিবস' হিসেবে পালিত হবে। পুরুলিয়ায় ১ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন।
- ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্পর্কে প্রচার চালানো।
- দার্জিলিং জেলায় একটি ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন।

পুর ও নগরোন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শহর কলকাতা-সহ বিধাননগর, হাওড়া, শিলিগুড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন পুরসভা এলাকাগুলিকে আরও আধুনিক, আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পানীয় জল, নিকাশি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, জঞ্জাল অপসারণ প্রভৃতি পুর পরিষেবা যাতে আরও উন্নত করা যায় তার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়েছে।

➢ পরিকাঠামোগত উদ্যোগ

⊙ কলকাতার সৌন্দর্যায়ন ঃ কলকাতা পুরসভা গঙ্গার ধার সাজানোর প্রকল্প শুরু করেছে।

⊙ ইউআইডিএসএসএমটি (জেএনএনইউআরএম) প্রকল্পের আওতায় ৯টি নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরে জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে। যার মোট খরচ ২৩১ কোটি টাকা।

⊙ পশ্চিমাঞ্চলের শুখা এলাকা এবং জঙ্গলমহলের পুর এলাকাগুলিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য যোজনায় ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

⊙ ১২৭টি পুরসভার বর্তমান পরিকাঠামো সংক্রান্ত যাবতীয় ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

⊙ ১২৭টি পুরসভা এলাকায় জমিজমা সংক্রান্ত যাবতীয় ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

⊙ পুরসভাগুলির যে সব প্রধান প্রকল্পে ইতিমধ্যেই রাজ্য যোজনার বরাদ্দ মেটানোর কাজ শেষ হয়েছে —

১) পুর এলাকা উন্নয়ন	৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।
২) জলসরবরাহ	১২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।
৩) জেএনএনইউআরএম ইউআইডিএসএসএমটি, আইএইচএসডিপি	৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।
৪) ন্যূনতম প্রধান কাজকর্ম	১৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।
৫) কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৬৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা।
৬) পুরভবন নির্মাণ	১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।
৭) অন্যান্য	৪৮ কোটি ৯ লক্ষ টাকা।
মোট	**১৫৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা**

➢ শহরের গরিবের জন্যে পরিকাঠামোগত উদ্যোগ

⊙ আইএইচএসডিপি (জেএনএনইউআরএম) প্রকল্পের আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ ঃ ১৯২৬ (নতুন নির্মাণ)।

⊙ শহরের গরিবদের জন্যে রাজ্য সরকারের আবাসন প্রকল্পের আওতায় গৃহ নির্মাণ ঃ ১২৪ (নতুন নির্মাণ)।

⊙ আইএইচএসডিপি প্রকল্পের আওতায় বস্তি পরিকাঠামো উন্নয়ন ও গৃহ নির্মাণ বাবদ ব্যয় ঃ ১৮ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।

➢ শহরের গরিবের জন্যে পরিষদীয় উদ্যোগ

⊙ পশ্চিমবঙ্গ শহুরে পথ-ব্যবসায়ী (পথ-ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ও জীবিকার সুরক্ষা) বিল, ২০১১ বিধানসভায় আনার প্রক্রিয়া চলছে।

⊙ পুরসভাগুলিতে শহুরে গরিবদের জন্য প্রধান প্রকল্পগুলি রূপায়ণের লক্ষ্যে পৌঁছোতে তহবিল তৈরির জন্য ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পুর আইনের সংশোধন করার প্রক্রিয়া চলছে।

➢ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ

⊙ কলকাতা পুরসভার আওতায় জোকা-১ এবং জোকা-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

⊙ কলকাতা গেজেটের একটি বিশেষ সংস্করণে ২০১১-১২ বর্ষের ১২৭টি পুরসভার ৪টি জরুরি নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তা বিজ্ঞপ্তির আকারে প্রকাশ করার কাজ শেষ হয়েছে।

⊙ অগ্নি নির্বাপণে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এবং মাঝারি ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার মোকাবিলায় কী কী করণীয় তা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কাজ কলকাতা ও হাওড়া করপোরেশন শেষ করেছে।

⊙ পুরসভাগুলিকে তহবিল হস্তান্তর সংক্রান্ত অতিরিক্ত বাজেটও প্রকাশিত হয়েছে। (অর্থ দফতরের বাজেট প্রকাশনা নম্বর—২৫)

- এটিএম (ইলেকট্রনিক ক্রেডিট সিস্টেম)-এর মাধ্যমে সব সরকারি দফতরের কর্মীদের বেতন মেটানোর কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।
- ১২৭টি পুরসভার কর্মীদের বেতন ইসিএসের মাধ্যমে মেটানোর প্রক্রিয়া চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।

কেএমডিএ ও নিউটাউন এলাকার উন্নয়ন

➢ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্র উদ্যান স্থাপন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্র উদ্যান নামে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠনের জন্য ৫ একর জমি নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জমিটির উন্নতি করে এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। কেন্দ্রটিতে থাকবে একটি প্রেক্ষাগৃহ, আর্ট গ্যালারি, গবেষণা কেন্দ্র, সংগ্রহশালা এবং ছোট ছোট কটেজ। যেগুলিতে বিদেশ থেকে আগত দর্শকরা থাকতে পারবেন। হিডকো ইতিমধ্যেই জমি দিয়েছে। আনুমানিক খরচ ৩২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী একটি প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হবে, অর্থ প্রদানের জন্য। হিডকো অবিলম্বে কাজ শুরু করবে।

➢ ইকো টুরিজম

রাজারহাট-নিউটাউন এলাকার মধ্যে পরিবেশবান্ধব পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। গড়ে তোলা হবে ইকো টুরিজম পার্ক। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতার উপকণ্ঠে এ রকম একটি পরিবেশবান্ধব পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে তা যেমন সারা রাজ্যের মানুষের কাছে একটি আকর্ষণীয় বিষয় হবে, তেমনই রাজ্যের বাইরে থেকে বা দেশের বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের কাছে দ্রষ্টব্য বিষয় হয়ে উঠবে। প্রকল্পটিকে অভিনব আকারে সাজাবার ব্যাপারে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

➢ আর্থিকভাবে অনগ্রসর মানুষের জন্য কাজে অগ্রগতি

আর্থিকভাবে অনগ্রসর মানুষের জন্য ৪০০টি বাসগৃহ তৈরি করা হবে। বর্তমানে ১৭৬টি বাসগৃহ তৈরির কাজ চলছে।

➢ **কর্মমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র—**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা বিভাগকে ২.৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এখানে ৭০টি ট্রেড সমন্বিত কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

➢ **রাস্তার উন্নয়ন—** প্রথম দু-মাসে আট কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

➢ **পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন—** বাগজোলা খালের বাঁধ বরাবর ৪ কিলোমিটার রাস্তাকে সংস্কার করা হয়েছে। এক কিলোমিটার স্থানীয় খাল কাটা হয়েছে। যাতে জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি হয়।

ঘুনি মৌজায় একটি কাঠের সেতুর সংস্কার করা হয়েছে। ঘুনি মৌজার নবপুর এলাকায় ৭০০ মিটার রাস্তা সারানো হয়েছে।

➢ নিউটাউনে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি—

এক মাসের মধ্যে একটি খেলার মাঠের কাজ শেষ করা হবে। যে সব কাজ অবিলম্বে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেষ্টপুর ও বাগজোলা খালের সংযোগকারী খালের দু-পাশে দেড় হাজারটি নারকেল গাছ বসানোর কাজ হচ্ছে।

এডি ব্লকের পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, শারদোৎসবের আগে শেষ হবে।

এসি ব্লকের পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ হবে।

ডিডি ব্লকে এবং এআই ব্লকে পার্ক নির্মাণ করা হবে।

বিসি ব্লকে সুইমিং পুল নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সীমানা প্রাচীর নির্মিত হচ্ছে।

➢ যে সব কাজ শীঘ্রই শুরু হবে

প্রতিটি বাড়ি থেকে কঠিন বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ এবং ডিসপোজালের কাজ ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হবে।

রাস্তার ধারে ২০টি যাত্রী শেড তৈরি করা হবে।

সাধারণ মানুষের জন্য ৩টি পাবলিক টয়লেট তৈরি করা হবে।

এডি ব্লকে পুর বাজার নির্মাণ করা হবে। পুজোর আগেই এই কাজ শুরু হবে।

বৃক্ষরোপণের কাজও ব্যাপকভাবে হাতে নেওয়া হয়েছে।

➢ গীতাঞ্জলি

দক্ষিণ কলকাতার কসবা-রাজডাঙা অঞ্চলে ৯ আগস্ট, ২০১১ একটি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতাঞ্জলি নামে এই স্টেডিয়ামে চার হাজার লোক বসে খেলা দেখতে পারেন।

সেচ ও জলপথ

গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত ও পরবর্তী পদক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন

মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে রাজ্যে বন্যার কারণে জলমগ্নতার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং একই সঙ্গে বন্যার সময় বাড়তি জলের কিছু অংশে সংরক্ষণ ও সুখা মরসুমে ব্যবহারের বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করা হয়েছে।

খ) বন্যা মরসুমে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় স্থাপন

চলতি বর্ষা মরসুমের শুরু থেকে সেচ সচিব ও অন্যান্য বিভাগীয় আধিকারিকেরা জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ার সময় নিম্ন উপত্যকার সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতজনিত জলপ্রবাহের হিসাব মাথায় রেখে জল ছাড়া যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলেছে।

এর ফলে এই সময়কালে বিশেষ করে ৭ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে বন্যার তীব্রতা কমানো সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১২ আগস্ট তারিখে পাঞ্চেত জলাধারে জল আসার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৫৫ কিউসেক। কিন্তু জল ছাড়া হয় মাত্র ৭৩ হাজার ১৩৫ কিউসেক।

গ) রাজ্য জলনীতি চূড়ান্তকরণ

জাতীয় জলনীতি (২০০২) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভাগীয় উদ্যোগে রাজ্য জলনীতির খসড়া, বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে ও তাদের মতামত নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঘ) কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কমিটি গঠন

ঙ) দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে জলসম্পদের সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহার

জল সম্পদ সংরক্ষণ ও বর্ষা মরসুমে অতিরিক্ত জলসম্পদের পুনর্ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সময়োচিত ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমার বিভাগ দামোদর উপত্যকা অঞ্চলকে এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে বেছে নিয়েছে।

চ) ই-টেন্ডারিং সহ ই-গভর্ন্যান্স

প্রশাসনিক ও কারিগরি কাজের স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধাপে ধাপে ই-গভর্ন্যান্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বাইরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের বিবরণী

আয়লা কবলিত সুন্দরবন বাঁধের পুনর্নির্মাণ প্রকল্প সহ কেন্দ্রীয় সহায়তায় প্রাপ্ত বিভিন্ন চালু প্রকল্প ও কেন্দ্রীয় অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা প্রকল্পগুলির জন্য, বর্তমান একাদশ পরিকল্পনায় যেভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, সেই ভাবে কেন্দ্রীয় সহায়তা দ্বাদশ যোজনাকালে অব্যাহত রাখা।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও তদারকি সংস্থা গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের একটি পূর্ণাঙ্গ অফিস রাজ্যের প্রকল্পগুলির দ্রুত অনুমোদনের স্বার্থে কলকাতায় চালু করা।

বড় প্রকল্পসমূহ গুরুস্বপূর্ণ ঘটনা ও সিদ্ধান্ত এবং অগ্রগতি

ক) 'আয়লা' কবলিত সুন্দরবন বাঁধের পুনর্নির্মাণ

কাজের গতি ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জরুরি মিটিং করে প্রশাসনের সকলকে এই সমস্যার মোকাবিলায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

খ) কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, বাঘাই অববাহিকা নিকাশি প্রকল্প

কেন্দ্রীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে অন্তর্গত এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং আয়লা প্রকল্পের মতো এটিও ৭৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তায় রূপায়িত হচ্ছে।

গ) সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্প

ঘ) তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প

জলপাইগুড়ি জেলার মাল ও ময়নাগুড়ি ব্লকে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকে ২ কিমি দীর্ঘ মুখ্য ও বিতরণী খাল খনন ও সেই সঙ্গে জলকাঠামো াতরির কাজ সমপূর্ণ করা গেছে। আরও ২০ কিমি দীর্ঘ খালপ্রণালী ও ৮টি জলকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে।

ঙ) মূল যোজনা খাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ও সেন্ট্রাল সেক্টরে গৃহীত অন্যান্য প্রকল্প

এই সময়কালে উপরোক্ত খাত সমূহে গৃহীত প্রকল্পগুলির অগ্রগতি ১০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ।

পূর্বতন সরকারের কৃতকর্মের ফলে আর্থিক সংকটের কালো ছায়া এখনো কাটেনি, না হলে কর্মদক্ষতা ও অগ্রগতি নিশ্চিভাবে বৃদ্ধি পেতো।

৪) বন্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

উৎসের কারণগুলি যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ, মূলত জলাধার থেকে জল ছাড়া থেকে শুরু করে নীচের এলাকাগুলিতে ক্রমাগত ঘড়ির কাঁটা ধরে তদারকির মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভেঙে যাওয়া বাঁধের মেরামতির কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু করা গেছে।

দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে বন্যার জলে গ্রাম ভাসানোর ঘটনা সামান্য হলেও কমানো গেছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন ও **খরা নিয়ন্ত্রণ কমিশন** তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও ঘাটাল এলাকার জন্য বিশেষ ভাবে একটি ঘাটাল সাবপ্ল্যান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রশিল্প

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ

মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ—

- বারুইপুরে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি নির্মাণ সংস্থাগুচ্ছকে কমন ফেসিলিটি সেন্টারের আওতায় আনা হয়েছে।
- কমন ফেসিলিটি সেন্টারের আওতায় এসেছে হাওড়ার রি রোলিং মিল ক্লাস্টার, শান্তিনিকেতনে চর্ম শিল্প ক্লাস্টার, মুর্শিদাবাদের পিতল ও কাঁসার সামগ্রী নির্মাণ ক্লাস্টার।
- কলকাতার বৈদ্যুতিক পাখা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার রূপোর কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের ক্লাস্টার উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ যথাক্রমে ২০৬.৩০ লক্ষ এবং ১৪৯.৫৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় অনুদান পেয়েছে।
- দুটি নতুন ক্লাস্টার প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এরজন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৩.৩০ লক্ষ টাকা।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ-২ উন্নয়ন ব্লকের বাগপোতায় ছোবড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য উৎপাদক সংস্থাগুলিকে কমন ফেসিলিটি সেন্টারের আওতায় আনা হয়েছে।
- ১,৪৯৯ জন বিদেশী ক্রেতার ঠিকানা সহ একটি ডায়রেক্টরির তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে একটি ত্রৈমাসিক এবং তিনটি মাসিক নিউজ লেটার। তাতে রপ্তানির যাবতীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে।
- কলকাতার নব মহাকরণে রফতানিযোগ্য হস্ত শিল্পের একটি প্রদর্শনী করা হয়েছে ২৯ জুলাই ২০১১।
- ৩১,০৮০টি দরখাস্ত জমা পড়েছে এবং ১৮,৬৮৩ জন কারিগরের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

হস্তশিল্পের বিভিন্ন প্রকল্প—

- ৩০ লক্ষ টাকার ৩০টি হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ প্রস্তাবের অর্থ সাহায্য দেবে নাবার্ড।
- পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৬.৯২ লক্ষ টাকা খরচের ৭টি হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে।
- মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণের জন্য ১৫.৬০ লক্ষ টাকার ৬ টি প্রস্তাব এসেছে।
- জেলাস্তরে ৫৯.৬৬ লক্ষ টাকা খরচে ১০৫টি মেলার আয়োজন হবে।
- ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ২৫০০ জন প্রবীন শিল্পীকে পেনসন বাবদ দেওয়া হবে।
- জেলা এবং রাজ্যস্তরে হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতার আয়োজনে খরচ ধরা হয়েছে ১৪.২৭ লক্ষ টাকা।
- ১৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০ হাজার শিল্পী/কারিগরকে টিএ, ডিএ এবং কনভেন্স অ্যালাউন্স খাতে।

নতুন প্রকল্প—

- মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাগুলির ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ১২,৯৮১ জন কে ২,৩৪৮.০৬ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ—

- ৪টি খাদি সোস্যাইটি/সংস্থা যাতে সহজে ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে পারে তার জন্য তাদের যোগ্যতা সম্পর্কিত সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে।
- ২২টি খাদি স্যোসাইটি/সংস্থার বিক্রীত সামগ্রির উপর ম্যাচিং রিবেট বাবদ ২২.৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- নবদ্বীপের মোতিয়ারি কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে অতিসুক্ষ্ম মসলিন তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় দফায় ১০ জন তাঁতীকে ৫০০ কাউন্ট মসলিন তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- আইআইটি খড়গপুর নির্মিত প্যাডেল চরকার ব্যবহার ঝাড়গ্রাম সন্নিহিত কয়েকটি গ্রামে পৌঁছে দেওয়া গেছে। এরফলে সুতো উৎপাদন এবং শিল্পীদের আয় বেড়েছে।

গ্রামীণ শিল্প—

- ২৩ জন কারিগরকে নিয়ে কল্যাণীতে হ্যান্ডমেড পেপার তৈরির দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলছে।

ক্লাস্টার উন্নয়ন—

- খড়গপুর আইআইটি থেকে তৈরি শালপাতার থালা/বাটি তৈরির বিশেষ যন্ত্র বাঁকুড়ার সারেঙ্গা এবং রায়পুর, পুরুলিয়ার ঝালদা, বীরভূমের মহম্মদ বাজার এলাকায় ৩১২ জন আদিবাসী মহিলাকে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৬৭.৪৩ লক্ষ টাকা।
- মালদার নরহাট্টা গ্রামে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কর্মসূচির অন্তর্গত আমের পাল্প তৈরির কাজে ৭০টি মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৩৯.৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

জেলাস্তরে সুবিধা প্রদান—

- কোচবিহারের গরুমারিতে ২৯টি মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে শীতল পাটি তৈরির কাজে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
- কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ছিলাখানাগ্রামে বাঁশের কাজে দক্ষ ১৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

খাদি সামগ্রীর বিপণন—

- সরকারি এবং বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে উল্টোডাঙার কাছে উত্তরাপণ এবং বিবাদিবাগে গ্রামীণ খাদি সামগ্রী বিক্রির কেন্দ্র করা হয়েছে।

রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন লিমিটেড —

- বিভিন্ন শিল্পতালুকে ৩৮ জন উদ্যোগপতিকে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা গড়ে তুলতে ৪০টি প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন নিগম থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্টেটে ১৬ জন উদ্যোগপতিকে স্টল দেবার কথা ঘোষণা করা হবে।
- হুগলিতে ২০৪ একর জমিতে গড়ে ওঠা একটি পার্কের প্লাস্টিক ক্লাস্টারের উন্নয়নের লক্ষ্যে মেসার্স বসুন্ধরা ফ্লোরি কালচার প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ডের ডিরেক্টাররা। এই প্রস্তাবিত প্রকল্পে সরাসরি ২৫০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে আরও ৫,০০০ জনের।
- মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে একটি ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এস্টেট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- কলকাতার পাগলাডাঙায় উদয়ন ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এস্টেটে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হচ্ছে।

সুসংহত হস্তচালিত তাঁত শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প—

- হস্তচালিত তাঁতের জন্য ক্লাস্টারগুলির উন্নয়ন ঘটাতে আরও ৭ জন টেক্সটাইল ডিজাইনার নিয়োগের কথা ভাবা হয়েছে।
- হস্তচালিত তাঁতের জন্য ক্লাস্টারে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা থাকছে।
- ২৭টি ক্লাস্টারের উন্নয়নের কাজ চলছে।

গ্রুপ অ্যাপ্রোচ—

- গ্রুপ অ্যাপ্রোচ প্রকল্পের আওতায় নতুন ৩৩টি দল তাদের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ডেভলপমেন্ট কমিশনার অব হ্যান্ডলুমকে জমা দিয়েছে।

১০ শতাংশ স্পেশাল রিবেট—

- স্টক ক্লিয়ার করার লক্ষ্যে ২৫০টি প্রাথমিক তাঁতীদের কোঅপারেটিভ সোসাইটি এবং তন্তুজের মতো রাজ্যস্তরের হস্তচালিত তাঁতশিল্প সংস্থাকে এককালীন সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৪.০৮৭৯ কোটি টাকা।

ডিরেক্টরেট অব টেক্সটাইল—

- যন্ত্রচালিত তাঁত ব্যবহাতে ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং আরও ২৫ জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।
- যন্ত্রচালিত তাঁত শিল্পে ৪২৬.১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের ৩৫টি প্রকল্প বাবদ ২২১টি যন্ত্র চালিত তাঁত শিল্পীকে সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। সেই সঙ্গে শিল্পস্থাপন এবং যন্ত্রপাতির জন্য ২২২.৩৮ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের কথা হয়েছে।

গুটিপোকা পালনে ডাইরেক্টর অব টেক্সটাইলসের কাজকর্ম—

- পশ্চিমবঙ্গে গুটিপোকা পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মসূচি। ১ লক্ষেরও বেশি পরিবার গুটিপোকা চাষের উপর নির্ভরশীল। এঁদের প্রায় সবাই তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি, অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি, সংখ্যালঘু ও সমাজের অন্যান্য দুর্বল অংশের মানুষ। আমাদের রাজ্যে চার ধরনের রেশমের সব কটিই উৎপন্ন হয়। এগুলি হল, মূলবেড়ি, তসর, এড়ি ও মুগা। ২০১১-১২ সালের বাজেটে এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২,১৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- বীরভূমের তাঁতীপাড়ায় নবনির্মিত বাড়িতে একটি কাঁচা মালের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তসর গুটিপোকা বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- বাঁকুড়া জেলায় তসর উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে।

তন্তুজ—

- তন্তুজ দু-ধরনের প্রকল্প চালায়। একটি সুতো, একটি সিল্ক। সুতোর তৈরি বস্ত্রসামগ্রী হয় পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার ঠাকুর চক এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে।
- ২০১১-১২ আর্থিক বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত ২,১৮৪টি বেডশিট এবং লুঙ্গি তৈরি হয়েছে, অর্থমূল্য ১২.৫৫ লক্ষ টাকা। এর পরেও আরও ২,২৪৫টি সামগ্রী তৈরি হয়েছে। যার মূল্য ১০.২৬ লক্ষ টাকা।

খাদি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মসূচি

খাদি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতে আগস্ট মাসে নানারকম সাফল্য অর্জন করা গিয়েছে। এই ব্যাপারে কাজে আরও গতি আনার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা

বিগত কয়েক দশক ধরে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার মান যথেষ্ট অধোগতি হয়েছে, সে কথা মাথায় রেখে রাজ্যের উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় তথা পূর্বতন প্রেসিডেন্সি কলেজের সুনামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মেন্টর গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এই মেন্টর গ্রুপে রয়েছেন—

১) নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন (শ্রী সেন এই কমিটির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা)।

২) অধ্যাপক সৌগত বসু (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়) এই কমিটির চেয়ারম্যান।

৩) ড. ই. জ. আলুওয়ালিয়া (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশানাল ইকোনমিক রিলেশন)।

৪) অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি)।

৫) অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী (অধিকর্তা, জাতীয় গ্রন্থাগার)।

৬) অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)।

৭) অধ্যাপক হিমাদ্রী পাকড়াশি (আই-কেয়ার্স, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়)।

৮) অধ্যাপক অশোক সেন (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)।

এছাড়াও ভবিষ্যতে আরও দুইজন বিশেষজ্ঞ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই বিশেষজ্ঞ কমিটি স্বল্প ও দীর্ঘস্থায়ী নানান পরিকল্পনা নেবে, প্রেসিডেন্সির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে। তাঁদের অভিমত তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি জানাবেন। ২০১১ সালের আগস্ট, ২০১২ সালের জানুয়ারি এবং আগস্ট, ২০১৩ সালের জানুয়ারি ও জুন মাসে বিশেষজ্ঞরা ক্রমান্বয়ে রিপোর্ট আকারে তাঁদের অভিমত জানাবেন। তার ভিত্তিতেই শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্রতী হবে দফতর। আগামী ২০১৭-১৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বি-শতবার্ষিকীর মধ্যেই বিশেষজ্ঞদের মতামত মোতাবেক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণমান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে দফতর।

➢ কারিগরি শিক্ষার মানউন্নয়ন প্রকল্প (TEQUIP)

রাজ্যে কারিগরি শিক্ষার মানোউন্নয়নের লক্ষ্যে দফতর যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। এই প্রকল্প একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প। আগামী ১০-১২ বছর ধরে এই প্রকল্পের কাজ চলবে। বেশ কয়েকটি পর্যায়ে এই প্রকল্পের কাজ হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে।

প্রকল্পটি মূলত যে বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করবে—

- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুসংহত ও আরও উচ্চমানের করে তোলা। যাতে করে আগামী দিনে আরও উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রযুক্তিবিদ রাজ্য পায়।
- স্নাতকোত্তর প্রযুক্তি বিদ্যাকে আরও উন্নত করা, প্রয়োজনভিত্তিক উন্নতমানের গবেষণা চালু করা।
- কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন উন্নততর কেন্দ্র স্থাপন, যে কেন্দ্রগুলিতে মূলত প্রয়োজনের ভিত্তিতে ফলিত গবেষণার কাজ হবে।
- প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মানোন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবদ্ধ কার্যাবলীর প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া।

রাজ্যের মোট ১১টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা দফতরের মউ স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ১০টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। যে ১১টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকার মউ স্বাক্ষর করেছে—

- আরসিসি, ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, কলকাতা
- কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কোলাঘাট।
- বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, বাঁকুড়া।
- ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।
- গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা।
- ক্যালকাটা ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা।

- ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, কলকাতা।
- বীরভূম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বীরভূম।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

- হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কলকাতা।
- এম. সি. কে. ভি. ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, হাওড়া।
- নারুলা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, উত্তর ২৪ পরগনা।

এই ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকার মোট ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করবে। সরকারি ও সরকার পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবে ১০ কোটি টাকা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবে ৪ কোটি টাকা।

TEQUIP তথা কারিগরি শিক্ষার মানোউন্নয়ন প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়টি চলবে আগামী চার বছর ধরে। এই প্রকল্পে সরকারি ও সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানে **কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ৭৫ শতাংশ টাকা**। বাকি **২৫ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার**। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে **৬০ শতাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার**, **২০ শতাংশ** রাজ্য সরকার এবং বাকি **২০ শতাংশ** ব্যয়ভার বহন করবে উক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। ২০১১-১২ সালের বাজেট প্রস্তাবনায় বরাদ্দ করা হয়েছে **মোট ৫০ কোটি টাকা**। এর মধ্যে **কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ৩৭.৫০ কোটি টাকা**। **রাজ্য সরকার দেবে ১২.৫০ কোটি টাকা**।

উচ্চশিক্ষার মানোউন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে দফতর যে সমস্ত কাজগুলি করেছে এবং আগামী দিনে করবে

- উচ্চশিক্ষার সিলেবাস, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি পর্যালোচনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- মাসের প্রথম তারিখে কলেজ শিক্ষক/অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হবে। অর্থ দফতরের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথা চলছে।
- অবসর নেওয়ার এক মাসের মধ্যে সরকার পোষিত কলেজগুলির শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের অ্যাড-হক ভিত্তিতে পেনশন চালু করা হবে। অর্থ দফতরের মঞ্জুরির অপেক্ষায় রয়েছে বিষয়টি।
- সরকারি, সরকার পোষিত কলেজগুলির পরিকাঠামো (ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ, শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদি)। উন্নয়নের প্রতি যত্নশীল হবে দফতর।
- শিক্ষা ম্যাপ তৈরি করা হবে অতি শীঘ্রই। নতুন কলেজ স্থাপনের জন্য কী কী অসুবিধা আছে, তা খতিয়ে দেখা হবে।
- নতুন বহু কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ডিগ্রি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গার্লস কলেজ, ম্যানেজমেন্ট কলেজ। কোন জেলায় কোন ধরনের কটি কলেজ প্রয়োজন, সেটা পর্যালোচনা করেই কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- কোনও কলেজে আর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদ থাকবে না। কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি অধ্যক্ষ নির্বাচন করা হবে।
- স্লেট (SLET)-র অন্তর্ভুক্ত করা হবে নতুন নতুন বিষয়কে। যাতে করে ডিগ্রি কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগে কোনও জটিলতা না হয়।
- অবিলম্বে সমস্ত কলেজে শিক্ষক নিয়োগ শুরু হবে।
- ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে ভর্তির সুযোগ পাবে ছাত্র-ছাত্রীরা 'অনলাইন' ব্যবস্থার মাধ্যমে।
- জঙ্গলমহলে তিনটি নতুন কলেজ স্থাপন করা হবে। ঝাড়গ্রাম, শালবনী, গোপীবল্লভপুর (নয়াগ্রাম)-এ কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।
- সরকারি উদ্যোগে একটি আইএএস ও ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় বসার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে।
- শিক্ষার মানোউন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' সংশোধনের কথাও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
- দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১২-২০১৭) প্রস্তাবনায় থাকছে—আগামী দিনের রাজ্যে ৬০টি ম্যানেজমেন্ট কলেজ, ৪০টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৬০টি ডিগ্রি কলেজ, ১৬টি ডিগ্রি কলেজ (মহিলা), ১৮টি বি.এড কলেজ, ১৮টি মডেল কলেজ এবং ৫টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অঙ্গীকার। বিষয়টি আর্থিক মঞ্জুরি সাপেক্ষ।
- দার্জিলিং জেলায় একটি আইআইটি স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই মর্মে অনুরোধও করা হয়েছে। আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিলে, রাজ্য দার্জিলিং জেলায় জমি দিতে প্রস্তুত।

বিদ্যালয় শিক্ষা

প্রতি মাসের ১ তারিখে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বেতন প্রদান

অর্থ দফতর ফি মাসের ৫ তারিখে বেতন বিল ছাড়ায় এতদিন স্কুল শিক্ষকরা প্রতিমাসে ৭-৮ তারিখে বেতন পেতেন। চলতি বছরের জুন মাস থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক মাসের পয়লা তারিখেই বেতন পেতে শুরু করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত ইতিমধ্যেই অর্থ দফতর অবশ্য প্রতিটি স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বেতন ফি-মাসের প্রথম কাজের দিনটিতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। জারি হওয়া সংশ্লিষ্ট নির্দেশটি সংযোজিত হয়েছে।

অবসর গ্রহণের দিন থেকে এক মাসের মধ্যে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের প্রভিশনাল পেনশন চালুর সিদ্ধান্ত

অবসর গ্রহণের পর পেনশন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পেতে অনর্থক দেরি হত বলে ভয়াবহ অর্থসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের। কোনও কারণে নিয়মিত পেনশন প্রক্রিয়া শুরু হতে দেরি হলে যাতে কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেকথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত, অবসর গ্রহণের দিন থেকে এক মাসের মধ্যে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা যাতে প্রভিশনাল পেনশন পেতে শুরু করেন, তার জন্য অর্থ দফতরের অনুমোদন নিয়ে ইতিমধ্যেই নির্দেশ জারি হয়েছে। ওই নির্দেশের কপি সংযোজিত হয়েছে। নানা কারণে পেনশন দেরিতে পাওয়ার ফলে যাঁদের ভয়াবহ সমস্যার মুখে পড়তে হত, সেই শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা এর ফলে যথেষ্টই উপকৃত হবেন। এর সঙ্গে দফতর একটি রাজ্যস্তরের কমিটি, ডিরেক্টরেট পর্যায়ের কমিটি এবং জেলা স্তরের কমিটিও গঠন করেছে নিয়মিত পেনশন সঙ্গে সঙ্গে চালু করা ও তার জন্যে টাস্ক ফোর্সের মত যাবতীয় প্রক্রিয়া তড়িঘড়ি সম্পন্ন করার জন্যে। রাজ্যস্তরের কমিটি, ডিরেক্টরেট পর্যায়ের কমিটি ও জেলাস্তরের কমিটি গঠনের নির্দেশের কপি সংযোজিত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের নিয়মিত পেনশন পাওয়ার প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি শুরু করা যাবে।

দফতরের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত, প্রয়োগ ও দ্রুত রূপায়ণের জন্য ৯টি টাস্ক ফোর্স গঠন

দেখা গিয়েছে, লাল ফিতের ফাঁস আর ঔদাসীন্যের দরুণ দফতরের বহু কাজকর্ম তদারকি বা আর্জি-আবেদন খতিয়ে দেখার কাজে অযথা বিলম্ব হয়। এই সমস্যা মেটাতে স্কুল-শিক্ষা দফতরের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিকে ৯টি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ভাগের কাজকর্ম তদারকির জন্যে ৯টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে যে কোনও সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর ও রূপায়ণ করা যাবে। পাশাপশি দফতরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের উপর তদারকি উন্নততর হবে। টাস্কফোর্স সংক্রান্ত নির্দেশের কপি সংযোজিত হয়েছে।

মাধ্যমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের উন্নয়ন

এর মধ্যেই দফতর ১২০টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করেছে। কোন জেলায় কতগুলি স্কুলকে উন্নীত করা হয়েছে, নীচে জানানো হল—

দার্জিলিং—১৪টি

শিলিগুড়ি—৫টি

জলপাইগুড়ি—২০টি

বীরভূম—১১টি

পূর্ব মেদিনীপুর—১০টি

পশ্চিম মেদিনীপুর—১৮টি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা—৯টি

উত্তর ২৪ পরগনা—৮টি

হাওড়া—৭টি

মুর্শিদাবাদ—৫টি

বর্ধমান—৩টি

নদীয়া—৩টি

হুগলি—৩টি

কলকাতা—২টি

মালদহ—১টি

বাঁকুড়া—১টি

মোট—১২০টি

এছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় জঙ্গলমহল এলাকার ২৩টি ব্লকে ২৩৫টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, চলতি শিক্ষাবর্ষেই ১১৮টি স্কুলকে উন্নীত করা হবে আর বাকি ১১৭টি স্কুল উন্নীত হবে আগামী শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই। উন্নীত স্কুলগুলির জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক-পদ সৃষ্টির প্রস্তাবও অর্থ দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে চলতি বছরের ৩০ জুলাইয়ের মধ্যেই ১,৪১১টি প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে শৌচাগারের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে দফতর পদক্ষেপ করেছে। এ ব্যাপারে সব জেলা শাসক ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব এবং প্রায় সব জেলা শাসকই সেই নির্দেশ কার্যকর করতে শুরু করে দিয়েছেন। নির্দেশের কপি সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও ১,৮০৫টি স্কুলের সীমানা-প্রাচীর দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে স্কুল-শিক্ষা দফতরের। পূর্ত দফতর (সিবি)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী তার ৯০ শতাংশের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, ১,৪৭০টি স্কুলে ওই কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও ২০১১-'১২ বর্ষে সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় ১০,১৮১টি স্কুলে সীমানা-প্রাচীর নির্মাণের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। যার জন্য মোট খরচ হবে ৭৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও আরআইডিএফ প্রকল্পের আওতায় ৬১৮টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের বৈদ্যুতিকরণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমোদনের জন্য জঙ্গলমহলের ৩৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের নিজস্ব হস্টেল-নির্মাণের প্রস্তাবও অর্থ দফতরে পাঠানো হয়েছে। যার জন্যে খরচ হবে ২৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা।

পরীক্ষামূলকভাবে ১২৫টি স্কুলে মিডডে মিল রান্না করার জন্য সৌর কুকার বসাতে ডব্লিউবিআরইডিএ-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ডব্লিউবিআরইডিএ-কে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, অনুমোদনের জন্যে সেই প্রস্তাব অর্থ দফতরেও পাঠানো হয়েছে। ৮৫৩টি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের বৈদ্যুতিকরণের জন্যে আনুমানিক কত খরচ হতে পারে, তার হিসেব কষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে একটি প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে ২৪ কোটি ১ লক্ষ টাকার একটি প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পাঠিয়েছে। বাজেটে ওই অর্থ বরাদ্দ ও তা মঞ্জুর করার জন্যে অর্থ দফতরের কাছে সেই প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯) মোতাবেক ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতকে নির্দিষ্ট মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলার স্কুলগুলিতে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি এবং ৫,৪৪৫টি পদে প্রাথমিক শিক্ষক ও ৩৯,৫১০টি পদে উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৫,৪৪৫টি পদে প্রাথমিক শিক্ষক এবং ৩৯,৫১০টি পদে উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। শিক্ষক-নিয়োগ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

এটাও স্থির হয়েছে যে, ওই পদগুলির মধ্যে ১০ শতাংশ পার্শ্ব শিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু, সহায়ক/সহায়িকা, সম্প্রসারক/সম্প্রসারিকা (এমএসকে-মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে) এবং পিটিটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যাঁরা ইতিমধ্যেই ব্রিজ কোর্স শেষ করেছেন ও নিয়োগবিধির যোগ্যতাবলী যাঁদের আছে, তাঁদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এটাও স্থির হয়েছে যে, এইসব শ্রেণিভুক্ত শিক্ষকদের কার্যকালের মেয়াদের বয়ঃসীমাতেও কিছুটা ছাড় দেওয়া হবে। পার্শ্ব শিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু, সহায়ক/সহায়িকা, সম্প্রসারক/সম্প্রসারিকাদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বয়ঃসীমা হবে ৫৫ বছর।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধীনে স্কুলগুলিতে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি খতিয়ে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন

অত্যন্ত ভারি পাঠ্যক্রমের বোঝা ও পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা কীভাবে কমানো যায়, তা খতিয়ে দেখতে এবং পাঠ্যক্রমকে শিশুদের বেড়ে ওঠার সহায়ক করে তুলতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ ও তার নিয়মাবলীর কপি সংযোজিত হয়েছে।

সুসংহত মিড-ডে মিল কর্মসূচি

মিড-ডে মিল কর্মসূচি এমনই একটি প্রকল্প, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই অর্থ বরাদ্দ করে। সারা দেশে ওই কর্মসূচি শুধুই যে গরীব শিশুদের শরীরে পুষ্টির অভাব মিটিয়েছে তাই নয়, স্কুলে ভর্তির সংখ্যা বাড়িয়েছে, কমিয়েছে স্কুল-ছুটের (ড্রপ আউট) সংখ্যাও। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৯৫ শতাংশ প্রাথমিক স্কুল ও ৭৯ শতাংশ উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলে মিড-ডে মিল দেওয়া হচ্ছে। তবে বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি, অপচয় বা অপ্রতুলতা রোধে ও সরবরাহ করা খাদ্যের গুণমান বজার রাখতে মিড-ডে মিল প্রকল্পের পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করার প্রয়োজন আছে। তারই প্রেক্ষিতে কীভাবে সুসংহত উপায় মিড-ডে মিল প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার একটি রূপরেখা তৈরি হয়েছে। এবং মুখ্য সচিবের স্বাক্ষরিত সেই রূপরেখা সার্কুলার হিসাবে বিলিও হয়েছে। ওই সার্কুলারের প্রকল্পটিতে কার কী দায়িত্ব তা যেমন সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, তেমনই কীভাবে খাদ্যের গুণমান বজায় রেখে নিখুঁতভাবে ওই প্রকল্পের সুফল স্কুলের সব শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, রাজ্যে মিড-ডে মিল প্রকল্পের পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত সুসংহত হবে।

স্কুল শিক্ষার পরিকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন

সার্বিকভাবে স্কুল পরিচালন ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িতদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম)-কে দায়িত্ব দিয়েছে। স্কুল প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্যে কাঠামোগত কী কী উন্নয়ন করা যায়, তাঁদের পরামর্শ দিতেও বলা হয়েছে। কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট তাঁদের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। স্কুল পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর সবিস্তারে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করার কাজও চলছে। আইআইএম-এর সেই চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরই স্কুল-পরিচালন ব্যবস্থার কাঠামোগত রদবদলের পদক্ষেপ করা হবে। তার মধ্যে থাকবে—

ক) প্রচলিত স্কুল পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার।

খ) নিয়মিত স্কুল-পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা।

গ) বহিরাগত যে কোনও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাতে অবাধে এবং স্বচ্ছ ভাবে স্কুল চালানো যায়, তা সুনিশ্চিত করার পদক্ষেপ।

ঘ) স্কুল শিক্ষকদের যোগ্যতার পরিমাপ করার পদ্ধতি চালু করা।

ঙ) ই-গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টরেট ও জেলা কার্যালয়গুলিকে আরও শক্তিশালী করা।

চ) স্কুল শিক্ষকদের নিয়মানুবর্তিতা ফেরানো ও তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

কলকাতার আইআইএম-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই প্রচলিত স্কুল পরিচালন ব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

মাতৃভাষা ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভাষা শেখানোর উপর আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে

আইন ও বিচার

বিচারবিভাগীয় দফতরের সাফল্য

১) জলপাইগুড়িতে প্রস্তাবিত সার্কিট বেঞ্চের জন্য নেওয়া জমির উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একই কারণে, পিডব্লিউডিকে টাকা দেওয়া হয়েছে।

২) কলকাতার উপকণ্ঠে নিউটাউনে অ্যাকশন এরিয়া-টুতে পশ্চিমবঙ্গ বিচারবিভাগীয় অ্যাকাডেমির জন্য নেওয়া জমির উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একই কারণে পিডব্লিউডিকে টাকাও দেওয়া হয়েছে।

৩) ব্যাঙ্কশাল কোর্ট চত্বরের বিচার ভবনে তিনটি সিবিআই আদালত গড়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ২৪ আগস্ট ওই আদালতগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে।

৪) রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় গ্রাম ন্যায়ালয় গড়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। ওই গ্রামে ন্যায়ালয়গুলির জন্য জেলা জজ ও জেলা শাসকের জায়গা দেখতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁদের নির্মিত ভবন খুঁজতে বলা হয়েছে।

৫) মাল মহকুমার জন্য আদালত গড়ে তুলতে জমি কেনা হয়েছে।

৬) রাজ্যে দায়রা জজ (জুনিয়র ডিভিশন) বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনপ্রাপ্ত শূন্য পদগুলি পূরণের পদক্ষেপ করা হয়েছে।

৭) সেশন আদালতগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত ১৫১টি ফাস্ট ট্রাক আদালত চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতিতে রাজ্য মন্ত্রিসভা ২০১২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য উল্লিখিত ফাস্ট ট্রাক আদালতগুলিকে পুরোপুরি ভাবে অর্থসাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৮) সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটরের সবকটি শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে হয়েছে। বাছাইকরা প্রার্থীদের এবার নিয়োগপত্র দেওয়ার কাজ শুরু হবে।

৯) রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল নিয়োগও করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের মামলাগুলি চালানোর জন্য সিনিয়র ও জুনিয়র কাউন্সেলদের নিয়ে একটি প্যানেল গড়া হয়েছে।

১০) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি নিয়ে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিয়োগ করা হয়েছে। হাইকোর্টের জিপি, পিপি, স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল ও ল'অফিসার পদগুলিতেও নিয়োগ করা হয়েছে।

১১) সিনিয়র ও জুনিয়র অ্যাডভোকেটদের নিয়ে একটি প্যানেল গঠিত হয়েছে।

১২) সবকটি জেলা আদালতে পিপি এবং জিপি নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজ্যের সব আদালতে রাজ্য সরকারের হয়ে সব ধরনের মামলা (সিভিল ও ক্রিমিনাল) চালানোর জন্য সিনিয়র ও জুনিয়র অ্যাডভোকেটদের নিয়ে একটি প্যানেল গঠিত হয়েছে।

১৩) রাজ্যের সবকটি ব্লক, মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনে ম্যারেজ অফিসারের শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারির কাজ চলছে।

১৪) জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং মহকুমা আইনি সহায়তা কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

১৫) এসএমআর (মহমেডান ম্যারেজেস অ্যাণ্ড ডিভোর্স রেজিস্টার্স) নিয়োগের জন্য জেলাস্তরে নির্বাচক কমিটি গড়ার কাজও শুরু হয়েছে। ওই কমিটিই এমএমআর ও কাজির শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য প্রার্থী বাছাই করছে।

১৬) রাজ্যের অ্যাডভোকেটদের কল্যাণে অ্যাডভোকেটস ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড ট্রাস্ট কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে।

১৭) রাজ্যের বিভিন্ন আদালতের অসুস্থ, অক্ষম কর্মচারীদের পরিবারের যোগ্য উত্তরসুরীদের মানবিকতার প্রেক্ষিতে নিয়োগ করা শুরু হয়েছে।

১৮) শিয়ালদহ আদালত চত্বরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পিডব্লিউডিকে দেওয়া হয়েছে।

১৯) যাবতীয় নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য কলকাতা হাইকোর্টকে একটি পৃথক ভবন দেওয়া হয়েছে।

২০) বিচার ভবনে তিনটি সিবিআই আদালত তৈরি হবে। এর জন্য ১৫টি বিভিন্ন ধরনের নতুন পদ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

দফতরের আগামী ১০০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান

১) আসানসোল মহকুমার আদালত চত্বরে একটি সিবিআই আদালত গড়ে তোলা হবে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সিবিআই যেসব মামলার তদন্ত করছে, তার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ওই আদালতের প্রয়োজন।

২) বর্ধমান, আলিপুর, কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরে চারটি পারিবারিক আদালত গঠিত হবে, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের পরামর্শের ভিত্তিতে।

৩) ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের আর্থিক সহায়তা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পিপি এবং সহকারি পিপিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৪) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতেই সহকারি পিপিদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।

৫) রাজ্যের সংশোধনাগার ও নিম্ন আদালতগুলির মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগাযোগ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৬) হাওড়ায় হাওড়া জেলা আদালতে একটি পৃথক বিচারবিভাগীয় কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে।

৭) বর্ধমান ও হাওড়া জেলা বিভক্ত হলে আলাদা সেসন আদালত, মুখ্য মেট্রোপলিটন ও মেট্রোপলিটন এবং অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

৮) চাঁচোল মহকুমায় পৃথক একটি আদালত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৯) মাল মহকুমাতেও পৃথক একটি আদালত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১০) রাজ্যে ম্যারেজ অফিসার, হিন্দু ম্যারেজ অফিসার, মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্টার ও কাজির জন্য শূন্য পদগুলি পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

কাজের মূল্যায়ন

১) সিঙ্গুর জমি পুনর্বাসন ও উন্নয়ন আইন, ২০১১ প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে আইন দফতর।

২) তদন্ত কমিশন আইন, ১৯৫২ মোতাবেক নিম্নোক্ত তদন্ত কমিশনগুলির গঠনের লক্ষ্যে জারি করা বিজ্ঞপ্তির খসড়া তৈরিতে যে যে সব ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে আইন দফতর—

ক) রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক মুস্তাফা বিন কাশেমের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

খ) ১৯৭০ সালের বর্ধমানের সাঁইবাড়ির ঘটনা।

গ) পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিডিও কল্লোল সুরের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

ঘ) কাশীপুর-বরাহনগর হত্যার ঘটনা।

ঙ) মরিচঝাঁপির ঘটনা।

চ) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় হুল উৎসবের সময় কয়েকজন সাঁওতালের সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনা।

ছ) ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই, মহাকরণ অভিযানে পুলিশের গুলিতে ১৩ জন নিহত হওয়ার ঘটনা।

জ) আইন ও বিচারবিভাগীয় দফতরের ভারপ্রামন্ত্রীর নির্দেশে দার্জিলিং জেলার নেপালি ভাষায় অনুবাদ বিভাগের প্রায়ত প্রাক্তন কর্মীর পরিবারের একজনকে মানবিকতার স্বার্থে চাকরি দেওয়ার পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিষয়টি দীর্ঘদিন আটকে ছিল।

ঝ) জেলা ও ডিরেক্টরেটের বিভিন্ন বিভাগে ল' অফিসারদের শূন্য পদগুলি পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ঞ) দফতরের সরকারি ভাষা বিভাগ ১১টি কেন্দ্রীয় আইনকে বাংলায় অনুবাদ করার কাজে হাত দিয়েছে।

ট) বিভিন্ন সংশোধনাগারে দীর্ঘদিন ধরে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে থাকা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে একটি কমিটি গড়ার জন্য দফতর ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তির খসড়া তৈরি করেছে।

আগামী দিনের কর্মসূচি

ক) ল' অফিসারদের ৫৬টি শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

খ) দার্জিলিংয়ের নেপালি ভাষায় অনুবাদ বিভাগের প্রয়াত প্রাক্তন কর্মীর পরিবারের একজনকে মানবিকতার স্বার্থে চাকরি দেওয়া।

গ) ই-গভর্ন্যান্স নীতি মেনে দফতরের সব বিভাগেই সার্বিকভাবে কম্পিউটার চালু করা হবে। তাতে বাংলায় লেখালেখির জন্য সফটওয়্যার বসানোর পদক্ষেপ করা হবে।

খাদ্য ও সরবরাহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পষ্ট ঘোষণা, অনাহারে মৃত্যুর একটি ঘটনাও ঘটতে দেওয়া যাবে না। রাজ্যের অতি নিম্নবিত্ত মানুষও যাতে ভাত খেতে পারেন তারজন্য রাজ্য সরকার সমস্তরকম চেষ্টা চালাচ্ছে। বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষ-সহ জঙ্গলমহলের প্রতিটি পরিবারে দু-টাকা কিলোগ্রাম দরে চাল পৌঁছে দেবার কর্মসূচি ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে। রেশনকার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতির সরলীকরণ করা হচ্ছে। এর ফলে যারা রেশন কার্ড নিতে ইচ্ছুক তাদের হেনস্থা হতে হবে না। রেশন দোকানে গুনগত মান বজায় রেখে, সঠিক পদ্ধতি মেনে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে কিনা তার জন্য নজরদারি চালানো হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও শপ লেভেল কমিটিগুলির পুনর্গঠন করা হয়েছে। এতদিন এই কমিটিগুলির সভাপতি ছিলেন, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা সদস্য। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই পুরোনো প্রথা তুলে দিয়ে নতুন কমিটিতে বিডিও কর্তৃক মনোনীত এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সদস্য করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১) **তিনজেলার 'জঙ্গলমহল' অঞ্চলের জন্য** — আরও বেশি পরিবারকে গণবন্টন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আয়ের উপর ভিত্তি করে পরিবারগুলিকে চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে।

২) **জঙ্গলমহল এলাকায়(২৩ টি ব্লকে)**— গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য যাতে আরও দ্রুত জঙ্গলমহলবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তারজন্য রেশন ডিলারের পাশাপাশি অতিরিক্ত কেন্দ্র বা 'আউটলেট' খোলা হয়েছে।

৩) **পার্বত্য অঞ্চলের জন্য গনবন্টন ব্যবস্থা**—
দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকার জন্য অতিরিক্ত চাল ও আটা সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৪) **ঘরে ঘরে সরবরাহ**—খাদ্যশস্যের অপচয় ও বেআইনী হস্তান্তর রুখতে এবার ঘরে ঘরে পৌঁছে সরবরাহ করার উপর জোর দেওয়া হলো। কমপক্ষে জেলার ৫০ শতাংশ ডিস্ট্রিবিউটররা খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেবেন।

৫) **তদারকি ও নজরদারি কমিটি**—গণবন্টন ব্যবস্থার উপর কড়া নজরদারি চালাতে একটি নতুন মনিটারিং অ্যান্ড ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। কয়েকটি জেলার জেলা স্তরে এবং মহকুমা স্তরে এই বিষয় নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে।

৬) **সেন্ট্রাল স্কোয়াড গঠন**—গণবন্টন ব্যবস্থার অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য পাঁচটি স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে। এই টিমের সদস্যরা খাদ্য দফতরের অফিস, বিভিন্ন গুদাম, খাদ্য সরবরাহকারীদের উপর আচমকা পরিদর্শন করবে।

৭) **ভুয়ো কার্ড বাজেয়াপ্তকরণ**—ভুয়ো রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত করতে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করার জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। পাশপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই খাদ্যদফতরের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। গত দু'মাসে প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ভুয়ো রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

৮) **জন-অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র**—জনগণের অভাব অভিযোগ নেওয়ার জন্য একটি কমিটি (পাবলিক গ্রিভ্যান্স সেল) পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হয়েছে। আরও আধিকারিক এবং সদস্যদের এই কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে।

৯) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিগম প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

১০) **গণবন্টন ব্যবস্থাকে ঠেলে সাজানো**— ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেশন কার্ড, রেশন কার্ডগুলির তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বিশেষ তথ্যভান্ডার এবং ছবিসম্বলিত রেশন কার্ড—এইসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পদক্ষেপ করা শুরু হয়েছে। (অর্থই হলো মূল সমস্যা)।

১১) খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের ওয়েবসাইটটি ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই এটি চালু হবে।

১২) জেলা পরিচালন আধিকারিক এবং মহকুমা পরিচালন আধিকারিদের নতুন দফতর তৈরি করা অথবা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হবে।

১৩) **গুদামজাতকরণের সুবিধা**— দু' থেকে তিন বছরের মধ্যে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ মেট্রিকটন পণ্যদ্রব্য মজুত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

১৪) দফতরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রচুর পুরানো রেকর্ড মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে ঝাড়াই-বাছাই করা হয়েছে। পরিশেষে,খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজেই বিভিন্ন খাদ্য দফতরে এবং রেশন দোকানে আচমকা পরিদর্শন করেছেন।

১৫) পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশকীয় পণ্য নিগমে ১২৫টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রম

মহাকরণে এসে কোনও শ্রমিক কর্মচারী ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাবেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ঘোষণায় খুশির ছোঁয়া শ্রমিক মহলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা গত ২০ মে ২০১১ যেদিন রাজভবনে শপথ গ্রহণ করেন, সেদিনই ওই অনুষ্ঠানে রিক্সা চালক, ফুচকাওয়ালার মতো শ্রমজীবী মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করেছে নতুন সরকার। শ্রমিক কর্মচারী, খেটে খাওয়া মানুষ যাতে তাঁদের ন্যায্য পাওনা-গন্ডা থেকে কোনওভাবেই বঞ্চিত না হন তারজন্য প্রথম দিন থেকেই তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গিকার বদ্ধ রাজ্য সরকার।

১) নতুন সরকার এই রাজ্যের বন্ধ কলকারখানা পুনরায় খোলা এবং চাঙ্গা করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। শ্রমমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং শ্রমদফতরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিম্নোক্ত বন্ধ কারখানাগুলি আবার খুলতে চলেছে—

ক) কানোরিয়া জুট মিল, হাওড়া জেলা— ৩০০০ শ্রমিক। ২০০৫ সাল থেকে বন্ধ।

খ) ওয়েলিংটন জুটমিল, হুগলি জেলা— ৫০০০ শ্রমিক। ২০১১ সালের মার্চ মাস থেকে বন্ধ।

গ) কাদামিনি চা-বাগান, জলপাইগুড়ি জেলা— ৯৫০ শ্রমিক। ২০০৯ সাল থেকে বন্ধ।

ঘ) ডেল্টমল সেফটি সু'স লিমিটেড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা— ১২০০ শ্রমিক। গত ৩ মাস ধরে কর্মবিরতি চলছে।

ঙ) লুমটেক্স জুটমিল খুলেছে।

পাশপাশি, প্রতিটি জেলার বন্ধ কলকারখানাগুলি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। আগামীদিনে ওইসব কারখানাগুলি যাতে পুনরায় খোলা যায়, তার জন্য মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে শ্রম দফতর।

২) শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য এই প্রথম বিশেষ সেল খুলেছে শ্রম দফতর। মজুরি সংক্রান্ত বিষয়, বকেয়া পাওনা, চাকুরির শর্ত লঙ্ঘন সহ বিভিন্ন বিষয়ে শ্রমিকরা তাঁদের সমস্যার কথা সরাসরি জানাতে পারবেন। তাঁদের অভাব-অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে দফতর।

৩) শ্রমিকদের 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প'-র আওতাভুক্ত করার মতো বহুবিধ পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে শ্রম দফতর। এই সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকরা বিভিন্ন শ্রম সংক্রান্ত আইনী জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারবেন। শ্রমিকদের সহায়তা করতে প্রাথমিকভাবে রাজ্যের ১০১টি এবং কিছু পুরসভায় দ্রুততর শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র (এলডাব্লিউএফসি) খোলা হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রত্যেকটি ব্লক এবং পুরসভাগুলোতে এই সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে।

৪) শ্রম দফতরের আধুনিকীকরণ এবং সর্ব ক্ষেত্রে এই দফতরের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের বিষয়ে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি, মানব সম্পদ পরিচালন ব্যবস্থা, নথিপত্র সন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচালন ব্যবস্থা, অভাব-অভিযোগ জানানোর বিষয়ে পরিচালন ব্যবস্থা, বিচারাধীন মামলা সন্ধানের ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থা-সহ একগুচ্ছ কার্যকলাপ যাতে একটি সুসংহত ই-গভর্ন্যান্স পরিষেবার আওতায় আনা যায়, সে ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এই দফতর। এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব রাজ্য অর্থ দফতরের বিবেচনাধীন রয়েছে। আশা করা যায়, চলতি আর্থিক বর্ষে ২০১১ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই পরিষেবা চালু হবে।

৫) বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাঁদের যাতে চাকরি পাওয়ার যোগ্য করে তোলা যায় অথবা তাঁদেরকে নিয়ে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়, সে ব্যাপারে বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি কেন্দ্র নামে একটি প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে শ্রম দফতর। সম্প্রতি একটি প্রস্তাব রাজ্য অর্থ দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে। আশা করা যায়, চলতি আর্থিক বর্ষে ২০১১ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই প্রকল্প কার্যকর হবে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য উদ্যোগ

রাজ্যে মোট ৬১টি পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে বিগত সরকারের আমলে বেশ কিছু দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এই সব শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ তাঁদের দেয় মাসিক ২০ টাকা হারে আদায় করা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে বাকি টাকা জমা দেওয়া হয়নি। নতুন সরকারের নীতি হলো সেইসব

দুর্নীতির অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে যাতে কোনওরকম দুর্নীতি না হয় তারজন্য কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে শ্রম দফতর। প্রভিডেন্ট ফান্ড বিষয়টি স্বচ্ছ এবং সরল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৬) বেকার যুবক-যুবতীদের আরও ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে 'এমপ্লয়মেন্ট থ্রু এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে শ্রম দফতর। এই প্রকল্পে চাকুরি প্রার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । প্রতিদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর ফলে দক্ষ কর্মী তৈরি হবে। চাকুরী প্রার্থী, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের মালিক, নিয়োগকারী সংস্থা প্রত্যেকেই এই প্রকল্পের সুফল পাবেন। প্রতিষ্ঠানের মালিক তথা নিয়োগকারী সংস্থাগুলো উচ্চমানের দক্ষ কর্মী পাবেন।

৭) কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রকে ঢেলে সাজাতে এবং আরও আধুনিক করতে উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। একদিকে যেমন অযোগ্য ব্যক্তিদের বাতিল করার লক্ষ্যে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে আবেদন প্রার্থীর যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, অন্যদিকে চাকরীপ্রার্থীদের যোগ্য করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কাঠামো তৈরি ও তার বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রকে।

৮) ইএসআই প্রকল্পের আওতায় মানিকতলা ইএসআই হাসপাতাল এবং বালটিকুড়ি মেডিক্যাল কলেজ, ইএসআই হাসপাতালে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা চালু করার কাজ জোর কদমে শুরু হয়েছে। আশা করা যায় চলতি আর্থিক বর্ষে ২০১১ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে। ইএসআই হাসপাতালগুলিতে কম্পিউটার চালিত পরিষেবা চালু করার পদক্ষেপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে যাঁদের বীমা রয়েছে তাঁদের বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি কার্ডও দেওয়া হয়েছে।

৯) কোচবিহার জেলাকে ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা-র আওতায় আনা হয়েছে। বীমাকারী ব্যক্তিদের নাম নথিভুক্তের কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত ১৪টি জেলা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা-র আওতাভুক্ত হয়েছে। দক্ষিণ ২৪পরগনা, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং এই তিন জেলাকে চলতি ২০১১-১২ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

১০) অসংগঠিত শ্রমিক ও ক্ষেতমজদুরদের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কৃষি ও কৃষি বিপণন

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

সবুজ বিপ্লবকে স্বর্ণ বিপ্লবে পরিণত করতে হবে। নতুন সরকার কৃষকদের হাতে তুলে দেবে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড। সম্প্রতি এ কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত সরকার ১১,৫৩৫ কোটি টাকা খরচ করলেও মাত্র ৫ শতাংশ কৃষকের হাতে ক্রেডিট কার্ড তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আগে এটি দেওয়া হত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। ফলে তৃণমূল স্তরে কৃষকদের হাতে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পৌঁছোত না। দুর্নীতি দূর করতে এবার কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কৃষকরা বিডিও অফিস মারফত পাবেন। একটাও কার্ড যাতে বাতিল না হয় সে কারণে নির্ধারিত ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রেও ব্লকগুলিতে সাহায্য করবেন আধিকারিকরা। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরা এক লপ্তে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। ঋণ বাবদ তাঁদের সুদ দিতে হবে ৭ শতাংশ হারে। তবে নির্ধারিত সময়ে ঋণ শোধ দিলে, প্রথমবার নেওয়া ঋণ বাবদ ছাড় পাওয়া যাবে ৩ শতাংশ হারে। ফলে কৃষকদের কার্যত পুরো ঋণ অর্থের উপর মাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। কৃষকদের স্বার্থে এই কিষাণ ক্রেডিট কার্ড রাজ্যে সবুজ বিপ্লবকে সার্থক করবে। আগে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ফর্ম পূরণের বিষয়ে কৃষকের অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই ফর্ম বাতিল হয়ে যেত। এবার কিভাবে ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে, তা দেখিয়ে দেবে ব্লকের কর্মীরা। পূরণ করা ফর্ম জমা পড়বে বিডিও অফিসে। এর পর হাতে হাতে কৃষকরা পেয়ে যাবেন ক্রেডিট কার্ড।

শস্য বিমা

রাজ্য সরকার চালু করল শস্য বিমা। কৃষকদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কারণে ফসল নষ্টের ক্ষেত্রে বিশেষ শস্য বিমার সুযোগ করে দেওয়া হবে। জমির পরিমাণ ও নষ্ট হওয়া ফসলের পরিমাণ বিবেচনা করে ব্যাঙ্ক ঠিক করবে বিমার অর্থের পরিমাণ। এই বিমার অর্থ প্রদান করবে কৃষি বিমা নিগম। বিমা শুরুর অর্থ অনেক সময়ই দিতে অসমর্থ হন চাষিরা। সে ক্ষেত্রে সে বিষয়েও তাঁদেরকে সাহায্য করবে রাজ্য সরকার। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ও শস্য বিমা আগামী দিনে রাজ্যের কৃষি বিপ্লবকে রুপান্তরিত করবে স্বর্ণ বিপ্লবে। কৃষক স্বার্থে শুরু হবে এক নতুন অধ্যায়।

কৃষক বন্ধু

রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ৫০ জন কৃষককে বার্ষিক ৪ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের নাম 'কৃষক বন্ধু'। প্রকল্প বাবদ খরচের অর্ধেক কেন্দ্র ও অর্ধেক দেবে রাজ্য সরকার।

প্রবীণ কৃষকদের পেনশন

রাজ্যের পেনশন প্রাপক প্রবীণ কৃষকদের সংখ্যা ছিল ৮,৮০৯ জন। নতুন সরকার এসে আরও ৭৫,২০৫ জনকে এই পেনশন প্রকল্পের আওতায় এনেছে। ফলে পেনশন প্রাপক প্রবীণ কৃষকের সংখ্যা এখন হলো ৮৪,০১৪ জন। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ৩৫,৬২৭ জন বাঁকুড়ার ১৩,২৪৩ জন এবং পুরুলিয়ার ২৬,৩৩৫ জন। এই পেনশনের টাকা ১ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরাসরি প্রবীণ কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা, বার্ধক্যভাতা প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা আরও প্রসারিত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আদিবাসীদের।

গ্রামীণ বাজার

কৃষকরা যাতে তাঁদের খেতের ফসল বিক্রি করে যথাযথ মূল্য পান তার জন্য গ্রামাঞ্চলের বিশেষ পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় তৈরি হবে একাধিক বাজার। সেখানে কৃষিজীবী মানুষ সহজেই তাঁদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে আসতে পারবেন। এ জন্য সমস্ত রকম সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কেন্দুপাতা

জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে যে সব আদিবাসী পরিবার বসবাস করেন তাঁদের অধিকাংশই জঙ্গল থেকে কেন্দুপাতা সংগ্রহ করে সেগুলো বিক্রি করে তাঁদের সংসার চালান। দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে যে, এইসব সহজ-সরল আদিবাসী মানুষরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে জঙ্গল থেকে কেন্দুপাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করতে এসে যথাযথ দাম পান না। তাঁদের ঠকিয়ে, ভুল বুঝিয়ে কেন্দু পাতার ব্যবসায় একদল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী লাভের টাকা নিয়ে যায়। এই অন্যায় আর করতে দেওয়া হবে না। সরকার কেন্দু পাতার দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করছে।

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব হবে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দফতরের গৃহীত উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, সেই সঙ্গে শস্য মিশ্রণের প্রসার ঘটিয়ে উচ্চতর ফলনশীলতা সুনিশ্চিত করা। একই সঙ্গে এমন শস্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া। যার ফলে জমির উর্বরাশক্তি থাকে তা রক্ষা করা যাতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পুষ্টিবর্ধক গুণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে কৃষি উৎপাদনশীলতা বর্তমানে একপ্রকার স্থবির অবস্থায় পৌঁছেছে। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারত সরকার দেশের পূর্বাঞ্চলকে বিবেচনা করছে দ্বিতীয় বৃহৎ খাদ্য উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসাবে। এই বিষয়ে জাতীয় স্তরে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। দেশের পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই অনুকূল হওয়ায় ভারত সরকার পূর্ব ভারতে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর অভিযান শুরু করেছে। এক্ষেত্রে ধান এবং গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভিনিবেশ করা হচ্ছে।

ফলে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন আর এটিই হল কৃষি এবং কৃষি বিপণন দফতরের প্রধান লক্ষ্য।

আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা যার প্রারম্ভ ২০১২ সালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান শস্যের উৎপাদনকে দ্বিগুণ করে তুলতে চাইছে। এই তিনটি হল ধান, গম এবং পাট। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং যথাযথ বিলিবন্দোবস্তের বা বন্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। এই বিষয়ে কতগুলি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের উপর মনোনিবেশ করা হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১) কৃষি দফতর এবং কৃষি আধিকারিকরা থাকবেন যাঁরা প্রসার এবং গবেষণার দায়িত্ব নির্বাহ করবেন।

২) কৃষকদের পরামর্শ দেবেন বিশেষজ্ঞরা, যাতে তাঁরা বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র পুষ্টিবর্ধক উপাদান ব্যবহার করেন এবং কীটনাশক ব্যবহারের বিষয়ে সংহত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাবা হয়েছে।

ক) জৈব সার এবং রসায়ণ মন্ত্রকের অধীনে যে জৈব সার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আছে তারা এই জৈব সার বিষয়ে ব্যবহারের নানা দিক বিষয়ের উল্লেখ করতে পারবেন। কী কী বিষয়ে সারের প্রাপ্তিযোগ্যতা রয়েছে যে বিষয়ও জানাতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য সফটওয়্যার নির্মাণ যাতে কার্যকরী এবং সময় উপযোগী ধারণা গড়ে তোলা যায়। এর মাধ্যমে সার ব্যবহারকারী জানতে পারবেন, কোন সারের কত দাম রাজ্যে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এবং সার ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

খ) সংহত কীটনাশক সংক্রান্ত ব্যবস্থা—উপরিউক্ত জৈবসার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে রাজ্য সরকার এ বিষয়টিও বিবেচনা করছেন যে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ও যাতে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা বা নজরদারী গড়ে তোলা যায়। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যাতে এই ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার যাতে সময়োপযোগী হয়, উন্নত হয় এবং সবদিক থেকে কার্যকরী হয়। যার দ্বারা কীটনাশক ব্যবহারকারীদের কীটনাশকের দাম, প্রাপ্তিযোগ্যতা এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে জানাও যায়। এই তথ্যভিত্তিগুলি এগ্রিমেন্টের সঙ্গে সংহত ভাবে যুক্ত করা হবে।

এই একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে পুষ্টিবর্ধক উপাদানগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

আবহাওয়া

রাজ্যের আবহাওয়া দফতর থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে কৃষকদের আবহাওয়া সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মিত পরামর্শ দেওয়া হবে, সেগুলি হল সূর্যালোক, তাপমাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতা। এগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে যে অদলবদল ঘটবে সে বিষয়েও কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা হবে। এ বিষয়ে সেচ দফতর, ডিভিসি, সিডব্লিউসি, আইএমডি প্রভৃতি সংস্থাগুলির কাছ থেকে তথ্য গৃহীত হবে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত ১৭৫টি বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হবে।

উন্নত বীজ বিষয়ক কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য তিনটি ফসলের প্রতি অভিনিবেশ করছে, সেগুলি হলো ধান, গম এবং আলু। পশ্চিমবঙ্গে বীজ প্রতিস্থাপন ব্যবস্থার হার অত্যন্ত খারাপ। মাত্র ২০ শতাংশ বীজ প্রতিস্থাপিত হয়। এর ফলে বীজের উৎপাদন ক্ষমতা এবং গুণগতমান হ্রাস পাচ্ছে। শস্যবীজের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মেই স্বাভাবিক একটি পরাগমিলনের প্রবণতা থাকে, এই বিষয়টির উপর বেশি ঝোঁক দিয়ে কৃষকরাও উন্নততর এবং ভিন্নভিন্ন প্রকৃতির প্রাপ্তবীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করতে হবে যে কৃষকরা যাতে বীজের পুণঃ নবিকরণ এবং প্রতিস্থাপনের বিষয়ে মনোযোগী হন এবং পরীক্ষিত ভিন্নতর বীজ যাতে ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সঙ্গে বড় আকারের বীজ স্তূপীকৃত করে খামার নির্মাণ করা যেতে পারে, যাতে এই

প্রতিবর্ত প্রক্রিয়ার ফল মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো যথেষ্ট পরিমাণে শস্যবীজ উৎপাদন এবং বীজের গুণগত মান এবং পরিমাণগত দিকের বৃদ্ধি সাধন। এই বিষয়ে প্রত্যেকটি শস্যের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা বিবেচনা করা হচ্ছে।

ধান— উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম এককভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যার ফলে একই সঙ্গে বীজের রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন করা যায় আর তার পাশপাশি এক একটি গ্রামে বীজ খামার গড়ে তোলা যায়। জেলা পিছু পাঁচটি বীজ খামার গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা বিবেচিত হচ্ছে। বীজ সরবরাহ করা হবে কৃষকদের মধ্যে মিনিকিট হিসাবে এবং পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ের বাণিজ্য-নীতি গৃহীত হবে। এই মর্মে ১৫৬৫.৮০ কোটি টাকা আরকেভিওয়াই এর অধীনে মঞ্জুর করা হয়েছে। এটি অনুমান করা যায় যে একবছর সময়সীমার মধ্যেই উপরিউক্ত লক্ষ্যের ২৫ শতাংশ পূরণ করা যাবে।

পাট— পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যশালী পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় চটকলগুলির মানোন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা মেটানোর জন্যও সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতিমধ্যে বন্ধ কানোরিয়া জুট মিল খোলার জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলেছে। উৎসবের মরশুমের আগে এই খবরে খুশির ছোঁয়া লেগেছে শ্রমিক মহলে।

সিআরআইজেএফ নামে কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অত্যন্ত উচ্চফলনশীল পাট বীজ উৎপাদন এবং তার প্রাপ্তিযোগ্যতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। একটি চার বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় ১৭.৬৯ কোটি টাকা আরকেওয়াইকে বরাদ্দ করা হয়েছে। পাট বীজের ক্ষেত্রে এই নীতির সার্বিক প্রয়োগ ঘটানোর জন্য ধানবীজ সংক্রান্ত নীতির প্রয়োজনীয় রদবদল করে রূপায়িত করার কথা বলা হয়েছে যার ফলে পাট বীজেরও নবীকরণ এবং প্রতিস্থাপন সম্ভব হবে। এক বছরের সময়সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে যার মধ্যে ২৫ শতাংশ পাট বীজ প্রতিস্থাপন করা যায় এবং এর সঙ্গে সমতা রেখে বাকি ৭৫ শতাংশ দ্বিতীয় বছরেই শেষ করা যায়।

আলু— এই রাজ্যে তৃতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শস্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ৮০০ কোটি টাকারও বেশি আলু বীজ রাজ্যের বাইরে থেকে আমাদের রাজ্যে চাষের জন্য আনার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, যাতে কি না অন্য রাজ্যের উপর গুণগত বীজ আমদানি করার ক্ষেত্রে এ রাজ্যের নির্ভরতা অতি দ্রুত কমিয়ে আনা যায়।

ক) বিশেষজ্ঞদের একটি দল গঠন করে পাঠানো হচ্ছে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে যারা খতিয়ে দেখবেন আলু এবং ক্ষুদ্র কন্দ জাতীয় শস্যফলন সেখানে সম্ভব কিনা।

খ) একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য রাজ্য সরকার টিস্যু কালচার বা কোষ বিদ্যা বিষয়ক বেশ কয়েকটি পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে চাইছেন।

গ) নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের এই বীজ খামারগুলির সঙ্গে বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যায় সেটি খতিয়ে দেখা হবে। এই মর্মে ২ বছরের সময়সীমা গৃহীত হয়েছে যাতে আলুচাষের বীজ প্রতিস্থাপন প্রকল্প কার্যকরী হয়।

সেচ অভিযান— বর্তমানে রাজ্যে বন্যার জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাটির দক্ষতাহীন প্রয়োগ নিয়েও বারবার আলোচিত হয়েছে এবং এর পরিণতিস্বরূপ বাতাসের আর্দ্রতায় ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরিবেশ প্রভাবিত হচ্ছে। আমাদের রাজ্য ধাপে ধাপে একটি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কার্যকরীভাবে রূপায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছে। তার সঙ্গে একটি সংহত জলবিভাজন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধনে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার একটি ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'জল ধরো জল ভরো' কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক হয়েছে। এমআইসি এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতরের মধ্যে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, একটি সামগ্রিক ও সংহত জল বিভাজন ব্যবস্থা করা হবে। খরা প্রতিরোধ বিষয়ক একটি নীতি নির্ধারক কর্মসূচিও গৃহীত হবে।

চাল, পাট ও সার নিয়ে এর আগে কোনও সরকারি পরিকল্পনা ছিল না। যার জন্য চাষিরা সঠিক দাম পেতেন না। নতুন সরকার এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে চাষিরা তাঁদের উৎপন্ন ফসলের সঠিক এবং ন্যায্য দাম পান।

মৎস্য দফতর

বর্তমানে এই দফতর শুধুই ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণেই কাজ করেছে তা নয়, জল সংক্রান্ত গবেষণা, সামুদ্রিক সম্পদের সন্ধান-গবেষণা এবং উপকূলে মাছ ধরার নতুন কায়দা কৌশল উদ্ভাবনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। বর্তমানে এই দফতর নিম্নোক্ত চারটি সংস্থা বা সংগঠনের সহযোগিতা পাচ্ছে।

১) মৎস্য ডিরেক্টরেট

২) রাজ্য মৎস্যচাষ উন্নয়ন নিগম (এসএফডিসি)

৩) পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য নিগম (ডব্লিউবিএফসি)

৪) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ধীবর সমবায় সমিতি (বেনফিস)

রাজ্য সরকার এবং তার সব আধিকারিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে টানা ১৭ বার 'জাতীয় পুরস্কার' জিততে সাহায্য করেছে! গত বছর পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য উৎপাদন হয়েছিল ১৪ লক্ষ ৪৩ হাজার মেট্রিকটন। এই রাজ্য গোটা দেশে মাছের চারারও ৬২ শতাংশ উৎপাদন করে। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে এই রাজ্য এক লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৩০টি মাছের চারা উৎপাদন করেছিল। মৎস্য উৎপাদন ছাড়াও ধীবরদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পও রাজ্য সরকার হাতে নিয়েছে। যেমন, ধীবরদের ঘর-বাড়ি নির্মাণ, বৃদ্ধ এবং কর্মক্ষমতাহীন ধীবরদের জন্য পেনশন প্রথা চালু করা, তাঁদের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ত্রাণের ব্যবস্থা, দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রভৃতি।

সেই সবক'টি প্রকল্পকেই মসৃণতর করা হয়েছে। ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার হাল ফেরানোর লক্ষ্যে সমুদ্র এবং উপকূল এলাকায় পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়ানোর ব্যাপারে বহুদিন ধরেই যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসা হচ্ছে। এইসব প্রকল্পগুলিতে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও মৎস্য চাষের এলাকা সম্প্রসারণ, মূলত এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। সূচনার পর থেকে গত অর্থবর্ষের শেষ পর্যন্ত জেলা এবং ব্লক স্তরে মোট দু'লক্ষ ৫৮ হাজার ধীবর/মৎস্যচাষীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবর্ষে দূর সঞ্চারী প্রযুক্তির মাধমে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি সুসংহত ডেটাবেস তৈরির প্রকল্প দফতর শুরু করেছিল। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে শেষ পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও শিলিগুড়ি মহকুমায় মৎস্যচাষের জন্য উপযোগী জলাশয়গুলিকে চিহ্নিত করার কাজ এবং মৎস্যচাষ সম্পর্কিত পরিকাঠামোর হাল ফেরানোর কাজ শেষ হয়েছে। জিআইএস প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজও এগিয়ে চলেছে। মৎস্যচাষ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেখা, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ করা এবং সংযোজন করার জন্য সর্বাধুনিক জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের দরুন যে বিপুল পরিমাণ তথ্যভান্ডার প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে তার সার্বিক নিরাপত্তা এবং যথাযথ সংরক্ষণের জন্য তথ্য প্রযুক্তিগত পরিচালন ব্যবস্থাকে ইতিমধ্যেই জোরদার করার পদক্ষেপ করা হয়েছে। নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল বানানোর প্রক্রিয়াও দফতর শুরু করে দিয়েছে। ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে যাতে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সব ক'টি জেলার সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে যোগাযোগ রেখে চলা যায়, তার জন্য নেটওয়ার্ক তৈরির ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। গত অর্থবর্ষে দফতর আরও আটটি জেলায় এই কাজ শুরু করেছে।

খ) নতুন সরকারের প্রথম আড়াই মাসে দফতরের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—

১) দফতরের হাতে থাকা জমি এবং দফতরের আওতায় থাকা সংস্থাগুলির যাবতীয় জমির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইতিমধ্যেই নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। এবং সেসব খতিয়ে দেখার জন্য ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দফতরের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

২) মৎস্যচাষের সহায়ক জলাশয়গুলিকে বেআইনীভাবে ভরাট করার বিরুদ্ধে যে ৭২টি অভিযোগ বিভিন্ন জেলা থেকে জমা পড়েছে, তার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষকে জরুরিভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনও অবিলম্বে ব্যবস্থা নিয়েছে।

৩) **বিভিন্ন জেলায় জমির মালিকদের জমির চরিত্র বদল সম্পর্কিত আপত্তিহীন শংসাপত্র (এনওসি) এবং নির্দেশ জারি করা হচ্ছে।**

আগামী দিনের কর্ম পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত—

ক) ২১২.৮৯ লক্ষ টাকা— সিঁথিতে মাছের চারা কেনা-বেচার বাজারের জন্য।

খ) ১৭৬.৭০ লক্ষ টাকা— বাঁকুড়া জেলার রামসাগর বাসস্ট্যান্ড থেকে মৌচোরা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

গ) ১.৫০ লক্ষ টাকা— জলাভূমি দিবস পালনের জন্য।

ঘ) ২৫.৬৯ লক্ষ টাকা—পেতুয়াঘাট থেকে জুনপুট পর্যন্ত চালু রাস্তার উন্নয়নের জন্য।

ঙ) ৯৬.৭১ লক্ষ টাকা— কাকদ্বীপে জেটির সম্প্রসারণ।

চ) ২২.৭৫ লক্ষ টাকা— এসএফডিসি-র সঙ্গে মৎস্য গবেষণার খরচে সরকারি অংশীদারিত্ব

ছ) ৬৮.৬০ লক্ষ টাকা— দাদনপাত্রবার থেকে সৌলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

জ) ১৮৯.৫৮ লক্ষ টাকা— দাদনপাত্রবার খালের নাব্যতা বৃদ্ধি

ঝ) ২৪৫.২৯ লক্ষ টাকা— পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটের নাব্যতা বৃদ্ধি

ঞ) ৩০৬.১৮ লক্ষ টাকা— নদীয়ার আমদহ বিলের উন্নয়ন খাতে

ট) ৫০০.০০ লক্ষ টাকা— পেতুয়াঘাটে মৎস্যবন্দর নির্মাণ

ঠ) ৫৬.০০ লক্ষ টাকা— মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে ডেটাবেস ও জিআইএস প্রযুক্তি শক্তিশালী করার জন্য

ড) ৩.৬৫ লক্ষ টাকা— দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকার প্রকল্প রূপায়ণে

ঢ) ১৩.৬৪ লক্ষ টাকা— ব্লক স্তরে সচেতনতা অভিযান

ন) ২৪.৫৩ কোটি টাকা— নদীয়ার পালদা বিলের সংস্কার

৫) মৎস্য ডিরেক্টরেটের নেতৃত্বে উপকূলবর্তী এলাকাগুলির নিরাপত্তা রক্ষার্থে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেই কাজ চলছে জোর কদমে।

গ) আগামী পাঁচ বছরে দফতরের লক্ষ্য—

১) ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

২) রাজ্যের সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা উন্নততর করা

৩) ১৭ লক্ষ মেট্রিকটন মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোনো।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন

ছোট ফুড পার্ক

রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির মধ্যে বিপুল অংশই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প। এই কারণেই দফতর প্রস্তাব করেছে, প্রতি জেলায় এক থেকে তিনটি স্থানে ছোট ফুড পার্ক গড়ে তোলা হোক। একটি জেলায় এরকম কতগুলি ফুড পার্ক গঠিত হবে, তা নির্ভর করবে ওই জেলায় এ ধরনের শিল্প গড়ে ওঠার কতটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ছোট ফুড পার্কগুলিতে নিজ বাসগৃহের শিল্পদ্যোগ, কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে পুঞ্জিভুত করা হবে। এটা না করা হলে এই শিল্পগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠত বা প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা ও পরিকাঠামোর অভাব একেবারেই গড়ে উঠত না। ছোট ফুড পার্কগুলির কয়েকটিতে একই ধরনের শিল্পকে বিকশিত হতে দেওয়া যেতে পারে। এতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ক্লাস্টার গঠনের দিকে যাওয়া যাবে।

প্যাকেজিং বিকাশ কেন্দ্র

রাজ্যে একটি প্যাকেজিং বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। কেন্দ্রটি প্যাকেজিং বিষয়ে গবেষণা ও বিকাশের কাজ করবে। তা ছাড়াও শিল্পগুলিকে তাদের পণ্যের পক্ষে উপযুক্ত প্যাকেজিং ব্যবহারের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হবে, প্যাকেজিং সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করবে।

জেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র

এই কেন্দ্রগুলিতে বেশ কয়েকটি সুবিধা এক সঙ্গে থাকবে। থাকবে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার, উদ্যোগপতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো ইনস্টিটিউট, যাতে স্বল্প সময়ের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা স্তরের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। তাছাড়া প্যাক হাউস, প্যাকেজিং সেন্টার, বৃহত প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগ, যেখানে ইটিপি ও অন্যান্য সুবিধা থাকবে। থাকবে প্রশাসনিক ভবন ও বিক্রয়কেন্দ্র।

ই-গভর্ন্যান্স

রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের পুরোটাকে ই-গভর্ন্যান্সের আওতায় আনা হবে।

উদ্যান পালন বিদ্যা

উদ্যানপালন বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতি জেলায় বিস্তৃত সমীক্ষা চালান হবে। এই সমীক্ষায় উদ্যানজাত ফসল, চাষের কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, ঐসব ফসল কীভাবে ব্যবহৃত হয়, বাজারের বর্তমান অবস্থা কী, ফসল ফলার পরে রাজ্যে তা রাখার কী পরিকাঠামো রাজ্যে আছে, সে সব বিষয়ে সমীক্ষা চালানো হবে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত সমীক্ষা

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পগুলির ব্যাপারে জেলা ভিত্তিক বিস্তারিত সমীক্ষা চালানো হবে। এসব শিল্পের বাজার ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কেও এই সমীক্ষা হবে।

মল্লিকঘাট ফুল বাজার প্রকল্প

কয়েকটি বিতর্কের সামনে পড়ে এই প্রকল্পটির অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিতর্কগুলির অন্যতম হল, বাজারটির দৈনন্দিন পরিচালনার ব্যাপারে গঠিত সংস্থা মল্লিকঘাট ফুল বাজার পরিচালন সমিতির প্রশাসনিক ব্যাপার সংক্রান্ত বিতর্ক। ওই সমিতির পরিচালন কমিটির কার্যকাল শেষ হয়েছে এবং একটি নতুন পরিচালন কমিটি গঠনের প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০১১ সালের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিকাশ কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএসএফপি এবং এইচডিসিএল) এই বাজারটির পরিচালন ব্যবস্থা অধিগ্রহণ করেছে।

গামা ইরেডিয়েশন প্রকল্প

এই প্রকল্পটির ব্যাপারে ৫৭০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত প্রস্তাব পেশ করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যাতে প্রকল্পটি শেষ করা যায়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পসমূহ ও উদ্যানপালন

নদীয়ার আয়েশপুর টিস্যু কালচার পরীক্ষাগার

এটি একটি এএসআইডিই-এর অধীন চালু প্রকল্প, যার প্রকল্পমূল্য ৪১৭.৫৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করছে বেঙ্গল ইন ভিট্রো ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড।

অতি বৃহৎ খাদ্য পার্ক

সারা দেশে যে দশটি অতি বৃহৎ খাদ্য পার্ক স্থাপিত হবে, তার মধ্যে একটি গড়ে উঠবে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে। প্রকল্পটি গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিকাশ কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএসএফপি এবং এইচডিসিএল)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশে একটি এস পি ভি কোম্পানি, জঙ্গীপুর বেঙ্গল মেগা ফুড পার্ক লিমিটেড গড়ে তোলা হয়েছে। কোম্পানিটিতে এই দফতরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিকাশ কর্পোরেশন লিমিটেডের ১১ শতাংশ ইক্যুইটি অংশীদারিত্ব রয়েছে। অনুমোদিত ৯৪.১১ একর জমির মধ্যে ৮১.৫৫ একর জমি এ পর্যন্ত অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বাকি জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চালু আছে।

পরবর্তী ছয় মাসে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হবে—

- প্রকল্পটি অতিরিক্ত এলাকা যোগ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- ১৩ কিলো ভোল্ট বিদ্যুৎ সাব স্টেশন স্থাপনের উদ্দেশে ডব্লিউবিএসিডিসিএল-এর কাজ তরান্বিত করা হবে।
- ভাগীরথী নদী থেকে প্রকল্পস্থলে পাইপবাহিত জল নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও কত অর্থ প্রয়োজন, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবে জলসম্পদ দফতর।
- প্রাইমারি প্রসেসিং সেন্টার ও কালেকশন সেন্টরগুলি থেকে জমি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মালদহ ফুড পার্ক

মালদহ ফুড পার্কে চারজন উদ্যোগপতির সঙ্গে লিজ চুক্তি সম্পাদন করেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। অন্য যে সব উদ্যোগপতি এই ফুড পার্কে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জমির পুরো অর্থ দিয়ে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে লিজ চুক্তি দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যাপারে ওই দফতরই উদ্যোগ নেবে।

নতুন প্রকল্প

- **তালডাংরা উদ্যানপালন ফার্মের পরিকাঠামো উন্নয়ন**—

প্রকল্প মূল্য ৩১২.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি আরআইডিএফ-১৬-এর অধীন। বাস্তবায়িত করবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিকাশ কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএসএফপি এবং এইচডিসিএল)।

- **জলপাইগুড়ি জেলার মোহিতনগর উদ্যানপালন ফার্মের পরিকাঠামো উন্নয়ন**—

প্রকল্পমূল্য ৩৮২.৭২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি আরআইডিএফ-১৬-এর অধীন। বাস্তবায়িত করবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিকাশ কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএসএফপি এবং এইচডিসিএল)।

- **আয়েশপুরে উদ্যানপালন ফার্মের পরিকাঠামো উন্নয়ন**—

প্রকল্পমূল্য ৩১২.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি আরআইডিএফ-১৬-এর অধীন। বাস্তবায়িত করবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিকাশ কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএসএফপি এবং এইচডিসিএল)।

- **বড়জোড়ার বীজ পরীক্ষাগার—**

প্রকল্পমূল্য ১৫৯.৯৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি আরআইডিএফ-১৬-এর অধীন। বাস্তবায়িত করবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিকাশ কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএসএফপি এবং এইচডিসিএল)।

- **মালদহ ফুড পার্কে অ্যাসেপটিক পাল্প প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং প্ল্যান্ট**—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতর ও ভারত সরকারের টেকনোলজি ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ফোরকাস্টিং অ্যাসেসমেন্ট কাউন্সিল (টিআইএফএসি) যৌথভাবে মালদহ ফুড পার্কে অ্যাসেপটিক পাল্প প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং প্লান্ট স্থাপন করার প্রকল্পে গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে আম, লিচু, আনারস, পেয়ারা, টমাটো প্রভৃতি প্রক্রিয়াকরণ করে প্রধানত পাল্প, জুস ও স্লাইস উৎপাদন করা হবে। এইসব উৎপন্ন সামগ্রীর শেল্ফ লাইফ ৫৪৭ দিন এবং এতে কোনও রাসায়নিক সংরক্ষণকারী বা ঠাণ্ডাঘর

ব্যবহার করা হবে না। প্রকল্পটির প্রকল্পমূল্য ৯২০.২৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটিতে অর্থ প্রদান করে অংশ নেবে টিআইএফএসি, এপিইডিএ এবং আরেকটি ব্যাবসা অংশীদার, যেটি একটি পাবলিক সেক্টর ইউনিট বা একটি প্রাইভেট সেক্টর ইউনিট হতে পারে। পাল্প তৈরির ক্ষমতা ধরা হয়েছে ৫ মেট্রিক টন প্রতি ঘণ্টায়। লক্ষ্ণৌয়ের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর সাবট্রপিক্যাল হর্টিকালচার প্রকল্পটিতে নলেজ পার্টনার হিসাবে অংশ নিচ্ছে। ব্যবসায়িক অংশীদার খোঁজার কাজ চলছে।

খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের পদক্ষেপ

১) **'জঙ্গলমহল' অঞ্চলের তিনজেলার জন্য** — আরও বেশি পরিবারকে গণবন্টন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আয়ের উপর ভিত্তি করে পরিবারগুলিকে চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে।

২) **জঙ্গলমহল এলাকায়(২৩ টি ব্লকে)**— গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য যাতে আরও দ্রুত জঙ্গলমহলবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তারজন্য রেশন ডিলারের পাশাপাশি অতিরিক্ত কেন্দ্র বা 'আউটলেট' খোলা হয়েছে।

৩) **পার্বত্য অঞ্চলের জন্য গনবন্টন ব্যবস্থা**— দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকার জন্য অতিরিক্ত চাল ও আটা সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৪) **ঘরে ঘরে সরবরাহ**— খাদ্যশস্যের অপচয় ও বেআইনী হস্তান্তর রুখতে এবার ঘরে ঘরে পৌঁছে সরবরাহ করার উপর জোর দেওয়া হলো। কমপক্ষে জেলার ৫০ শতাংশ ডিস্ট্রিবিউটররা খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেবেন।

৫) **তদারকি ও নজরদারি কমিটি**—গণবন্টন ব্যবস্থার উপর কড়া নজরদারি চালাতে একটি নতুন মনিটারিং অ্যান্ড ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। কয়েকটি জেলার জেলাস্তরে এবং মহকুমা স্তরে এই বিষয় নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে।

৬) **সেন্ট্রাল স্কোয়াড গঠন**—গণবন্টন ব্যবস্থার অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য পাঁচটি স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে। এই টিমের সদস্যরা খাদ্য দফতরের অফিস, বিভিন্ন গুদাম, খাদ্য সরবরাহকারীদের উপর আচমকা পরিদর্শন করবে।

৭) **ভুয়ো কার্ড বাজেয়াপ্তকরণ**—ভুয়ো রেশন কার্ড বায়েজাপ্ত করতে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করার জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। পাশপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই খাদ্যদফতরের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। গত দু'মাসে প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ভুয়ো রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এবং এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

৮) **জন-অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র**—জনগণের অভাব অভিযোগ নেওয়ার জন্য একটি কমিটি (পাবলিক গ্রিভ্যান্স সেল) পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হয়েছে। আরও আধিকারিক এবং সদস্যদের এই কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে।

৯) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিগম প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিকটন পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

১০) **গণবন্টন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো**— ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেশন কার্ড, রেশন কার্ডগুলির তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বিশেষ তথ্যভাণ্ডার এবং ছবিসম্বলিত রেশন কার্ড—এইসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পদক্ষেপ করা শুরু হয়েছে।

১১) খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের ওয়েবসাইটটি ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই এটি চালু হবে।

১২) জেলা পরিচালন আধিকারিক এবং মহকুমা পরিচালন আধিকারিদের নতুন দফতর তৈরি করা অথবা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হবে।

১৩) **গুদামজাতকরণ**— দু' থেকে তিন বছরের মধ্যে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ মেট্রিকটন পণ্যদ্রব্য মজুত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত আইন

- সামগ্রিক ব্যয় হয়েছে : ৩৫২.৭৯ কোটি টাকা
- মোট শ্রমদিবস সৃষ্টি করা গেছে : ১৫৯.৩০ লক্ষ
- মোট যত সংখ্যক পরিবারকে কাজ দেওয়া হয়েছে : ৭.৬৭ লক্ষ
- প্রত্যেক পরিবার পিছু শ্রমদিবস সৃষ্টি করা গেছে : ১৬

ইন্দিরা আবাস যোজনা

- বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা— গৃহের সংখ্যা ১,৯৯,১৭৬। এর মধ্যে ৮৭,৪৬৬ বাড়ি ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়েছে। অর্থাৎ জুলাই ২০১১ অবধি মোট বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৪৩.৯১ শতাংশ পূরণ করা গেছে।
- মোট বার্ষিক ব্যয় ৮০৮.৮৩১৭ কোটি। ২৯.৫৫৭৮ কোটি ইতিমধ্যেই খরচ করা হয়েছে। অর্থাৎ বার্ষিক অনুদানের ৩৬.৭৯ শতাংশ।
- রাজ্য সরকারের ব্যয় করার যে আর্থিক দায়িত্ব তার মধ্যে ৬০.১১৯৬৩ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ১৫টি জেলায় প্রদত্ত হয়েছে।
- জুলাই ২০১১ অবধি ৬৭.০১৯ সংখ্যক বাড়ি ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ বার্ষিক লক্ষ্যের ৩৩.৬৫ শতাংশ। ২০১১-১২ সালের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ১,৯৯,১৭৬টি বাড়ি ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়েছে।

অনুন্নত অঞ্চল অনুদান তহবিল

- প্রথম কিস্তির প্রস্তাব হিসাবে ২০১১-১২ সালের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের অধীনস্ত ১০টি জেলার কেন্দ্রগুলিতে পাঠানো হয়েছে।
- অনুন্নত অঞ্চল অনুদান তহবিলে আওতাভুক্ত ১১টি জেলার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ৩০৫৪.২৯ লক্ষ টাকা।

সামগ্রিক পয়ঃপ্রণালি প্রকল্প

- ইতিমধ্যেই ৬৫,৭১৪ সংখ্যক বাড়িতে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে।
- ইতিমধ্যেই ৩,৪০০ বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে।
- ইতিমধ্যেই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য ১,৪৪৬টি শৌচাগার নির্মিত হয়েছে।

নীতিনির্ধারক বিষয়

- ইতিমধ্যেই এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, একটি পঞ্চায়েত পরিষেবামূলক কমিশন গঠিত হবে। যার মাধ্যমে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে কমিশনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।
- একটি পরিদর্শক দল গঠন করা হয়েছে। যাঁদের প্রধান কাজ হবে যে সমস্ত অভিযোগ জমা পড়ছে সেগুলি খতিয়ে দেখা।
- পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির শূন্য আসনে উপনির্বাচন সংগঠিত করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতস্তর অবধি দার্জিলিং জেলায় নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে প্রশিক্ষণ

- নব পর্যায়ে নিযুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।
- বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তাপ্রাপ্ত একটি প্রকল্প ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যে প্রকল্পের আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল

- বিগত ৬০ দিনে ৬০ কোটি টাকা এই তহবিল থেকে ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে।

তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশন

- গত ৬০ দিনে ইতিমধ্যেই এই কমিশনের আওতায় ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিবৃদ্ধি প্রকল্প (বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তাপ্রাপ্ত)

- গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে এক হাজারটি নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাহায্য-সমর্থন।
- যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ব্লকস্তরে অনুদান পাওয়ার জন্য উপযুক্ত, সেই পঞ্চায়েতগুলিকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে।

গোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উদ্যোগ

- বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ৯৫১টি হোমিওপ্যাথিক, ১৭৫টি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করছে। এবং চারটি করে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা শিবির কার্যকর ভূমিকা নিতে পারছে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়।
- ১,০৯৯টি গ্রামে স্বাস্থ্য এবং শৌচাগার নির্মাণ সংক্রান্ত কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে।
- ১,৪৬৮টি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিবেশ

হাওড়ার ডুমুরজলা পরিদর্শন

কার্যভার গ্রহণ করেই গত ১৯ মে, ২০১১ রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী ঘুরে দেখতে যান হাওড়ার ডুমুরজলা স্পোর্টস কমপ্লেক্স। দেখা যায়, এই কমপ্লেক্সটি বিভিন্ন জায়গায় বর্জ্য স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই মন্ত্রী এই কমপ্লেক্সটি অবিলম্বে পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন এবং বর্জ্যসামগ্রী সরিয়ে নিতে বলেন।

রবীন্দ্র সরোবর

কলকাতার গর্ব রবীন্দ্র সরোবর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জলসম্পদ যেভাবে বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যাবার আতঙ্কে ভুগছে, রবীন্দ্র সরোবরের জলসম্পদও তার বাইরে নয়। ২০ মে, ২০১১ বিভাগীয় মন্ত্রী রবীন্দ্র সরোবর পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সরোবরের জলদূষণ যাতে বন্ধ করা যায় এবং সরোবর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় তার নির্দেশ দেন।

হাওড়া এবং হুগলির জলাজমি -জলাভূমি-জলাশয়

মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ হাওড়া এবং হুগলির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য জলাশয় ঘুরে দেখেন এবং নির্দেশ দেন,

১) এইসব জলাশয়-জলাভূমিতে স্থানীয় পুর-কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোনওরকম বর্জ্য ফেলা অবিলম্বে বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। পুর প্রশাসনকে তাদের বর্জ্য এবং জঞ্জাল ফেলার সমস্যা নিজস্ব ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি করে সামাল দিতে হবে। তিন মাসের মধ্যে এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

২) জলাশয়-জলাভূমিতে যাতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ জাতীয় আবর্জনা ফেলা না হয় তার জন্য জনসচেতনতা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হবে পুর কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ম ভাঙলে ফাইন নেবার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩) কঠিন বর্জ্য ফেলার ক্ষেত্রে জলাশয়-জলাভূমিকে ব্যবহার করা যাবে না।

বৃক্ষরোপণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দফতর এবং পশিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে যৌথভাবে রাজ্য বন দফতর অরণ্য সপ্তাহ পালন করেছে ১৬ জুলাই ২০১১ থেকে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল বৃক্ষরোপণ। কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এসএসকেএম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

দূষণ সৃষ্টিকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

গত এক বছরে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে পরিবেশ এবং দূষণ আইন ভঙ্গকারী বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেয়।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলি থেকে দূষণ ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগ এবং সত্যতা দীর্ঘদিনের। পরিবেশমন্ত্রী এই সব দূষণ সৃষ্টিকারী কারখানার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাবেন বলে স্থির হয়েছে।

বায়োমেডিকেল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৮৬-র অন্তর্গত ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের ১৯৯৮ সালের নোটিফিকেশন অনুযায়ী বায়োমেডিকেল বর্জ্য (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডেলিং) বিধি পরিবেশ রক্ষার একটি অন্যতম রক্ষাকবচ। যা পরবর্তীকালে ২০০২ সালে দু-বার সংশোধিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালের এই বিধি এবং তার সংশোধনী অনুসারে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। এর মধ্যে আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং তার পরিচালন ব্যবস্থা, বায়োমেডিকেল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রতি বছর ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবস্থা, তার পরিচালন ব্যবস্থা এবং বায়োমেডিকেল বর্জ্য সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন ঠিকমতো মানা হচ্ছে না তা নিয়ে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে।

কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস ও কয়লাখনির মিথেন গ্যাসকে পরিবেশ দূষণ কমাতে গণ পরিবহণে ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোগ

কলকাতা শহরের বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হল যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শহরের অটোরিক্সাগুলিকে এলপিজি-চালিত যানে পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু পরিবহণ সম্পর্কযুক্ত যানবাহনগুলি থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জ্বালানি পরিবর্তন আবশ্যিক। পরিবর্তিত এই জ্বালানিকে বলা হয় ক্লিন ফুয়েল। সিএনজি বা সিবিএম হল এই ধরনের জ্বালানি যা পেট্রোল-ডিজেলের বিকল্প। গত ১৯ জুলাই, ২০১১ এই সংক্রান্ত এক বৈঠকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে কলকাতায় সিএনজি বা সিভিএন যাতে সহজে পাওয়া যায় তার জন্য কী কী করণীয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরের দিন ২০ জুলাই, ২০১১ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তাদের সঙ্গে গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গকে পর্যাপ্ত সিএনজি এবং সিবিএম দিতে গেইল প্রস্তুত আছে বলেও জানানো হয়।

ফ্লাই অ্যাশের ব্যবহার

জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহারকারী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে উৎপন্ন ফ্লাই অ্যাশ সম্পর্কে ১৯৯৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়। পরে ওই নোটিফিকেশন বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করে ফ্লাই অ্যাশের শুভ ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়। নোটিফিকেশনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ সুরক্ষা, ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতলের মাটি সংরক্ষণ, জমিতে ফ্লাইঅ্যাশ জমা করে রাখার জন্য দূষণ ঠেকানো প্রভৃতি। এই ফ্লাই অ্যাশকে ইমারতি সামগ্রী হিসেবে সদর্থক ব্যবহারের কথাও ভাবা হয়।

পরিবেশবান্ধব পর্যটন

পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র এগুলির প্রয়োজনীয়তা এবং সংরক্ষণের বিষয়ে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে তুলতে তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা এবং তার আশেপাশের এলাকাগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গিয়ে তাদের পরিবেশ সম্পর্কে পরিচিতি ঘটানোর চেষ্টা করা হবে।

পরিবেশ দফতরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

- **জল-স্থল-আকাশ**— শব্দদূষণের মাত্রা কমানোর লক্ষ্যে ২০১১ সালের মে মাস থেকে রাজ্য পরিবেশ দফতর নিম্নলিখিত পদক্ষেপ করেছে।
- বিগত জমানায় যা ছিল না, রাজ্য পরিবেশ দফতর এবার তা চালু করেছে। দফতরের কাজকর্ম এখন শুধুই মহাকরণে আবদ্ধ থাকছে না। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ নেওয়ার মাধ্যমে দফতর যে এবার সরাসরি আমজনতার কাছে পৌঁছোতে চাইছে, সেই ধারণা ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। কলকাতা ও রাজ্যের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলি আশপাশের এলাকায় পরিবেশের বিষয়টি দেখার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি নিয়েও পরিবেশ দফতর বিভিন্ন পরিকল্পনা নিতে শুরু করেছে। বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও উত্তরবঙ্গের সৌন্দর্যায়ণের ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের সচিবালয়ের সঙ্গে দফতরের যৌথভাবে কাজে নামার পরিকল্পনা রয়েছে। দীঘা ও সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকার পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও দফতরের চিন্তা-ভাবনায় রয়েছে।
- মোবাইল ফোনের টাওয়ার থেকে তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণজনিত সমস্যা মেটাতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিউট অফ টেকনোলজির (আইআইটি) খড়গপুর ও মুম্বই শাখার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এক সপ্তাহের মধ্যেই কমিটি এ ব্যাপারে একটি গাইডলাইন তৈরি করে দেবে।
- খরাপ্রবণ জেলা ও কিছু শুখা এলাকায় পর্যাপ্ত জলের অভাব মেটাতে সরকার বৃষ্টির জল সংগ্রহ-সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষি-অনুকূল আবহাওয়ার বিভিন্ন এলাকার জন্য কার্যকরী বিভিন্ন ধরনের মডেল বানিয়েছে ইনটিস্টিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। সরকারি উদ্যোগে সেই সব মডেলের ব্যবহারও শুরু হয়েছে। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটির নির্দেশ অনুযায়ী পর্যাপ্ত বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ২০ হাজার বর্গমিটারেরও বেশি এলাকাজুড়ে কয়েকটি ভবন নির্মান জরুরি হয়ে পড়েছে। ।

আগামী পরিকল্পনা

নিয়মিত কাজকর্ম ছাড়াও, পরিবেশ দফতরের বেশ কয়েকটি প্রকল্প নির্দিষ্ট রয়েছে আগামী তিন মাসের জন্য।

পরিবেশবান্ধব পর্যটন : স্কুল ছাত্রদের জন্য এই প্রকল্প। ছাত্রছাত্রীদের বাসে করে নিয়ে যাওয়া হবে আদর্শ পরিবেশের বেশ কয়েকটি জায়গায়। তাদের সঙ্গে গাইড থাকবে। প্রকৃতি-পরিবেশকে চেনা-জানা ও প্রকৃতির প্রতি ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই ধরনের ভ্রমণের আয়োজন করা হবে।

সিএনজি চালিত বাস : শহরে যানবাহনজনিত দূষণের মাত্রা কমাতে কোল বেড মিথেন (সিএনজি-র মতো দূষণহীন জ্বালানি দিয়ে চালানো বেশ কিছু বাস শহরে চলাচল করতে শুরু করবে।

বর্জ্যের থেকে শক্তি : নাগরিক কঠিন বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য যে প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, তার উপর সবিস্তার রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে। কীভাবে কঠিন বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা শীঘ্রই কয়েকটি বাছাই করা এলাকায় হাতে-কলমে করে দেখানো হবে।

পরিবেশ-স্বেচ্ছাসেবক : সুস্থ পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের কাজে লাগানো হবে। তারাই হয়ে উঠবে পরিবেশ-স্বেচ্ছাসেবক।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলির দূষণ নিয়ন্ত্রণ : দূষণের মাত্রা কমাতে কয়লার পরিবর্তে কয়েকটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা জ্বালানি হিসাবে যাতে কোলবেড মিথেন ব্যবহার করে, তার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

মূর্তি নির্মানে অবিষাক্ত রঙের ব্যবহার : আসন্ন শারদোৎসবে মূর্তিতে অবিষাক্ত রং ব্যবহারের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার কাজ চলছে।

জিএম শস্য-সংক্রান্ত রিপোর্ট : জিএম শস্য-সংক্রান্ত সব কটি দিক খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। আগামী দু মাসের মধ্যেই কমিটি রিপোর্ট দেবে।

সমুদ্র গবেষণা প্রকল্প : এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

কলকাতা ও অন্যত্র অত্যন্ত দূষিত এলাকাগুলিতে দূষণ পরিমাপক

শহরের কয়েকটি বাছাই করা জায়গায় এসপিএম, আরপিএম, বিভিন্ন নাইট্রেট অক্সাইড এবং সালফার ডাই অক্সাইড জনিত দূষণ সারাদিন ধরে মাপা হবে আর তা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আমজনতাকে দেখানো ও জানানো হবে।

জনশিক্ষা প্রসার

➢ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া এই ৯টি জেলায় সাক্ষর ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত ৩০ হাজার শিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

➢ ২০ আগস্ট, ২০১১ পর্যন্ত সাক্ষর ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

➢ হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান এবং শিলিগুড়ি মহকুমা অঞ্চল প্রভৃতি এলাকা যা সাক্ষর ভারত প্রকল্পের এলাকা বহির্ভূত, সেখানে রাজ্য সরকারি উদ্যোগে সাক্ষরতা প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রাথমিক পর্বে শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ, স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক সংগ্রহ, শিক্ষা কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন এবং শিক্ষাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দান প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

➢ প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের দুটি বিদ্যালয়কে পুরস্কার দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে জেলাস্তরের আধিকারিক নিয়োগ, বিভিন্ন রিপোর্ট সংগ্রহ, প্রশাসনিক এবং অর্থ দফতরের অনুমোদন লাভ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

➢ জনশিক্ষা এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের অধীন সমাজ কল্যাণ দফতরের হোমগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই লক্ষ্যে অনুমোদন দানের আগেই হোমগুলির পরিচালন পরিকাঠামো, পরিচালন পদ্ধতি, কর্মীসংখ্যা, আবাসিকদের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

➢ দুটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং দুটি সমাজ কল্যাণ হোমের পরিকাঠামো, মেরামতি প্রভৃতির জন্য অনুদান অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সংস্থাগুলির সম্পর্কে অক্টোবর ২০১১-র মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব আদায় করে সেটি সরকারি নিয়ম মেনে অর্থ দফতরের কাছে অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হবে।

➢ ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সমাজ কল্যাণ দফতরের অধীন যে সমস্ত হোম এবং বিশেষ কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী যারা ২০১১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

➢ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচি পালন উপলক্ষে প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার চালাতে জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জেলায় জেলায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

➢ চলতি আর্থিক বছরের ব্যয়বরাদ্দের ন্যূনতম ১ কোটি টাকা এই কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৮৫ লক্ষ টাকা (৭০ লক্ষ টাকা আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন পুরস্কার জ্ঞাপন অনুষ্ঠান) সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপনসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান সূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার

➢ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সরকারি এবং সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার পরিষেবা বজায় রাখা এবং তার মানোন্নোয়নের পাশাপাশি সেগুলিকে আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, মেরামতি, শ্রীবৃদ্ধি, নতুন বই এবং আসবাবপত্র কেনার জন্য ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। অর্থ দফতর থেকে অনুমোদন এবং পূর্ত দফতরের সহযোগিতায় এই কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চলছে।

➢ সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রায় ৪৫টি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে জেলায় জেলায় ৯টি সরকারি গ্রন্থাগার ছাড়াও রয়েছে একাধিক সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারও।

➢ চলতি সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে একটি অভিন্ন কম্পিউটার নেটওয়ার্কের অধীনে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে।

➢ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা চালু করে জেলাস্তর পর্যন্ত ২৬টি গ্রন্থাগারকে ইতিমধ্যেই এর আওতার্ভুক্ত করার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় কাজ করার জন্য দক্ষ করে তুলতে শহর এবং মহকুমাস্তরে যে সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি রয়েছে তার মধ্যে ১৭০ জন গ্রন্থাগারিককে ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে।

➢ গ্রন্থাগারগুলিকে এই কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার অধীনে আনার কাজ করছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBEIDC)। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যে তারা এগিয়ে চলেছে।

সমবায়

আমাদের রাজ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির এক বিশাল বিস্তৃতি রয়েছে। সমবায় দফতরের অধীনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য গঠিত ২১,২২১টি নিবন্ধীকৃত সমবায় রয়েছে। এইসব সমবায়গুলি কাজের বিপুল বিভিন্নতা আছে। জনগণের যে প্রান্তিক অংশ তথাকথিত উচ্চবর্গের উন্নয়নের আওতায় বাইরেই থেকে যায়, তাদের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়ে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাবার ব্যাপারে এই সমবায় সমিতিগুলি অনেক কিছু করার সক্ষমতা রয়েছে। বর্তমান সরকার এই ক্ষেত্রে অর্থের যোগান বাড়ানো এবং সুসমন্বিত কাজ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দুটি ধারা আছে, একটি হল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং অপরটি হল সমবায় সংস্থাগুলি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে সমবার ব্যবস্থার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ, দরিদ্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের নিজস্ব ব্যবস্থা কেবল সমবায় সংস্থাগুলিরই আছে। ফলে সমবায় ক্ষেত্রের কার্যাবলী ও সাফল্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষের পরিকল্পনায় এই ক্ষেত্রে ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৬.২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১,১০,৫০,৬৫৮ টাকা ইতিমধ্যেই ৫টি মহিলা সমবায়, ১টি পিএএমএস এবং ১টি সিএআরডি ব্যাঙ্কের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সমবায় ক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য এই সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তর বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সরকার সমস্ত কৃষক পরিবারকে সমবায় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, যাতে কৃষকদের আরও বড় অংশকে শস্য ঋণ দেওয়া যায়, এমনকী গ্রামীণ জনগণের অত্যন্ত দরিদ্র ও ভূমিহীন অংশকে, বিশেষ করে মহিলাদের ঋণ দেওয়া যায়। সমবায় ক্ষেত্রে সদস্য সংগ্রহের বিশেষ অভিযান চলছে। কৃষকদের উৎপন্ন ফসলকে বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন হিমঘর স্থাপন, বড় আকারের গুদাম প্রভৃতি তৈরি করে রাজ্যে শস্য গুদামজাত করার ক্ষমতা বাড়ানো হবে। অন্যান্য গুরুত্বপ্রাপ্ত বিষয় হল, সমবায় ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বীজ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের কেন্দ্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, উদ্যান পালন সংক্রান্ত কার্যাবলী ইত্যাদি।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

১) সমবায় আইনকে আরও কার্যকরী ও সংহত করার উদ্দেশে বর্তমান **পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন ও নিয়মাবলীর** শীঘ্রই সংশোধন করা হবে।

২) ই-গভর্ন্যান্স যেখানে খুবই প্রয়োজনীয়, সেইসব ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হবে।

৩) একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমবায় সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে।

৪) সমবায় ক্ষেত্রের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের সচেতনতা/সংবদনশীলতা/সঠিক ধারণা সৃষ্টি এবং দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৫) ভারত সরকারের দ্বারা নির্দেশিত (এনআইএমসি) স্বল্পমেয়াদী সমবায় ঋণকাঠামোর সব বকেয়া সংস্কার এখনই সেরে ফেলতে হবে।

৬) নাবার্ড (এনএবিএআরডি)-এর সঙ্গে আলোচনাক্রমে, পাইলট প্রকল্প হিসাবে আদর্শ ব্যবসায় পরিকল্পনা শীঘ্রই ৫টি পিএসি-তে শুরু করা হবে। এগুলি হল, নদিয়ায় গোঁতরা এসকেইউএস লিমিটেড, নদিয়ার চাপড়া ধানতলা এসকেইউএস লিমিটেড, হুগলির বিকেকানন্দ এসকেইউএস লিমিটেড, বর্ধমানের শ্রীধরপুর এসকেইউএস লিমিটেড এবং মালদহর কৃষ্ণপুর এসকেইউএস লিমিটেড।

৭) আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ২৭টি পিএসিএস-কে এক লক্ষ টাকা করে মোট ২৭ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে যাতে পিএসিএস প্রকল্প শক্তিশালী করে ব্যাবসার নানা বৈচিত্র এনে কৃষকদের আরও ভাল পরিষেবা দেওয়া যায়।

৮) সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অফিসগুলিকে এক জায়গায় আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দফতর রাজ্যের ১২টি রেঞ্জে ১২টি সমবায় ভবন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ১২টি রেঞ্জ হল, কোচবিহার, মালদহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বর্ধমান-১, বর্ধমান-৩, বাঁকুড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

ঋণ দান

এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কৃষকদের হৃদয়ে সমবায় ঋণ প্রদান সংস্থাগুলির (সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ ও কৃষকদের নিজস্ব গ্রাম ভিত্তিক

পিএসসিএস) এক গৌরবজনক উপস্থিতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক সমস্যায় পড়লে গ্রামীণ জনগণের খুব কম অংশই সমবায় প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে। এই সংগঠন কৃষকদের দ্বারা গঠিত, কৃষকদের জন্য নিবেদিত, কৃষকদেরই সংগঠন। সমবায় ভিত্তিক ঋণ প্রদান সংস্থাগুলির মধ্যে স্বল্পমেয়াদী সমবায় ঋণ প্রদান সংস্থাগুলি কৃষকদের স্বল্পমেয়াদী শস্যঋণ দিয়ে থাকে। অপরদিকে দীর্ঘমেয়াদী সমবায় ঋণ প্রদান সংস্থাগুলি কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী শস্য ও কৃষিঋণ এবং কৃষিঋণ এবং কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য কারণেও ঋণ দেয়।

ঋণ দান সংস্থাগুলির তিনটি স্তর রয়েছে—

ক) সর্বোচ্চ স্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক (ডব্লিউবিএসসিবি),

খ) জেলা স্তরে ১৭টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (সিসিবি) এবং

গ) গ্রামস্তরে ৫,৯৬৬টি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায় (প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট কোঅপারেটিভস বা পিএসিএস)।

প্রাথমিক ঋণ সমবায়গুলি সেন্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্কগুলো থেকে ঋণ নেয়। সেন্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের সম্পদ থেকে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। তাছাড়া তারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নাবার্ড থেকে অর্থ নিতে পারে ও নেয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও ১৭টি সেন্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্ক তাদের শাখাগুলোর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবর্গকে সরাসরি মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়। মূল লক্ষ্য হল, প্রধানত ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান ব্যবস্থা দ্বিস্তর—২৪টি পিসিএআরডিবি লিমিটেড ও ডব্লিউবিএসলিআরএডি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের, দুটি শাখা পুরুলিয়া ও দার্জিলিংয়ে আছে।

২০১০-১১ সালে সদস্যদের মোট ঋণ প্রদান করা হয়েছে ১৩৮৮.৪৫ কোটি টাকা। বর্তমান সরকারের কার্যকালে ইতিমধ্যেই ৪৪৭ কোটি টাকা কৃষকদের শস্যঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালের জুলাই পর্যন্ত কৃষিখামার ও খামার সংক্রান্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে ১১৪.১১ কোটি টাকা।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমূহ (এসএইচজি)—

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আব্দুল কালামের স্বপ্ন ছিল ২০২০ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত রা। এই লক্ষ্যের পথে সব বাধা যেমন, ভেদাভেদ, বঞ্চনা, ও সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসাম্য, যেগুলি আমাদের উন্নয়নের স্বপ্নকে চুরমার করে দেয়, সেগুলিকে দূর করতে হবে। নারীদের অন্তর্ভুক্ত না করে কোনও সুসম সামাজিক বিকাশ হতে পারে না। তাই বর্তমান সরকার নারীদের নানা ধরনের আর্থিক কার্যাবলীতে যুক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলস্রোতে আনতে চায়। এখানেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহ নারীদের কাছে একটি আদর্শ মঞ্চ হিসাবে উপস্থিত হয়, যার মাধ্যমে তারা ঋণ পেতে পারে এবং তাদের পণ্য বাজারজাত করতে পারে। এখানেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহ নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়নের একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সুদূরপ্রসারী সামাজিক প্রভাব রয়েছে।

যখন একদল নারী একটি সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেরা সংগঠিত হয়, তখনই একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্ম হয়। সমবায়গুলি, বিশেষ করে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায়গুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা দেবার ক্ষেত্রে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যঙ্ক, সেন্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্ক এবং কৃষি ও গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্ক) যোগাযোগ করিয়ে দেবার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি নারীদের, যারা ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি, তাদের ক্ষুদ্র ঋণ দেয়, উৎপাদন ও ব্যবহার, উভয় প্রয়োজনেই। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ক্ষেত্রে ৩১ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ১,৬৫,৭০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে, যেগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ১৩,৭৯,০৫০। সদস্যদের ৯০.২৪ শতাংশই মহিলা। বর্তমান সরকারের কার্যকালে ইতিমধ্যেই ৩১ জুলাই ২০১১ পর্যন্ত ২,৭২৪ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে, ৪,৫৩১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নতুন করে ঋণ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মহিলাদের দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধির উদ্দেশে প্রশিক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় ১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের ৪ শতাংশ হারে ঋণ প্রদান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ওপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ই গভর্ন্যান্স

বর্তমান সরকার ই-গভর্ন্যান্সের ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছে। পাইলট প্রকল্প ভিত্তিতে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায়গুলির কম্পিউটারাইজেশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে—১টি হুগলিতে, ১টি হাওড়াতে ও ১টি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে, কার্যকরী আছে এমন প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায়গুলিতে এসব যন্ত্র বসানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। আগামী দু বছরের মধ্যে এই কর্মসুচি শেষ করা হবে। কম্পিউটারাইজেশনের এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায়গুলি মুহূর্তের মধ্যে ঋণ ও অন্যান্য তথ্য জানতে পারবেন। তারা শস্য সংগ্রহের কর্মসূচি, অন্যান্য খবরাখবর, তাদের অ্যাকাউন্টে কত ব্যালেন্স আছে এবং সমিতিগুলির আর্থিক অবস্থাও জানতে পারবেন। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলির কাজে স্বচ্ছতাও আসবে।

কৃষিপণ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি

বর্তমান সরকার রাজ্যে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছে। নতুন কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, বড় গুদাম তৈরি ইত্যাদি ব্যাপারে রাজ্যের মূল পরিকল্পনা বাজেট, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, আরআইডিএফ, ও এনআইডিসি-র সহায়তায় প্রকল্পগুলিতে সমবায় সংস্থাগুলি অগ্রাধিকার পাবে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় ইতিমধ্যেই ৩৪৮টি গুদাম স্থাপিত হয়েছে, যার ধারণাক্ষমতা ৩০,০০০ মেট্রিক টন। ২০১১-১২ সালে মোট সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে—

আরআইডিএফ-১৫-এর মাধ্যমে ১,০০,১৩১ মেট্রিক টন,

আরআইডিএফ-১৬-এর মাধ্যমে ১,০০,০০০ মেট্রিক টন এবং

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার মাধ্যমে ১২,১০০ মেট্রিক টন।

সংযুক্ত সমবায় বিকাশ প্রকল্প (আইসিডিপি)

সংযুক্ত সমবায় বিকাশ প্রকল্পগুলির লক্ষ্য হল, সমবায় সংস্থাগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে ব্যাবসার বহুগুণ বৃদ্ধি। এই প্রকল্প একটি নির্দিষ্ট জেলার সব সমবায় সংস্থাগুলিকে সংযুক্ত করে সমবায়ের সমস্ত ধরনের কাজকে সুনিশ্চিত করতে চায় এবং সুসমন্বিত ও প্রণালীবদ্ধ সব কাজকে বিকশিত করতে চায়। বর্তমান সরকার রাজ্যের সব জেলাগুলিকে সংযুক্ত বিকাশ প্রকল্পগুলির অধীনে আনতে ইচ্ছুক।

ইতিমধ্যেই যেসব সংযুক্ত সমবায় বিকাশ প্রকল্পগুলির কাজ চালু রয়েছে—

সংযুক্ত সমবায় বিকাশ প্রকল্প—বর্থমান

সংযুক্ত সমবায় বিকাশ প্রকল্প—পশ্চিম মেদিনীপুর,

সংযুক্ত সমবায় বিকাশ প্রকল্প—উত্তরদিনাজপুর।

হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলাকেও শীঘ্রই এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ও আরআইডিএফ-এর উদ্যোগ

কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্তমান সরকার নানা ধরনের প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের সমবায় ভিত্তিতে স্থাপনের ওপরেও বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এসব প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের মধ্যে আছে ধানকল, ডালমিল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, ভার্মিকমপোস্ট, বীজ উৎপাদন ও বৃদ্ধিকরণ ইউনিট, তেলমিল, ময়দাকল, হাস্কিং মিল, বাদাম প্রক্রিয়াকরণ মিল, ঠাণ্ডা করার প্ল্যান্ট ইত্যাদি, যাতে নীতিজ্ঞানশূন্য মধ্যস্বত্বভোগী ফড়েদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা যায়, কৃষকরা যাতে তাদের পণ্যের ভাল দাম পায় এবং সমবায় সংস্থাগুলিও যাতে ভালভাবে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে। এ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় ৪৯.৩০ কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে এবং আরআইডিএফ-এর উদ্যোগে ৩১২.৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আশা করা যায়, ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ৩৮ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় শীঘ্রই বরাদ্দ হবে।

স্বল্পমেয়াদী সমবায় ঋণ কাঠামোর পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি দল ২০১১ সালের মে মাসে আমাদের রাজ্যে এসেছিল। তাঁরা এ রাজ্যের সমবায়ের কাজের দারুণ প্রসংশা করেছে এবং 'সর্বোচ্চ স্তর' সম্মান দিয়েছে।

ক'দিন আগেই রাজ্য সমবায় দফতরের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব রাজ্যের চার জেলা (পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) বাদে অন্য সব জেলা পরিদর্শনে গিয়েছেন। তাঁদের এই পরিদর্শন কেবলমাত্র একটা বিরল নজিরই সৃষ্টি করেনি, সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত সকলেই দারুণভাবে উৎসাহিত হয়েছে। জনগণ মনে করছেন, তারা নতুন কিছু পাবেন।

সবশেষে বলার বিষয় হল, বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় বর্তমান সরকারের সমবায় দফতর সাহসী পদক্ষেপ নিতে চায়, যাতে সমবায় সমিতিগুলি স্বনির্ভর ও নিজের সম্পদেই নিজে পুষ্ট হতে পারে।

অগ্নি নির্বাপণ ও বিপর্যয় মোকাবিলা

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের গৃহীত ব্যবস্থা

১) এই প্রথম জিআইএস মানচিত্র সহ ২০১১-২০১২ সালের জন্য প্রতিটি জেলায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনায় বেশ কিছু নতুন সংশোধন করা হয়েছে। ২০১১-২০১২ সালের জন্য রাজ্যস্তরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনাকেও ঢেলে সাজানো হয়ছে।

২) প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় এখন সপ্তাহে রোজ এবং দিন-রাতই রাজ্যস্তরের এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার বা কন্ট্রোল রুম চালু থাকছে। অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর থেকে বাড়তি কর্মী এনে ওই কন্ট্রোল রুমকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। আরও আধুনিক করা হয়েছে কন্ট্রোল রুমটিকে।

৩) প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য তিনটি সন্ধানকারী (সার্চ) ও উদ্ধারকারী (রেসকিউ) সংস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছে। ওই খাতে খরচের জন্য রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের (ডিজি) নামে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

৪) জাতীয় সাইক্লোন প্রতিরোধী প্রকল্পের আওতায় রাজ্য অর্থ বরাদ্দের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রক।

৫) কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য জরুরি শর্ত পূরণের লক্ষ্যে রাজ্যের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের বিজ্ঞপ্তি কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৬) রাজ্যের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার ম্যানুয়াল চূড়ান্ত হয়েছে। এখন তা ছাপার কাজ চলছে।

৭) রাজ্যের ৮৫টি ব্লকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার কাজকর্ম তদারকির জন্য আধিকারিকদের নিয়োগ করা হয়েছে।

৮) দক্ষিণ ২৪ পরগনার আয়লা দুর্গত মানুষের কল্যাণে গত ৯ আগস্ট ২০১১ দফতর ৮৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। আয়লা দুর্গতদের ঘর-বাড়ি গড়ে দেওয়ার জন্যও মঞ্জুর করা হয়েছে ১৭১ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে তাদের সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মারফৎ ওই টাকা দেওয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা তথ্য অনুযায়ী আয়লায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট ২ লক্ষ ৬০ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর মধ্যে পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ১ লক্ষ ৪৬ হাজার বাড়ি আর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ১ লক্ষ ১৪ হাজার ঘরবাড়ি।

৯) সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নদীর পাড় মেরামতির জন্য দফতর ১৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে সেচ ও জলপথ দফতরের নামে।

অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দফতরের বিভিন্ন পদক্ষেপ

১) অগ্নি নির্বাপণ এবং জরুরি পরিষেবা দফতরটিকে বিভিন্ন জেলাস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২) মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতার বিভিন্ন দমকল কেন্দ্রে জরুরি অভিযান চালিয়ে অগ্নি নির্বাপণ এবং জরুরি পরিষেবা দফতরের ৬৫টি অকেজো গাড়ির সন্ধান মিলেছে। এই গাড়িগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে।

৩) জেলাস্তরে তিনটি নতুন দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলি হলো হুগলির ভদ্রেশ্বর, কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি এবং উত্তর ২৪পরগনার গোবরডাঙ্গা দমকল কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলি কিছুদিনের মধ্যেই পরিষেবা দান শুরু করবে।

৪) বাঁকুড়া জেলার খাতড়া এবং পুরুলিয়া জেলার ঝালদাতে আরও দু'টি নতুন দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ ও সরকারের পদক্ষেপ

জলমগ্ন এলাকায় ৪১৩টি ত্রাণ শিবির চালু হয়েছে। হাওড়ায় ১০৩টি, হুগলিতে ২৬টি, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৭টি, নদীয়ায় ৭০টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ১৯৩টি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪ টি। ৬৭,৭৪৫ জন বন্যা দুর্গত এই ৪১৩টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

বন্যা ত্রাণে ৬ আগস্ট ২০১১ থেকে ১৯ আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত ৩,৫০,০০০ ত্রিপল (টাকার অঙ্কে ১৯.৮৮ কোটি), ৪,০৮৫ মেট্রিকটন চাল (টাকার অঙ্কে ৭.১৫ কোটি) বরাদ্দ করা হয়েছে। ত্রাণের কাজে মোট ২৮.৩০ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে।

১৮ আগস্ট অবধি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা শাসকদের যত দ্রুত সম্ভব এই টাকা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৬ আগস্ট ২০১১ তারিখ থেকে অদ্যাবধি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ৭.৯১ লক্ষ পানীয় জলের প্যাকেট বিলি করেছে। বন্যা কবলিত

এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ ১৩টি জনস্বার্থ জলসরবরাহ প্রকল্পের মধ্যে ৭টি পুনরায় চালু করা গেছে। বন্যা কবলিত এলাকায় দুর্গত মানুষদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য মোট ১০টি ভ্রাম্যমাণ জল পরিশোধনকেন্দ্র পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের ৪৬৪টি মেডিকেল টিম বন্যা কবলিত এলাকায় কাজ করছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে এভিএস, ওআরএস, হ্যালোজেন ট্যাবলেট ও ব্লিচিং পাউডারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ দফতর গবাদি পশুদের জন্য ৬০৬টি শিবির খুলেছে। এই শিবিরগুলিতে ১,২৫,৩৩৭টি গবাদি পশুর চিকিৎসা করা হয়েছে। এবং ৬৫,৯৩৯টি প্রাণীর টিকাকরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন অবধি মালদহ, হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৫১ মেট্রিক টন গো খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ

নিয়মিত কর্মসূচি

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	একক	৩১ জুলাই২০১১ পর্যন্ত ৭৫ দিনে কাজ সম্পন্ন *	আগস্ট ২০১১ থেকে জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত কর্মসূচি
১)	কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে	লক্ষ	৭.২	১৯
২)	কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা উৎপাদিত স্ট্র	লক্ষ	৪.৯	১২
৩)	গবাদি পশু ও ছোট প্রাণীদের টিকাকরণ	লক্ষ	১৫.৪	৩০
৪)	পশু চিকিৎসা ডিসপেনশারি/হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসাপ্রাপ্ত পশু	লক্ষ	২৩	৫০
৫)	৪ সপ্তাহ বয়স্ক মুরগিছানার বন্টন	লক্ষ	৩.৯	২০
৬)	সরকারি ডেয়ারি থেকে সরবরাহ করা দুধ—লিটার প্রতিদিন	লক্ষ লিটার প্রতিদিন	৩.৯	৩.৯
৭)	পশুখাদ্য উৎপাদন	মেট্রিকটন প্রতিমাসে	২,৮০০	২,৮০০

*তথ্য আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে

এ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—

ক) পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধ ফেডারেশনের মাধ্যমে হিমুল (HIMUL)-এর জন্য ৪৯৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। হিমুলের অধীনস্ত প্রাথমিক দুধ উৎপাদক সংস্থাগুলির বিল ও অন্যান্য কিছু আইনি দেনা মেটাতে এই টাকা দেওয়া হয়েছে।

খ) পশ্চিমবঙ্গ সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক ফেডারেশনের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের ডিরেক্টর মনোনীত করা হয়েছে।

গ) ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বেতনঃ—

ডেয়ারি ডিরেকটোরেটের অধিকাংশ কর্মচারী আগস্ট ২০১১ থেকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বেতন পাবেন। সাধারণ সিদ্ধান্তের সময়সীমা থেকে একমাস আগেই এটা করা হলো।

অন্যান্য কাজ

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রীর পরিদর্শন—

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী পরিদর্শন করেন, মাদার ডেয়ারি প্ল্যান্ট, সেন্ট্রাল ডেয়ারি প্ল্যান্ট, হরিণঘাটা ফার্ম, বীরভূম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ, বেলগাছিয়ায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের মাননীয় মন্ত্রী বীরভূমে মুরগিছানা বন্টনের কর্মসূচিতেও উপস্থিত ছিলেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ছোট রোমন্থক বিষয়ে জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধন করে উপস্থিত থাকেন প্রাণীসম্পদ দফতরের মাননীয় মন্ত্রী। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি যেসব কেন্দ্র পরিদর্শন করেন—

হরিণঘাটা ফার্ম, টালিগঞ্জ ফার্ম, মাদার ডেয়ারি প্ল্যান্ট, হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর গ্রামে স্বাস্থ্যশিবির, হুগলি জেলার বিভিন্নস্তরে পশুচিকিৎসার ডিসপেনশারি ও হাসপাতাল, বারাসতের পশুচিকিৎসা পলিক্লিনিক, গঙ্গানগর গবাদি পশু ফার্ম, বেলগাছিয়ায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়।

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কশপ—

১) দ্বাদশ পরিকল্পনা গ্রুপের কার্যকরি গ্রুপের সভা—

পূর্বভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির আলোচনা সভা।
২) ছোট রোমন্থক বিষয়ে জাতীয় সেমিনার।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন—

১) ৫টি নতুন দুগ্ধ সমবায় সমিতি সংগঠিত করা হয়েছে, এতে ৯০০ জন দুগ্ধ উৎপাদক আছেন।
এই উদ্যোগের ফলে দুধ সংগ্রহ প্রতিদিন ১৫ হাজার লিটার বাড়বে।
২)মেদিনীপুরের শালবনিতে প্রাণীখাদ্য উৎপাদনের প্ল্যান্ট, প্রতি শিফটে ১৫ মেট্রিক টন। কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
৩) নতুন দৈনিক ৫০০০ লিটার দুগ্ধ শীতলীকরণের বড় কেন্দ্র, পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর ও টালিভাটায় কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে
৪) বর্ধমানের কুসুমগ্রামে দৈনিক ৪,০০০ লিটার দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট
- উত্তর ২৪পরগনার বেরাচাঁপায় উৎপাদন প্ল্যান্ট
- সবংয়ে দৈনিক ৫,০০০ লিটার দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট
- দৈনিক ৫০০০ লিটার দুগ্ধ শীতলীকরণের বড় কেন্দ্র— উত্তর ২৪পরগনার ডাকবাংলো ও গোপালনগরে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে

৫) বেলগাছিয়াতে ৮৬ শয্যার কৃষক আবাসের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ

- **দুধের মান পরীক্ষা**— মাদার ডেয়ারিতে প্রাপ্ত দুধের মান উন্নত করার জন্য তিনটি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কারিগরি আধিকারিকদের একটি দল নমুনা পরীক্ষা চালাবে। এই দলটিই বিভিন্ন স্তরে দুধের গুনমান রক্ষার যন্ত্রপাতি কী অবস্থায় আছে, সে বিষয়ে সমীক্ষা করবে। তারপর দুধের গুণমান রক্ষার যন্ত্রপাতির মান ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- **প্র ত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পোল্ট্রি কর্মসূচির মূল্যায়ন**— ন্যাবকমস-এর মাধ্যমে কাজ হবে। ৯ মাসে কাজ শেষ হবে। ৭৯টি জায়গায় পশুচিকিৎসার ডিসপেনসারি/হাসপাতালের উন্নয়ন ৯৩৩ লক্ষ টেন্ডার ডাকা হচ্ছে। ২০১২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে।
- আরকেভিওয়াই-এর ২০১০-১১ বছরের বরাদ্দ অর্থে বিশেষ বিশেষ গো-সম্পদ বিকাশ অভিযানে ৩৭৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ। ২৭টি ব্লক জুড়ে কাজ হবে। তিন বছরের প্রকল্প।
- **গুণমান সমৃদ্ধ ও পরিশ্রুত দুগ্ধ উৎপাদনের পরিকাঠামো উন্নয়ন**— উত্তর ২৪পরগনা, হাওড়া ও নদীয়া জেলায়। ১৭২ লক্ষ টাকা সম্প্রতি ৫১ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। প্রকল্প তিন বছরের।
- ডেয়ারি ও পোল্ট্রি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কাছে জমা পড়া ২৮৪৫টি প্রস্তাব কার্যকর করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলির মোট মূল্য ৪২৭৬ লক্ষ টাকা।
- ডেয়ারি বিকাশ ডিরেক্টরেটে প্রায় পূর্ণ কম্পিউটার চালিত ব্যবস্থা চালু করা।

আগামী দিনের পরিকল্পনা

১) আরকেভিওয়াই-এর ২০১১-১২ বছরের বরাদ্দ অর্থে বিশেষ বিশেষ গো-সম্পদ বিকাশ অভিযান ১২০০ লক্ষ টাকা জঙ্গলমহলের ১২টি ব্লক জুড়ে কাজ হবে।
২) আরকেভিওয়াই-এর ২০১১-১২ বছরের বরাদ্দ অর্থে বিশেষ বিশেষ গো-সম্পদ বিকাশ অভিযান ১৮০০ লক্ষ টাকা জঙ্গলমহলের ১২টি ব্লকসহ ১৮টি ব্লক জুড়ে কাজ হবে।
৩) আরকেভিওয়াই-এর বরাদ্দ অর্থে টালিগঞ্জ পোল্ট্রি ফার্মের আধুনিকীকরণ প্রকল্প। ৩৩৭ লক্ষ টাকা এক বছরের প্রকল্প।
৪) আরকেভিওয়াই-এর বরাদ্দ অর্থে বলদ লালন-পালনের প্রকল্প। ৩২৫ লক্ষ টাকা, ৯ মাসের প্রকল্প।
৫) আরকেভিওয়াই-এর বরাদ্দ অর্থে ঝাড়গ্রাম ব্লকে গৃহপালিত পশু ভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়ন ৭৬৬ লক্ষ টাকা এক বছরের প্রকল্প।
৬) আরকেভিওয়াই-এর বরাদ্দ অর্থে হরিণঘাটা ফার্মে গবাদি পশুর সবুজ খাদ্য উৎপাদন ৪৭৩ লক্ষ টাকা এক বছরের প্রকল্প।
৭) আরকেভিওয়াই-এর বরাদ্দ অর্থে ন্যাশানাল মিশন ফর প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট প্রকল্প ১০৪০ লক্ষ টাকা এক বছরের প্রকল্প।
৮) হরিণঘাটায় সরকারি পোল্ট্রি ফার্মের উন্নয়ন প্রকল্প ৮৫ লক্ষ টাকা এক বছরের প্রকল্প।

পর্যটন

পাহাড় জঙ্গল সমুদ্র ঘেরা পশ্চিমবঙ্গে বিরাট পর্যটন সম্ভবনার কথা ভেবে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব দৃশ্য, সবুজ চা-বাগান, ডুয়ার্স তরাই অঞ্চলের বনভূমি, দীঘার সমুদ্রের গর্জন, তার পাশাপাশি জেলায় জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে এমন অনেক অসংখ্য উপাদান, যা দেশের অন্যান্য রাজ্য এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শুধুমাত্র প্রচারের অভাবে এতদিন পর্যটন বিন্দু হয়ে উঠতে পারেনি। এবার নতুন সরকার নতুন করে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শান্তি ফিরেছে পাহাড়ে। দার্জিলিংকে সাজানো হচ্ছে সুইৎজারল্যান্ডের মতো করে। উৎসবের মরশুমে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের ঢল নামবে দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, মংপু প্রভৃতি পার্বত্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে। এদিকে কলকাতা শহরের সার্বিক সৌন্দর্যায়ন ঘটিয়ে বিশ্বমানের নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। চলছে সেই লক্ষ্যে নানান কর্মকান্ড। দীঘার সমুদ্রতট দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গোয়ার মতো দীঘাকেও দেশের পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি পর্যটন সম্ভবনা আরও বিস্তৃত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জঙ্গলমহল-সহ রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যমন্ডিত স্থানগুলিতেও।

কলকাতার গঙ্গার তীরবর্তী এলাকার সৌন্দর্যায়ন ও সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করার কাজও চলছে। এছাড়াও দীঘা, সুন্দরবনের সৌন্দর্যায়ন ও এই স্থানগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে নানাবিধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কিছু উদ্যোগ বাস্তাবায়িত হয়েছে, আগামীদিনে এই এলাকাগুলিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১) পর্যটন দফতরের নতুন ওয়েবসাইট তৈরির কাজ চলছে। এর জন্য তিনটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দুর্গা পুজোর আগেই ওয়েবসাইটটি তৈরি হয়ে যাবে।

২) ডুয়ার্স এবং উত্তরবঙ্গের জন্য মেগা পর্যটন প্রকল্পের সবিস্তার প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে।

৩) পশ্চিমবঙ্গে তীর্থ যাত্রীদের জন্য পর্যটনের এলাকা গড়ে তোলার প্রকল্পটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন।

৪) উত্তর কলকাতায় দুর্গা পুজোর আগেই তিনটি পর্যটন কেন্দ্র সুতানুটি, বিবেকানন্দ ও বাংলা নবজাগরণ তৈরি হয়ে যাবে। প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

৫) কলকাতা পুরসভার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শহর কলকাতায় সাধারণ মানুষের জন্য পর্যটন সংক্রান্ত খবরাখবরের বিজ্ঞাপন প্রকাশ্যে দেওয়া হবে।

৬) ২০১১-১২ অর্থবর্ষের জন্যে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

মেগা প্রকল্প— ২০১১-১২ সালে কলকাতা মেগা পর্যটন প্রকল্প।

ভবিষ্যতের পর্যটন কেন্দ্র

ক) জাতীয় সড়ক এবং রাজ্য সড়কের দুপাশে সুযোগ-সুবিধা।
খ) বর্ধমান পর্যটন।
গ) বাঁকুড়া পর্যটন।
ঘ) শ্রীরামপুর-চন্দননগর-চুঁচুড়া-বাঁশবেড়িয়া-তারকেশ্বর নিয়ে হুগলি পর্যটন।
ঙ) সুখিয়াপোখড়ি-মানেভঞ্জন-সান্দাকফু-ফালুট নিয়ে দার্জিলিং পর্যটন।

ভ্রমণ বিন্দু

ক) কলকাতার ডাফ কলেজ।
খ) গেটওয়ে সুন্দরবন।
গ) দার্জিলিং পর্যটন।
ঘ) ডায়মণ্ডহারবার পর্যটন।

ঙ) গঙ্গাসাগর পর্যটন।
চ) শান্তিনিকেতন পর্যটন।

গ্রামীণ পর্যটন প্রকল্প

ক) বর্ধমানের সমুদ্রগড়।
খ) হুগলির ফুরফুরা শরিফ।
গ) বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া।

মেলা ও উৎসব

১) কলকাতার রবীন্দ্র সাহিত্য উৎসব।
২) কলকাতার শহুরে ঐতিহ্য সংরক্ষণ উৎসব।
৩) দার্জিলিঙের চা-পর্যটন উৎসব।
৪) মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি উৎসব।
৫) দীঘা উৎসব।
৬) বিষ্ণুপুর উৎসব।
৭) দার্জিলিঙের সঙ্গীত উৎসব।

- নদীয়া, পুরুলিয়া, হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলার জেলা শাসকদের কাছ থেকে জাতীয় ও রাজ্য সড়কের দু'পাশের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে।
- কলকাতার ডাফ কলেজ, বাঁকুড়া পর্যটন, হুগলির ফুরফুরাশরিফ এবং বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ায় গ্রামীণ পর্যটন প্রকল্প সংক্রান্ত সবিস্তার রিপোর্ট ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।
- হুগলির শ্রীরামপুর, চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া, তারকেশ্বর নিয়ে পর্যটন এলাকা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।
- গঙ্গাসাগর পর্যটন, ডায়মণ্ডহারবার পর্যটন, সুন্দরবন পর্যটন, শান্তিনিকেতন পর্যটন, বর্ধমান পর্যটন, পর্বতারোহীদের জন্যে সান্দাকফুতে রাস্তা নির্মাণ, তার আশপাশের সুযোগসুবিধা ও কলকাতা মেগা পর্যটন প্রকল্পের জন্যে সবিস্তার প্রকল্প রিপোর্ট বানানোর লক্ষ্যে পরামর্শদাতাদের বাছাই করা হয়েছে।
- ভারত-বাংলাদেশ-ভূটান এই তিন দেশের মধ্যে দিয়ে বহুপাক্ষিক পর্যটন শুরু করার ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রয়াস শুরু হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।
- কলকাতার পুরনো কারেন্সি বিল্ডিংয়ে বড় অনুষ্ঠান মঞ্চ করার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে প্রাথমিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

আবাসন

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিশেষত যাঁরা বনবাসী, বা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বাস করেন তাঁদের জন্য আবাসন দফতরের পক্ষ থেকে কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে—

১) অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারের জন্য (যাঁদের মাসিক আয় ৬,০০০ টাকার নীচে) বিনামূল্যে আবাসগৃহ তৈরি করে দেওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

এ জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় ৭.৫ কোটি করে মোট ২৩.৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। ব্যক্তির নিজস্ব জমির উপর বাড়িগুলি তৈরি করা হবে।

২) এলআইজি অর্থাৎ যাঁদের মাসিক আয় ১৫,০০০ টাকার নীচে এবং এমআইজি অর্থাৎ যাঁদের মাসিক আয় ২৫,০০০ টাকার নীচে তাঁদের জন্য বাড়িগুলি তৈরি করা হবে আবাসন দফতরের জমির উপর। ওই বাড়িগুলি হবে ভাড়াভিত্তিক।

৩) এই অঞ্চলের অধিবাসীগণকে চিকিৎসার জন্য বা অন্য নানা কারণে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা গঞ্জ বা শহরে আসতে হয়। তাঁদের জন্য হাসপাতালে এবং বাস-স্ট্যান্ড -এ রাতে থাকার জন্য কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি বাস-স্ট্যান্ডে এবং এবং বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল, মেদিনীপুর জেলা হাসপাতাল, বর্ধমান জেলা হাসপাতাল ইত্যাদি জায়গায় হবে নাইট শেল্টার। জমি হাসপাতাল বা বাসস্ট্যান্ড কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে।

৪) এ ছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলায় যেসব পরিবারের একজন মাত্র উপার্জন করেন সেই সব পুরুষ বা মহিলাদের জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দু'টি হস্টেল তৈরির প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

৫) উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং জেলায় এলআইজি এবং এমআইজি-র অন্তর্গত মানুষের জন্য ভাড়াভিত্তিক আবাসন তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে আবাসন দফতরের জমির উপর।

৬) সংখ্যালঘু জনসাধারণের জন্য মালদহ, মুর্শিদাবাদ,উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং হুগলিতে বিনামূল্যে আবাসগৃহ তৈরি করে তা বিলি করা হবে। এর জন্য ৪৬ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে।

সমাজকল্যাণ, নারী ও শিশু কল্যাণ

শিশু কল্যাণ পরিষেবা

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত দেশজোড়া অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প (আইসিডিএস)-এর অন্তর্গত রাজ্যে ৪১৪টি প্রকল্পের জন্য ১,১৬,৩৯০ টি কেন্দ্রের মধ্যে ১,১১,৫৫৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কাজ চলছে। এই প্রকল্পে ছ-বছর পর্যন্ত বয়েসি ৬৮,৫৫,৪৮৭ জন শিশু এবং ১২,৭০,৭১২ জন সন্তানসম্ভবা এবং মায়েদের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এই পরিষেবা আরও বিস্তৃত করতে কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১,১১,৭২৪টি। তাতে পরিষেবাপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২,৯০,১৪৩ জন। এই প্রকল্পে

(১) মূলত প্রত্যন্ত এলাকার তপশিলি জাতি, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু শ্রেণির কাছে পরিষেবা পৌঁছোনোর কাজ চলছে।

(২) প্রতিটি শিশুর মাসে একবার করে ওজন রেকর্ড করা হচ্ছে।

(৩) প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে মাসে ন্যূনতম ২৫ দিন পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে।

- প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ ২১৩.১১ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রের অংশ ২০২.১১ কোটি টাকা এবং রাজ্যের অংশ ১১ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি বিমা যোজনা

প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে জীবনবিমা-সহ নির্দিষ্ট কিছু জটিল মহিলা ব্যাধি সংক্রান্ত চিকিৎসা বিমা এবং স্কলারশিপ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই জীবনবিমা নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে বিভাগীয় মন্ত্রীর একাধিক বার বৈঠক হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি কর্মীর বিমার বার্ষিক কিস্তি বাবদ দেয় আশি টাকা সরকার বহন করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরফলে ২ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং তাঁদের সাহায্যকারীরা উপকৃত হচ্ছেন।

রাজীব গোন্ধী স্কিম ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব এডোলেসেন্ট গার্লস

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পুরুলিয়া, নদিয়া এবং কলকাতা এই ছটি জেলায় এই নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করার উদ্যোগ চলছে। একইসঙ্গে সন্তানসম্ভবা এবং সদ্য প্রসুতি মহিলা ও তাঁদের সন্তানদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ যোজনার কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য জলপাইগুড়ি এবং বাঁকুড়া জেলাদুটিকে প্রাথমিকভাবে বাছা হয়েছে।

পেনশন

রাজ্য সরকারের এই দফতর থেকে তিন ধরনের পেনশন প্রকল্প চালু হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বিধবাদের, প্রতিবন্ধীদের এবং বয়স্কদের পেনশন। ইতিমধ্যেই ৪০,২৭৬ জন বিধবা, ৪৪,৫৬৯ জন প্রতিবন্ধী এবং ৭৫,৪৬৫ জন বয়স্ক মানুষ এই পেনশনের আওতায় এসেছেন।

সরকারি হোম

কমবয়সিদের থাকার সুবিধা করে দিয়ে ইতিমধ্যেই ১৮টি সরকারি এবং ২৭টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরিচালিত হোম কাজ করছে। এই হোমগুলিতে আবাসিকের সংখ্যা ২৯,০০৯ জন। এর জন্য খরচ হয়েছে ১৪২.৪৫ লক্ষ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ইতিমধ্যে ১৮টি শিশুদের হোম এবং ১০টি ভবঘুরেদের হোমের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, এর জন্য খরচের হিসেব সংবলিত একটি প্রস্তাবও অর্থ দফতরে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবে হোমগুলির জন্য স্থায়ী রাধুনি, প্রহরী, চিকিৎসক, গৃহ মেরামত প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

শহুরে গৃহহীনদের জন্য আবাস

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাতে রাজ্যের বিভিন্ন শহর এলাকার ৫ লক্ষের বেশি মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেবার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এমন প্রকল্প রাজ্যে এই প্রথম।

বেলেঘাটার ভবঘুরেদের জন্য হোমটি মেরামত করতে পূর্ত দফতরকে আশি লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকার ২৩টি ব্লকে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে কার্যকরী করার উদ্যোগ

জঙ্গলমহলে আইসিডিএস প্রকল্পটি সফল করে তুলতে শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিবের কাছে প্রস্তাব জমা পড়েছে।

রাজ্য মহিলা কমিশন পুনর্গঠন

বিগত চেয়ারপার্সন এবং সদস্যারা পদত্যাগ করায় রাজ্য মহিলা কমিশনকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

রাজ্য মহিলা কল্যাণ পর্ষদের নতুন বোর্ড অব ডিরেক্টারদের নাম চূড়ান্ত করার জন্য প্রথা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য সমাজকল্যাণ পর্ষদের নতুন চেয়ারপার্সন এবং ১০ জন বোর্ড সদস্যের নাম অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে ভারত সরকারের অধীন কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদে।

শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন

২০০৫ সালে শিশু অধিকার রক্ষা আইন অনুসারে গঠিত ছয় সদস্যের রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন গঠনের একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে অর্থ দফতরকে। প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন।

রাত্রি নিবাস

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে কলকাতা, হাওড়া এবং আসানসোলে গৃহহীন মানুষদের জন্য রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ

স্বাস্থ্য—

- আদিবাসী মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন ঘটাতে রাজ্য সরকার ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তারমধ্যে ৮৫ কোটি টাকা খরচ করে একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোগত উন্নতি ঘটানো হবে।
- ঝাড়গ্রাম সাবডিভিশনাল হাসপাতালটিকে জেলা হাসপাতালের মর্যাদা দেওয়া হবে।
- প্রতিটি ব্লকে তিরিশটি শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হবে।
- প্রতিটি ব্লকে অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলিকে আরও সচল এবং কর্মদ্যোগী করে তোলা হবে।
- মেডিকেল অফিসারদের থাকার জন্য কোয়ার্টার করা হবে।
- বাঁকুড়ার খাতড়া সাবডিভিশনে ব্লাডব্যাঙ্ক তৈরি করা হবে।

শিক্ষা—

- পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রাম শালবনী এবং গোপীবল্লভপুরে তিনটি নতুন কলেজ স্থাপন হচ্ছে।
- বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের পুনিশোলী এবং সিমলাপাল ব্লকের পাথরডোবার মাদ্রাসাগুলিকে হাই-মাদ্রাসাস্তরে উন্নীত করা হচ্ছে।
- মোট ২৩৫টি মাধ্যমিক স্তরের স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হবে। তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ১২৪টি স্কুল, পুরুলিয়ার ৬৩টি স্কুল এবং বাঁকুড়ার ৪৮টি স্কুল।
- মোট ৩৩টি ছাত্রাবাস তৈরি হবে। তারমধ্যে ১২টি ছাত্রীদের।
- নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হবে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে একইরকমভাবে ছাত্রদেরও সাইকেল দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।
- সিধো-কানহো-র নামে একটি অ্যাকাডেমি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এছাড়াও অলচিকি ভাষার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে স্থানীয় স্তরের স্কুলগুলিকে সাঁওতালি ছাত্র-ছাত্রীদের এই ভাষাতেই শিক্ষা দানের কথা ভাবা হয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের এইরকম ৯০০টি প্রাথমিক স্কুলে অলচিকি ভাষায় পড়ানো হবে। এছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে ৩৩টি স্কুলেও অলচিকি ভাষায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই কর্মসূচী সফল করতে মোট ১,৮০০ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

পরিকাঠামো—

- পশ্চিম মেদিনীপুরের ভোষরাঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে নয়াগ্রাম এবং কেশিয়ারির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ১৩২ কোটি টাকা।
- ঝাড়গ্রামের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ গড়ে তোলা হবে নয়াগ্রাম, বেলপাহাড়ি এবং লালগড়ে। ভারত সরকারের রেল বিভাগের উদ্যোগে এই কাজ সম্পন্ন হলে এলাকার মানুষ দারুণভাবে উপকৃত হবেন।

খাদ্য সরবরাহ—

- জঙ্গল মহলের বাসিন্দা সমস্ত আদিবাসী পরিবারকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরফলে তারা দু টাকা কিলোগ্রাম দরে চাল পাবেন। খাদ্যাভাবে এবং অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু প্রতিহত করতে এই এলাকার কিছু মানুষকে বাড়িতে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিটি ব্লকে এরকম প্রায় ২৫০ জন এই সুবিধা পাবেন। খাবার রান্নার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

পানীয় জল—

- প্রতিটি এলাকায় পানীয় জল যাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, তারজন্য ১১২ কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

কৃষি—

- প্রতিটি ব্লকের পঞ্চাশজন কৃষকবন্ধু মাসে ৪০০০ টাকা হারে বেতন পাবেন।
- শালবনিতে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয় তৈরি করা হবে।

পুলিশ প্রশাসনের আধুনিকীকরণ এবং স্থানীয় যুবকদের চাকরির সুযোগ—

- স্থানীয় ১০ হাজার আদিবাসী যুবককে ন্যাশানাল ভলেন্টিয়ার ফোর্সের সদস্য, হোমগার্ড এবং স্পেশাল কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হবে।
- পলিটেকনিক এবং নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের মতো বেশ কয়েকটি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা হবে।

পর্যটন—

- পশ্চিম মেদিনীপুরের, বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর এবং পুরুলিয়ার শুশুনিয়াকে আরেও বেশি পর্যটক আকর্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

অরণ্য—

- আদিবাসীদের হাতেই জঙ্গলের অধিকার এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকবে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

বিপণন কেন্দ্র—

- রাজ্য সরকার জঙ্গলমহল অঞ্চলে সাতটি উন্নতমানের মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ার পরিকল্পনা করেছে। বাজারগুলি তৈরি হয়ে গেলে এই পিছিয়েপড়া এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। বাজারগুলি আগামী ১ বছরের মধ্যে তৈরি করা হবে।
- **অনলাইনে জাতিগত পরিচয় শংসাপত্র** দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হেলেঞ্চা-বাগদা ব্লকে গত ১৪ আগস্ট এই প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। গোটা উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রক্রিয়া পুরোপুরিভাবে কার্যকর হতে শুরু করেছে গত ২০ আগস্ট থেকে। পরবর্তীকালে আগামী দু-মাসের মধ্যে রাজ্যের বাকি সবকটি জেলাতেই এই প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাবে।
- জাতিগত পরিচয় শংসাপত্র পাওয়ার ব্যাপারে যেহেতু প্রচুর আবেদনপত্র জমা পড়ে মূলত গ্রামীণ এলাকা থেকে, তাই গ্রামীণ মানুষের সুবিধার্থে **'তথ্য-মিত্র-কেন্দ্র'** এবং ওই ধরনের আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবেদনকারীদের হাতে ওই শংসাপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- জাতিগত পরিচয় শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে যে অযথা বিলম্ব হতো, তা অনেকটাই কমানো হয়েছে। চলতি বছরের মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত গড়ে জাতিগত পরিচয় শংসাপত্র **মাসে ৪০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭০ হাজার করে দেওয়া হয়েছে**।
- আবেদনের সময় থেকে জাতিগত পরিচয় শংসাপত্র আবেদনকারীর হাতে পৌঁছোনো পর্যন্ত আগে যে **আট সপ্তাহ সময় ধার্য করা হতো, তা কমিয়ে ৪ সপ্তাহ করা হয়েছে**।
- উপজাতিদের জন্য বার্ধক্য ভাতার পরিমাণ **মাসে ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে**।
- তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কলারশিপের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। ওই স্কলারশিপের যে সর্বনিম্ন হার ছিল **মাসে ১৪০ টাকা, তা বাড়িয়ে মাসে ২৩০ টাকা করা হয়েছে**।
- জঙ্গলমহল এলাকায় তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য **৩৫ হাজার সাইকেল** বিতরণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে সব সাইকেলই বিতরণ করা হবে।
- কেন্দু পাতার সংগ্রহ মূল্য **৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ টাকা করা হয়েছে**। বিশেষ করে জঙ্গলমহল এলাকায় উপজাতিদের কেন্দুপাতা সংগ্রহে উৎসাহ যোগাতে **ল্যাম্পস** (এলএএমপিএস)-কে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে।
- তথশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দু'টি অতিরিক্ত '**প্রাক পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**' গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

- সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র (**কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট**)-এর অফিস ভবনের নতুন নামকরণ করা হয়েছে '**আম্বেদকর ভবন**' হিসাবে।
- তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য '**আম্বেদকর সেন্টার ফর একসেলেন্স**' নামে একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হবে, **ওইসব সম্প্রদায়ের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা**। ওই প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই সিআরআই থেকে কাজ কর্ম শুরু করে দিয়েছে।
- অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের নিয়মাবলী সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ওই সংশোধিত নিয়মাবলীতে **'ঝুমুর, গম্ভীরা, বাউল, ভাটিয়ালি, কবিগান, পুতুল নাচ, ছৌ নাচ, সারিগান ও বাছারি বাইছ (প্রচলিত নৌকো প্রতিযোগিতা), কাঠের কাজ, কাথা শিল্প, আইনি অধিকার আদায় ও মর্যাদা এবং সমানাধিকারের দাবিতে ১৯৮৭ সালে যে সাধারণ ধর্মঘট পালিত'** হয়েছিল, সেই বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। '**বঙ্গ লোক-শিল্প ও সংস্কৃতি কেন্দ্র**' গড়ে তোলার প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।
- ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে **'কৃষি-শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র'** গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।
- তফশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে '**ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র**' গড়ে তোলার ব্যাপারে পাইলট প্রকল্পের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।
- অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মাছ চাষ ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের **জেলে পাড়া গ্রামটিকে (বাঘ-বিধবা পাড়া নামে বেশি পরিচিত)** বেছে নেওয়া হয়েছে।
- অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিতে জঙ্গলমহল এলাকার **২৩টি মাওবাদী অধ্যুষিত ব্লককে বেছে নেওয়া হয়েছে**।
- তফশিলি জাতি-উপজাতির জন ঘনত্বের কথা মাথায় রেখে **কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং পুরুলিয়া জেলাকে** সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে।
- তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আরও একটি '**জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**' চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

- এখন রাজ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৮৩। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের দ্বারা পরিচালিত স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনার অন্তর্গত স্বনির্ভর গোষ্ঠী। পুর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের দ্বারা পরিচালিত স্বর্ণ জয়ন্তী শহুরী রোজগার যোজনার অন্তর্গত স্বনির্ভর গোষ্ঠী। নাবার্ডের সহায়তা পুষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অন্তর্গত স্বনির্ভর গোষ্ঠী। অর্থাৎ এই সমস্ত ধরনের গোষ্ঠীকে একটি ছাতার তলায় আনার জন্য বিগত সরকারের আমলে জমা পড়া যোগেশচন্দ্র নন্দা কমিটির সুপারিশ বিগত সরকার মানেনি। নতুন সরকার ওই সুপারিশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটি উচ্চ পর্যায়ের রূপায়ণ কমিটি গঠন করেছেন।
- বাংলা স্বনির্ভর কর্ম সংস্থান প্রকল্পের ৭০ শতাংশ হলো ব্যাঙ্ক ঋণ, ২০ শতাংশ রাজ্য সরকারের অনুদান এবং অবশিষ্ট ১০ শতাংশ উদ্যোগীকে দিতে হয়। ২০১১-১২ সালে মোট ৩০ হাজার উদ্যোগীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।
- নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণের পর উদ্যোগীদের মধ্যে এই প্রকল্প গ্রহণের জন্য আশানুরূপ সাড়া পড়ে গেছে। যদিও ২০১০-২০১১ অর্থিক বছরের বাজেটে বিএসকেপি-র জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১২০ কোটি টাকা। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ৯৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বিলি করা হয়েছে। ১ মার্চ, ২০১১ তারিখে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষিত হওয়ায় বাকি অর্থ বিলি করা যায়নি। বর্তমান সরকার কার্যভার গ্রহণ করার পর বাকি টাকা অর্থাৎ ২৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। ২০১০-২০১১ আর্থিক বছরে বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় এসেছেন ১৯,৪৪৬ জন। চলতি আর্থিক বছরে আগামী তিন মাসে ১৫ হাজার উদ্যোগীকে ৭৫ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। সোস্যাইটি ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইউথ এই প্রকল্পটি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রূপায়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
- বাংলা স্বনির্ভর কর্ম সংস্থান প্রকল্পে উদ্যোগীদের জন্য ইতিমধ্যে ১) কাগজের ব্যাগ তৈরি, ২) মোবাইল সারানো, ৩) টেলারিং, ৪) মধু চাষ, ৫) টিভি মেরামত, ৬) প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জঙ্গলমহলের ব্লকগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে, যেমন ক্যাটারিং ও নিউট্রিশন, কাগজের ব্যাগ তৈরি, চর্মজাত জিনিস তৈরি, বই বাঁধাই, প্যাকেজিং, লাক্ষাচাষ সংক্রান্ত, ডেয়ারি পোল্ট্রি, কম্পোজিট কালচার, কেঁচো সার তৈরি, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ ইত্যাদি। জঙ্গলমহলের ব্লকগুলিতে সরকারি অনুদানের পরিমান ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ করার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহাযোগ প্রকল্পে যে অর্থ ধার্য করা হয়েছিল, বিগত সরকার তার সদব্যবহারের কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের দ্বারা, জেলা শাসকের কার্যালয়ে হোডিং দিয়ে এবং ব্লকে ব্লকে দেওয়াল লিখে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যাতে প্রকল্পটি জনপ্রিয় হয়।
- খারিফ মরসুমে ধান, চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সিএমআর এজেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নতুন সরকার প্রতিটি জেলাতেই এই কর্মসূচি জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও গোষ্ঠীগুলির প্রশিক্ষণের জন্য গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল থেকে উত্তর ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ এই তিনটি জেলায় প্রশিক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা বিগত সরকার নিয়েছিল। কিন্তু এই কাজ তেমন এগোয়নি। নতুন সরকার সব জেলাতেই এই ভবনগুলি দ্রুত নির্মাণের ব্যবস্থা নিয়েছে।
- গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল প্রকল্প ছাড়াও বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দ থেকে দুর্গাপুরে সিটি সেন্টারে একটি শোরুম, দুর্গাপুরের নিকট ফুলঝোড় মৌজায় একটি প্রশিক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র তৈরির ব্যবস্থা হচ্ছে। হিডকো রাজারহাটে কিছু জমি দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র গড়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গোষ্ঠীগুলির উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশনের তরফ থেকে 'ফুড বাজার' ও 'স্পেনসারের' সঙ্গে আলোচনা চলছে।
- 'পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশন' বিগত সরকার তৈরি করেছিল। কিন্তু কর্পোরেশনটির প্রাতিষ্ঠানিক কলেবর বৃদ্ধি ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিগত সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। এই কর্পোরেশনের কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে দফতর সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের কয়েকটি প্রধান সাফল্য—

- ৮ জুলাই, ২০১১ তারিখে উন্নয়ন দফতর সৃষ্টি করা হল।
- ২১ জুলাই, ২০১১ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদকে পুনর্গঠন করা হয়।
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব নিয়োগ করা হয় ১২ আগস্ট, ২০১১।
- ১৩ জুলাই, ২০১১ শিবমন্দির এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের শাখা সচিবালয় কাজ করতে শুরু করে।
- কলকাতা হাইকোর্টে উত্তরবঙ্গ সার্কিটের ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়িতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের পদক্ষেপ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর বিচারকদের বাসগৃহ এবং আদালত কক্ষসমূহ নির্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য পাঁচ কোটি টাকা খরচ করা হবে।
- মংপু-র রবীন্দ্র মিউজিয়ামে কবিগুরুর ৭১ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।
- মংপুতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বানারহাটে হিন্দি মাধ্যমের কলেজ স্থাপনের জন্য জমি চিহ্নিত হয়েছে এবং সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চশিক্ষা দফতরের মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে।
- কোচবিহারে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চশিক্ষা দফতরের মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে।
- দক্ষিণ দিনাজপুরের মাজিয়ালি এলাকায় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে কৃষি ও উদ্যান পালন বিষয়ে স্নাতক পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.টেক পাঠক্রম চালু করার জন্য সম্ভাব্য খরচের হিসাব দফতরের কাছে পৌঁছেছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।
- রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শিলিগুড়িতে পারফর্মিং আর্টস বিষয়ে কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছে এবং এর জন্য দু-কোটি টাকা ব্যয় করতে সম্মত হয়েছে।
- রাজবংশী ভাষার উন্নয়নের জন্য একটি আকাদেমি এবং গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস জলপাইগুড়িতে স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য ৩২ বিঘা জমি এই কাজে দান করবেন।
- আলিপুরদুয়ার মহকুমা হাসপাতালের উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের ব্যাপারে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।
- জলপাইগুড়ির তিন নম্বর মাইলের সেবক রোড এলাকায় ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেস-এর একটি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।
- কৌশলগত কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে পাওয়ার গ্রিড স্থাপনের জন্য জমি চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
- জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
- আলিপুরদুয়ারে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে।
- নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি জাতীয় পর্যায়ে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টের (জুনিয়ার লেভেল এবং ২১ বছর বয়স পর্যন্ত) আয়োজন করা হচ্ছে।

- ডুয়ার্সে ফুটবল উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে।
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সহযোগিতায় জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি এলাকায় ২৫ একর জমিতে ভিডিওকন গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিস একটি আইটি হাব গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে।
- মংপু এলাকায় সিঙ্কোনা চাষের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
- হিমুল-এর মিল্ক অ্যান্ড ক্যাট্‌ল ফিড প্ল্যান্ট-এর পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
- বালুরঘাটে পশ্চিম দিনাজপুর স্পিনিং মিলের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
- ডুয়ার্সে বন্ধ চা-বাগানগুলি খোলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে ঢেকলাপাড়া চা -বাগানে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করেছে।
- আলিপুরদুয়ারের কাছে চিলাপাড়া গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এখানে হস্তশিল্পের একটি মিউজিয়াম ও বিক্রয়কেন্দ্র এবং আদিবাসীদের নৃত্য-গীত প্রভৃতির জন্য একটি মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে।
- কোচবিহারের দিনহাটায় আদাবাড়িঘাট এলাকায় একটি বৃহৎ সেতু নির্মাণের জন্য পূর্ত বিভাগের সঙ্গে আলোচনা চলছে।
- জলপাইগুড়ির রংধামালি এলাকায় তিস্তার পাড়ের ক্ষয় রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গে পর্যটনের উন্নয়নের লক্ষ্যে বন এবং পর্যটন দফতরগুলির সঙ্গে ২৬ আগস্ট, ২০১১ একটি সভা ডাকা হয়েছে।
- বালুরঘাট নাট্য আকাদেমির পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। পূর্ত দফতরের সহায়তায় বালুরঘাটের রবীন্দ্রমঞ্চেরও পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
- পূর্ত দফতরের সহায়তায় শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- কোচবিহার বিমানবন্দরকে সচল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে নিয়মিত বাণিজ্যিক উড়ান চালু হবে।
- এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সহায়তায় বালুরঘাট বিমানবন্দর চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
- আলিপুরদুয়ারে একটি উড়ালপুল নির্মাণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এই নির্মাণ কাজে ৭০ শতাংশ খরচ রেল বহন করবে এবং ৩০ শতাংশ খরচ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর বহন করবে।
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ এবছর ৬০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

বন

- এই বছর ৫ কোটি চারা গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ৯০ দিনের মধ্যে ৭০ লক্ষ চারাগাছ বিলি করা হয়েছে। আড়াই কোটি চারাগাছ বনাঞ্চলে লাগানো হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলার জঙ্গলমহল এলাকায় পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সাহায্যে প্রায় ৯০০টি পরিবারে জন্য লাক্ষা চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- নদীবাঁধ— কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বোল্ডার পিচিং করে তিন কিলোমিটার নদীবাঁধ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া ছোট ছোট চেক ড্যাম বিভিন্ন জেলায় তৈরি করা হয়েছে।
- দার্জিলিং জেলার বাগডোগরার কাছে তাইপুতে আয়ুর্বেদিক গাছ-গাছালি উৎপাদন কেন্দ্রে মান পরীক্ষার জন্য একটি ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে।
- মাথাভাঙা ও আলিপুরদুয়ারে দুটি বনজ দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গে ১৩০ হেক্টর সিট্রোনেলা ঘাস ও ১০ হেক্টর জমিতে হলুদ চাষ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে সিট্রোনেলা ঘাসের চাষ করা হয়েছে।
- বিপিএল-ভুক্ত পরিবারগুলিকে ৪০০টি বাড়ি দেওয়া হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির বীরপাড়াতে ওয়াইল্ড লাইফ চালু করা হয়েছে।
- জলপাইগুড়ির বীরপাড়ার কাছে গাড়োচিরা গ্রামে একটি নতুন প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে।

সংশোধনাগার

● বিভাগীয় মন্ত্রী সংশোধনাগারে আটক বন্দিদের স্কুল পরিদর্শন করে তাঁদের উৎসাহ দিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে এইসব বন্দিদের মধ্যে থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য তিনি কারারক্ষী ও জেলারদের যত্নবান হওয়ার নির্দেশও দেন। পাঠরত বন্দিদের মধ্যে অনেকেই এসডব্লিউ, এমসিএ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা পাঠক্রমেও পড়াশুনো করছেন।

● সংশোধনাগারের শিশু ওয়ার্ডের সুপারকে এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন রকম অসুবিধা ও বন্দিদের দুর্দশা ঘোচানোর নির্দেশ করা হয়েছে।

● সংশোধনাগারের গুদাম/স্টোর রুমগুলি হঠাৎ পরিদর্শনে যান বিভাগীয় মন্ত্রী। এই গুদামগুলিতে রাখা খাদ্যশস্যের সঙ্গে সরকারি খাতায় সংশোধনাগারে যে সব খাদ্যশস্য এসেছে বলে লেখা আছে, তা মিলিয়ে দেখেন তিনি।

● সংশোধনাগারে আটক বন্দিদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বন্দীদের অভিনীত নাটক এবং গান যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে।

● অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্মৃতিধন্য সংশোধনাগারের সেলগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে অরবিন্দ ঘোষ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আটকে রাখার সেলগুলি। বহু বিপ্লবীর আত্মদানের তীর্থ ভূমি ফাঁসির মঞ্চে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিভাগীয় মন্ত্রী।

● সংশোধনাগারে আটক বন্দিদের জন্য রান্না করা খাবারের গুণগত মান এবং স্বাদ পরীক্ষা করতে বিভাগীয় মন্ত্রী তাঁদের খাবার নিজে খেয়ে দেখেছেন।

➢ সংশোধনাগারের অন্তরালে দীর্ঘ অধ্যবসায় এবং মহলা দানের পর প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বন্দিরা এবং আলিপুর সংশোধনাগারের মহিলা বন্দিরা যৌথভাবে 'বিসর্জন' নাটক মঞ্চস্থ করেন। আসানসোল পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এই নাটক দেখে স্থানীয় দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন। অভিনয় শেষে করতালিতে ফেটে পরে গোটা প্রেক্ষাগৃহ।

➢ শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগার এবং বালুরঘাট সংশোধনাগার-সহ উত্তরবঙ্গের সংশোধনাগারগুলির উন্নয়নেও যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। বিভাগীয় মন্ত্রী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগার পরিদর্শন করে সরেজমিনে দেখে এসেছেন।

➢ সংশোধনাগারের বন্দিদের জন্য বরাদ্দ খাবার খেয়ে দেখার পাশাপাশি তাঁদের জন্য যে মেডিকেল ইউনিট স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা থাকার কথা সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা তা-ও খতিয়ে দেখেন বিভাগীয় মন্ত্রী। এরপর সিদ্ধান্ত হয় সংশোধনাগার এবং বন্দিদের জন্য নিম্নোক্ত কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার—

ক) আলিপুর সংশোধনাগারে আধুনিক শৌচাগার নির্মাণ।

খ) হাওড়া জেলা সংশোধনাগারের স্নানঘর ও শৌচাগারগুলি মেরামত।

গ) রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারে একটি জলাধার নির্মাণ।

ঘ) আলিপুর বিশেষ সংশোধনাগারে পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে আসা লোকজনের জন্য একটি ছাউনি নির্মাণ।

ঙ) প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে রান্নার জন্য গ্যাসের ব্যবস্থা।

চ) কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারের পুরোনো বাড়ি মেরামত।

ছ) আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারের চারিদিকে পাঁচিল দেওয়া।

ছ) বহরমপুর সংশোধনাগারের ২১ এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ডটির মেরামতি।

জ) বর্ধমান জেলা সংশোধনাগারের প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধি।

ঝ) কাঁথি সংশোধনাগারে অফিস-বাড়ি নির্মাণ।

জ) মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

➢ এ ছাড়া একটি উপ-সংশোধনাগার এবং একটি মুক্ত-সংশোধনাগার তৈরি করার প্রস্তাব রয়েছে।

➢ সংশোধনাগারে আটক দুঃস্থ বন্দিদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা খরচ বাবদ প্রিজনার্স ওয়েল ফেয়ার ফাণ্ড থেকে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের বিবাহ বা অসুস্থতার জন্যও অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছে।

➢ সংশোধনাগারে আটক বন্দিদের মন থেকে অপরাধপ্রবণতা সরিয়ে তাঁদের সুস্থ সমাজজীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে 'সাংস্কৃতিক থেরাপি' প্রয়োগ করা চলছে। তার সুফলও দেখা যাচ্ছে। ২২ শে শ্রাবণ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এবং ১৫ আগস্ট কলা মন্দিরে বন্দিদের অভিনীত রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'বাল্মীকির প্রতিভা' সকলের সাধুবাদ কুড়িয়েছে।

➢ সাজা শেষ হলে বন্দিদশা কাটিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে গিয়ে যাতে কোনও বন্দি আর্থিক অসুবিধার সামনে না পড়েন তার জন্য সংশোধনাগারের মধ্যেই 'সাংস্কৃতিক থেরাপি'-র পাশাপাশি তাঁদের বিভিন্ন রকমের হাতের কাজ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছে।

যুব কল্যাণ

১) ২০১১ সালের যুব উৎসব আয়োজনের জন্য রাজ্যস্তরে, জেলাস্তরে, ব্লকস্তরে, পুরসভাগুলোয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নেওয়া শুরু হয়েছে।

২) বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে রাজ্য ও জেলাস্তরে।

৩) ৮ আগস্ট, ২০১১ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণবার্ষিকী সারা রাজ্যজুড়ে পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে প্রতিটি ব্লক/ পুরসভা/ স্থানীয় বোরো কমিটি ও যুব কার্যালয়গুলিকে ১০ হাজার টাকা করে, প্রতিটি জেলাকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রের অডিটোরিয়াম হলে রাজ্যস্তরে রবীন্দ্র প্রয়াণবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

৪) এভারেস্ট জয়ী বসন্ত সিংহ রায়কে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন'-এর উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

৫) 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন' নতুন করে গঠিত হবে।

৬) খেলাধুলার যাবতীয় সরঞ্জাম কেনার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতি নেওয়া হয়েছে। যুব দফতরের আধিকারিকদের কাছে অর্থ পৌঁছে দেওয়া হবে।

৭) মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চল (লেফট উইঙ্গ এক্সট্রিমিস্ট) অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ব্লক স্তরের যুবকদের ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হবে।

৮) ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে জল ক্রীড়া (ওয়াটার স্পোর্টস), উপকূল অভিযান (কোস্টাল ট্রেকিং), জঙ্গল অভিযান (জঙ্গল ট্রেকিং) এবং 'ক্যায়াকিং'-এর আয়োজন করা হবে।

বিজ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তি

যা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা করা হবে—

১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিল : এই কাউন্সিলের গঠন পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নিয়মাবলীর সংশোধন রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটির দফতরে পেশ করা হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে পরবর্তীকালে তাঁদের নাম সম্বলিত নতুন নোটিফিকেশন প্রকাশিত হবে।

২) বিজ্ঞানভবন : পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ বান্ধব শক্তি উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডকে বিজ্ঞানভবন নির্মাণের কাজ দু'বছর আগেই দেওয়া হয়েছিল। এই নির্মাণের কাজ পূর্ত দফতরকে দেবার প্রস্তাব অর্থ দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে তাঁদের সম্মতির জন্য।

৩) ভূমি ব্যবহার মানচিত্র : পাঁচটি জেলার ভূমি ব্যবহার মানচিত্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আরও ৭টি জেলার ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৪) পানীয় জলের গুণমান এবং প্রাপ্তির পরিমাণ সম্পর্কে একটি বিশেষ মানচিত্রায়ণের কর্মসূচি ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৫) রাজ্য ভূমি ও স্থান সংক্রান্ত তথ্য পরিকাঠামো (এসএসডিআই) : এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার সংগ্রহ করার কাজে হাত দিয়েছে দফতর।

৬) বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় মহাকাশ ভিত্তিক তথ্য সহায়তা : এই প্রকল্পটির জন্য অর্থের জোগান দেবে ভারত সরকারের মহাকাশ দফতরের আইএসআরও (ISRO)। এই প্রকল্পটিও পরিকল্পনার স্তরে রয়েছে।

৭) বৃষ্টিপাতের ও বন্যার পূর্বাভাস : প্রকৃত সময় ভিত্তিক বৃষ্টিপাত এবং বন্যার পূর্বভাসের ক্ষমতা নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইসরো-র উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মহাকাশ প্রয়োগ কেন্দ্রের সহায়তায় কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

৮) বন্যায় যে সমস্ত স্থান ডুবে যাওয়ার সম্ভবনা আছে সে সম্পর্কিত মানচিত্র : এই উদ্দেশে নমুনা নির্মিত হয়েছে। নিয়মিত ভিত্তিতে এই ধরনের মানচিত্র তৈরির ক্ষমতা গঠনের প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে।

৯) গবেষণা ও উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর ২৭টি প্রকল্পে অর্থ সহায়তা করেছে। আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প অর্থ দফতরের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে।

১০) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছে। যেমন দীঘা-জুনপুট উপকূল সংলগ্ন সমতলের ভৌগলিক ও পরিবেশ গত তথ্য আহরণ, বন্যাপ্রবন এলাকায় নদীগুলির গতিপথের পরিবর্তন সংক্রান্ত সমীক্ষা, পার্বত্য অঞ্চলের **ইকো সিস্টেমের** সমীক্ষা, ফিসারি সমূহ এবং সেরিকালচার সম্পর্কিত তথ্যভিত্তি গঠন, **আরএস, জিআইএস** ইত্যাদি বিষয়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রভৃতি।

কারিগরি শিক্ষা

যৌথ উদ্যোগ

রাজ্য সরকার ও ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিসের মধ্যে ২৫ জুলাই, ২০১১ একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতা অনুসারে ফিকি আইটিআই ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নের স্বার্থে সহায়তা করবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অন্যান্য কারিগরি প্রশিক্ষণ দানে তারা সাহায্য করবে।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে (পিপিপি মডেল) নিশ্চিত কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/বিপিও, ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে রিটেল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে দার্জিলিং জেলার কালিম্পংয়ে চিত্রভানু ইনস্টিটিউট অফ ক্রাফট-এ কাজের ব্যবস্থা করা হবে।

পলিটেকনিক শিক্ষা

- দীর্ঘ দিন ধরে একই সংস্থা/এলাকায় কর্মরত এমন কর্মীদের জন্য একটি নতুন পলিটেকনিক নীতি গৃহীত হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য একটি সেল গঠিত হবে। যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করে হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী কাজের সন্ধান পাবেন। বাকিরা ক্যাম্পাসিংয়ের মধ্য দিয়ে চাকরি পাবেন।
- কোচবিহারের তুফানগঞ্জে একটি নতুন পলিটেকনিক গড়া হবে। পূর্ত দফতরকে এই কাজে সাহায্য করতে বলা হয়েছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এবং ডায়মণ্ডহারবারে নতুন পলিটেকনিক গড়তে কেন্দ্রীয় সরকারি অর্থ মঞ্জুর হয়েছে। এই উদ্যোগের অন্যতম সাহায্যকারী সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর।
- পলিটেকনিকে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ স্বচ্ছতা রাখার জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে কাউন্সেলিং করা হয়েছে। কোন পলিটেকনিকে আসন সংখ্যা কত সেটাও বড় বড় ডিসপ্লে বোর্ডে লিখে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই পছন্দমতো সংস্থায় ভর্তির সুবিধা পেয়েছেন।
- মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ে নতুন সরকারি পলিটেকনিক তৈরির জন্য নকশা ও ব্যয়বরাদ্দ তৈরি করে অর্থ দফতরকে দেওয়া হয়েছে। এই কলেজের জন্য জমি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আইটিআই শিক্ষা

- ইটাহার, রামপুরহাট এবং চেঙ্গাইলে তিনটি নতুন সরকারি আইটিআই গড়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বাড়ি তৈরির কাজ।
- সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের সহায়তায় পাঁচটি নতুন আইটিআই হবে হাওড়ার বাউড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট এবং মন্দিরবাজার, উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া এবং মালদহের কালিয়াচকে। কেন্দ্রীয় সরকারি সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

- অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানে সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক এবং আহমেদাবাদ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্সের যৌথ উদ্যোগে একটি পোশাক তৈরির মেশিনচালিত এমব্রয়ডারির কাজে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই রকম ২০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, পাঠ্য সামগ্রী, সার্টিফিকেট এবং চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে প্রতিবার প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশেরই কর্মসংস্থান হচ্ছে।
- অনিয়মিত প্রশিক্ষণ দানের অভিযোগ উঠেছে ১১৩টি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজকর্ম এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি খতিয়ে দেখতে নজরদারি রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- অষ্টম শ্রেণি এবং দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের পিপিপি মডেলে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে তাদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা এবং শতকরা ১০০ ভাগেরই চাকরির ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জলসম্পদ উন্নয়ন

জল ধরো জল ভরো—

রাজ্যজুড়ে বছরভর সেচের জন্য জল সরবরাহ, পানীয় জলের অভাব এবং একই সঙ্গে মৎস্যচাষ, এই তিনটিকে এক সঙ্গে যুক্ত করে এক অভিনব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তার নাম **'জল ধরো জল ভরো'**। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে মূলত জল সেচের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন এলাকায় একাধিক জলাধার, চেক ড্যাম প্রভৃতি গঠন করে এবং যে সব জলাধার দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে সেগুলিকে আরও বেশি জল ধারণের সক্ষম করে তালার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভূপৃষ্ঠে প্রবাহমান জলধারা, বৃষ্টির জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক জল সম্পদের উৎসকে প্রভাবিত করে এই জল বিভিন্ন জলাধারে বন্দি করা হচ্ছে। তারপর এই জলাধারগুলি থেকে বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকছে। একই সঙ্গে ওই জলাধারে মৎস্য চাষের আয়োজন করে কর্মসংস্থান এবং মৎস্য উৎপাদনেরও একটা সম্ভাবনা থাকছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে কেন্দ্রীয় জল-সম্পদ মন্ত্রকের কাছে ৫০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার।

ক্রমিক	জেলা	জমি				পরিকাঠামো	মোট জমি	পরিকল্পনা খরচ
নং		৫হেক্টর	৩০হেক্টর	৪০হেক্টর	৫০হেক্টর		(হেক্টর)	(লক্ষ টাকা)
১	জলপাইগুড়ি	৫০	০	০	১০	**৬০**	**৭৫০**	**৮০০.০০**
২	দার্জিলিং (শিলিগুড়ি)	৭	০	০	১৪	**২১**	**৭৩৫**	**৭৭৯.৮০**
৩	বর্ধমান	৬০	২৫	০	১০	**৯৫**	**১,৫৫০**	**১,৬৪৯.০০**
৪	বীরভূম	০	৭০	০	১০	**৮০**	**২,৬০০**	**২,৭৫৬.০০**
৫	পঃ মেদিনীপুর	০	০	০	২০	**২০**	**১,০০০**	**১,০৬০.০০**
৬	বাঁকুড়া	০	০	৭৫	০	**৭৫**	**৩,০০০**	**৩,১৮০.০০**
৭	পুরুলিয়া	০	০	০	৫০	**৫০**	**২,৫০০**	**২,৬৫০.০০**
	মোট	**১১৭**	**৯৫**	**৭৫**	**১১৪**	**৪০১**	**১২,১৩৫**	**১২,৮৭৪.৮০**

নীতি—

১) উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণের জন্য শিলিগুড়িতে পুরো সময়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে অফিসার নিয়োগ।

২) রাজ্য জল তদন্ত ডিরেক্টরেটে সিনিয়র জিওলজিস্ট ও জিওলজিস্টের শূন্য পদগুলি পূরণ। এর ফলে ডিরেক্টরেট আরও শক্তিশালী হয়েছে।

৩) দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য জল তদন্ত ও উন্নয়ন ডিরেক্টরেটের পূনর্গঠন।

৪) সিনিয়র অফিসারদের দিয়ে অফিস-পর্যবেক্ষণ করানোর পদ্ধতি চালু।

৫) ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পগুলির জন্য নতুন নতুন এলাকা-সন্ধান নীতি গৃহীত। যাতে প্রযুক্তি, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬) এমএনআরইজিএস প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার জন্য জলসম্পদ উন্নয়ন ডিরেক্টরেটের কার্যকলাপ স্থির করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে গাইডলাইন।

৭) ভূ-গর্ভস্থ জলবন্টনের পদ্ধতি সংশোধন করা হয়েছে। শিল্পের জন্যে কূপ খননের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখন শিল্পের জন্য ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহারের বিষয়টি রাজ্য সরকারের উচ্চপর্যায়ের কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

৮) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির সম্পত্তির হস্তান্তর আর পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির হাতে করা হচ্ছে না। এখন সরাসরি সেইসব সম্পত্তি তুলে দেওয়া হচ্ছে বেনিফিসিয়ারি কমিটির হাতে। সেই বেনিফিসিয়ারি কমিটির পরিচালন বোর্ডে মহিলাদের ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে।

৯) নেওয়া হয়েছে **জল ধরো আর জল ভরো** কর্মসূচি। তার লক্ষ্যে জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্যে প্রচুর ট্যাঙ্ক বানানো হয়েছে। বাঁধের জল ছাড়ার উপর নিয়ন্ত্রণ ও ভূ-স্তরের উপর জল সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন খাত থেকে এই প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের কাছে ৫০ কোটি টাকার প্রকল্প-প্রস্তাবও জমা দেওয়া হয়েছে।

১০) জঙ্গলমহল এলাকার বিশেষ প্রকল্পগুলির রূপায়ণের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন নদীর জলস্তর বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

১১) জলসম্পদ এবং খরা নিয়ন্ত্রণ মিশনের নিয়মাবলী স্থির করা হয়েছে।

১২) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের উন্নয়নের কাজে গতি আনার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৩০ কোটি ডলার অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে ভারত সরকারের চুক্তিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

১৩) যাবতীয় এমআই কাঠামোকে ডিজেল থেকে বিদ্যুতে পরিবর্তিত করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

১৪) ৯ কোটি টাকা ব্যায়ে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ৩৪টি নতুন এমআই কাঠামো বানানো হয়েছে।

১৫) আরকেভিওয়াই প্রকল্পে ক্ষুদ্র-সেচের প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ। খরচ হয়েছে ১৩ কোটি টাকা।

ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যবেক্ষণ

ভূগর্ভস্থ জল স্তরের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য বছরের জানুয়ারি, এপ্রিল, আগস্ট ও নভেম্বর মাসে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যবেক্ষণের একটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। প্রতি বছরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো ২০০০টি স্থায়ী হাইড্রোগ্রাফ কেন্দ্র (পিএইচএস)-র মাধ্যমে ওই নজরদারি চালানো হয়। এই তথ্যাদি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার ভূগর্ভস্থ জল-পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করে, সহায়তা করে আগামী দিনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রেও। একই ভাবে বছরে দু-বার নভেম্বর ও এপ্রিল মাসে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জলের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণেরও একটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। যে নমুনাগুলি ওইসব স্থায়ী হাইড্রোগ্রাফ কেন্দ্র থেকে বা কমবেশি প্রায় সমান গভীরতার আশপাশের কূপগুলি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এইসব তথ্যগুলি বিশ্লেষণের পর নির্দিষ্ট সময় অন্তর রিপোর্ট তৈরি করা হয় এবং তা যথাযথ জায়গায় পেশ করা হয়। জল সম্পদের সমীক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্যে ইতিমধ্যেই চালু কলকাতার কেন্দ্রীয় গবেষণাগার এবং বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বহরমপুর ও জলপাইগুড়ির চারটি আঞ্চলিক রাসায়নিক গবেষণাগার (স্থায়ী হাইড্রোগ্রাফ কেন্দ্র থেকে জোগাড় করা জলের নমুনার রায়াসনিক বিশ্লেষণের জন্য) ছাড়াও বারাসাত, ডায়মণ্ডহারবার, কৃষ্ণনগর, মালদহ, রায়গঞ্জ, কোচবিহার, পুরুলিয়া ও সিউড়িতে ৮টি নতুন গবেষণাগার অনুমোদিত হয়েছে। বারাসাত, ডায়মণ্ডহারবার, মালদহ, সিউড়ি এবং কৃষ্ণনগরে আঞ্চলিক রাসায়নিক ও হাইড্রোলজিক্যাল ল্যাবেরটরিগুলো কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। বাকি গবেষণাগারগুলির কাজকর্ম শীঘ্রই শুরু হবে। নবগঠিত গবেষণাগারগুলি চালানোর জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু কিছু পদ ইতিমধ্যেই প্রমোশনের ভিত্তিতে পূরণ করা হয়েছে। বাকি পদগুলিও পূরণ করার কাজ চলছে। বিভিন্ন জেলায় নবগঠিত গবেষণাগারগুলির জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কেনার বিষয়টিও অনুমোদিত হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বসানোর কাজও শুরু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০১১-১২ অর্থবর্ষেই এই কাজ শেষ হবে।

গণসচেতনতা কর্মসূচি

২০০৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ (পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণ) আইনটি রূপায়ণের জন্যে যা প্রয়োজন, সেই ভূগর্ভস্থ জল যাতে অপচয় রোধ করার লক্ষ্যে লাগাতার প্রচার ও গণসচেতনতা কর্মসূচি শীঘ্রই শুরু হবে।

ক্ষুদ্র সেচ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের নিবন্ধীকরণ (আরএমআইএস)

ক্ষুদ্র সেচে অন্যান্য কাজ ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প তৈরির লক্ষ্যে যথাযথ তথ্য-সহায়তা পেতে চলতি বছরেই পঞ্চম এমআই গণনা করবে রাজ্য জল-সম্পদ উন্নয়ন দফতর।

নাবার্ডের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য

আরআইডিএফ-পঞ্চদশ—২০০৯-১০ অর্থবর্ষে ৮৪৭০.০৯ লক্ষ টাকা খরচ করে ১২৮৬টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে

নাবার্ড। ওই প্রকল্প শেষ হওয়ার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০১২ সালের ৩১ মার্চ। ১২৮৬টি প্রকল্পের মধ্য থেকে ১৪টি প্রকল্পকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ৮টি মিডি আরএলআই-এর কাজ শেষ হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি মিডি আরএলআই-এর কাঠামো (যার সেচ-ক্ষমতা ২৪০ হেক্টর) চলতি বছরের ৩১ মার্চ বেনিফিসিয়ারি কমিটিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি প্রকল্পগুলির কাজ চলছে। সবকটি প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ২২,৮০৪ হেক্টর জমিতে জলসেচের ক্ষমতা সৃষ্টি হবে।

আরআইডিএফ- ষষ্ঠদশ (প্রথম পর্যায়)—১০,৬০৭.৩১ লক্ষ টাকা খরচ করে বিভিন্ন ধরনের মোট ৩,০৭৬টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দফতর। ওই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হওয়ার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য হয়েছে ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে অতিরিক্ত এমআই সেচের ক্ষমতা আনুমানিক ৪০,৫১০ হেক্টরের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য হয়েছে।

কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ও জল নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (সিএডি অ্যাণ্ড ডব্লিউএম)

পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলমহলে ৯,২০০ হেক্টর জমিতে সেচের জন্য ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে খাল খনন করা যাবে বলে লক্ষ্য ধার্য হয়েছে। বাকি ১,১৮৭ হেক্টর জমিতে বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ২০১১-১২ অর্থবর্ষেই মাওবাদী অধ্যুষিত ব্লকগুলি সহ কংসাবতী সিএডিএ-তে ২২৮ হেক্টর, দামোদর উপত্যকার সিএডিএ-তে ৬৮৩ হেক্টর ও ময়ূরাক্ষী সিএডিএ-তে ২৭৬ হেক্টর জমিতে সেচের লক্ষ্য রয়েছে।

উন্নততর সেচ-সুবিধা কর্মসূচি (এআইবিপি)

খরাপ্রবণ ব্লকগুলিতে শুধুমাত্র যেসব এমআই প্রকল্প ৫০ হেক্টরের চেয়ে বেশি জমিতে সেচ করতে পারে, সেগুলিই এআইবিপি প্রকল্পের আওতায় থাকবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের কাছে ৫০ কোটি টাকার প্রকল্প-প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে। এখন তা জলসম্পদ মন্ত্রক (এমওডব্লিউআর) ও যোজনা কমিশন খতিয়ে দেখছে।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের উন্নততর উন্নয়ন (ডব্লিউবি এডিএমআইপি)

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজ্যের ভুগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের জলসম্পদের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত হয়েছে। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে বিভিন্ন এমআই কাঠামোগুলিকে উন্নয়ন করে ৫ হেক্টর এবং তার বেশি কম্যাণ্ড এরিয়াতে সেচের লক্ষ্যে পৌঁছোনো যাবে। সমবায় ভিত্তিক সেচ পরিচালন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে জলসেচের সুফলগুলি পেয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা যাতে তাঁদের কৃষিভিত্তিক রোজগার বাড়াতে পারেন, ওই প্রকল্পে সে ব্যাপারে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। চাষ-বাস ছাড়াও তাঁরা আর কীভাবে রোজগার বাড়াতে পারেন, তারও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকল্পের ভবিষ্যৎ

আনুমানিক ১,৩৮০ কোটি টাকা খরচ করে সিসিএতে অতিরিক্ত ১,৩৮,৯০১ হেক্টর জমিতে সেচ করার জন্য ৪,৬৬০টি গ্রুপে ১৪,১৮৭টি এমআই কাঠামো বানানো হবে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও ত্রাণ

- গ্রামাঞ্চলে কলোনিগুলির উন্নয়নে ইতিমধ্যেই ভারত সরকার ৫.২৪ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। এই কাজ সুসম্পন্ন করার সংশাপত্র জমা দেওয়া হলে, আরও ২২ কোটি টাকা অনুদান পাওয়া যাবে বলে প্রতিশ্রুতিও মিলেছে।
- এই অনুদানের টাকায় ইতিমধ্যেই শরনার্থীদের কলোনীগুলির উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদানের দিকে তাকিয়ে ইতিমধ্যেই ২.৮ কোটি টাকা এই কাজে খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় বিনামূল্যে ৪৩০টি জমির দলিল বিতরণ করা হয়েছে।
- দুর্গাপুর পুরসভাকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য একটি জলাধার তৈরি করতে জমি লিজ দেওয়া হয়েছে।
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কয়েকটি স্কুলকে লিজে জমি দেওয়া হয়েছে। লিজে জমি দেওয়া হয়েছে ২টি সমাজসেবী সংস্থাকেও।
- মৎস্যজীবীদের কো-অপারেটিভ সোস্যাইটিকে একটি পুকুর এবং শরণার্থীদের দোকানঘর সম্বলিত একটি বাজার থেকে এই দফতর অর্থ আয় করেছে।

আগামী দিনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

- যে সমস্ত শরণার্থী পরিবার আজও জমি পাননি, জমি বিলির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- আলিপুরদুয়ার এবং নদীয়ার ফুলিয়া শহরের যে সব কলোনী রয়েছে সেগুলি বিধিবদ্ধ করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- কিছু দিনের মধ্যেই হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকায় বেলগাছিয়া মৌজার বেলগাছিয়া কিসমত স্কোয়াটার্স কলোনীকে বিধিবদ্ধ করার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ১১,৭১,৩৯৪ টাকা খরচ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ক্রীড়া

১) চলতি বছরের ১৯ জুন কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলাধূলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য অবদানের জন্যে ১৭০ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হয়েছে। সন্তোষ ট্রফি বিজয়ের জন্যে বাংলার গোটা ফুটবল টিমকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

২) কলকাতা, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ স্টেডিয়াম এবং ক্রীড়াঙ্গণ গত দু'মাসে ক্রীড়ামন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শণ করেছেন।

৩) গত জমানার শাসক দলের মদতে পুরোপুরি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হাতে চলে গিয়েছিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণ। তার ফলে ওই ক্রীড়াঙ্গনের নিরাপত্তা ও শান্তি ক্ষুন্ন হয়েছিল। ওই ক্রীড়াঙ্গণের ভেতরের অনেকাংশই এতদিন বেআইনি দখলদারদের হাতে ছিল। হুকা বার, বাসের বেআইনি পার্কিং আর চুরি চামারির ঘটনা নিত্যদিন লেগে থাকতো যুবভারতীর ক্রীড়াঙ্গণে। সেই বেআইনি দখলদারির ৮০ শতাংশই মুক্ত হয়েছে। দিন ও রাতে সর্বক্ষণ ওই ক্রীড়াঙ্গণের ভেতরে বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মজবুত করা হয়েছে।

৪) চলতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে, তার প্রেক্ষিতে ক্রীড়াঙ্গণের মেরামত ও পুনর্গঠনের কাজ ১৫ আগস্টের মধ্যেই শেষ হতে চলেছে। ওই কাজকর্ম দেখভাল করছে যৌথভাবে পিডব্লিউডি এবং এইচআরবিসি।

৫) এতদিন সবকটি জেলার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনগুলো চলে গিয়েছিল সমাজবিরোধী ও ক্যাডারদের হাতে। তারাই ওই স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনগুলি চালাতো। ক্রীড়াদফতর তার অধিকাংশেই নিজের কর্তৃত্ব ফের কায়েম করতে পেরেছে। তবে দু-একটি জেলা বাদ দিয়ে এ ব্যাপারে জেলাশাসক বা এসডিওদের ভূমিকা উৎসাহজনক নয়।

৬) অ্যাথলেটিক, অ্যাকোয়াটিক, ব্যাডমিন্টন, তিরন্দাজি, বক্সিং, জিমনাস্টিক, ফুটবল, ক্যারাটে, লনবল, শ্যুটিং, টেবিল টেনিস, ভলিবলের মতো ক্রীড়া ক্ষেত্রের বিভিন্ন ইভেন্টকে সার্বিকভাবে স্পনসর করার কাজ শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে বাড়তি উৎসাহদানও।

৭) ৫০ জনেরও বেশি ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে তাঁদের খেলাধূলার মান বজায় রাখার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। মূলত ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগ ও আন্তরিকতাতেই শেখ মোমতাজ, সুস্মিতা সিংহ রায় এবং সৌরভ চক্রবর্তীর মতো প্রতিভাধর ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া রোখা গিয়েছে।

৮) অন্তত ১ হাজার খেলোয়াড় ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার জন্য নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সপ্তাহে রোজ এবং দিনের সর্বক্ষণের জন্য একটি কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে।

৯) চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত সমাজবিরোধী ও ক্যাডারদের হাতে চলে যাওয়া কিশোরভারতী স্টেডিয়াম, দমদমের সুরের মাঠ এবং হাওড়ার ডুমুরজোলা স্টেডিয়ামে আবার নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েমের প্রয়াস শুরু করেছে ক্রীড়া দফতর।

১০) নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কন্ট্রোলরুমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি এসি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছেন। যা সপ্তাহে রোজ এবং দিনের সর্বক্ষণ চালু থাকছে।

১১) ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়া ময়দানের আর কোনও ক্লাবেই খেলোয়াড়দের পোশাক বদলানোর জন্য তাঁবুতে কোনও ঘর ছিল না। এখন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তার জন্যে আলাদা দু'টি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে।

১২) সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলার ফুটবল দল এবং জঙ্গলমহলের খেলোয়াড়দের নিয়ে যে লালগড় ও নেতাই জঙ্গলমহল প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে অন্তত ৫০০টি ফুটবল ও ২০০টি ট্রাকশ্যুট বিতরণ করা হয়েছে। চলতি বছরের ২৬ জুন ওই প্রদর্শনী ম্যাচ দেখতে হাজির ছিলেন প্রায় ২৫ হাজার মানুষ।

১৩) কোচবিহারে স্যুইমিং পুলের জন্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৪) ১০ হাজার ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের জন্য ইতিমধ্যেই মাথাপিছু ১ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা ও দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিমা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৫) ২০০৮-'০৯ সালে পঞ্চায়েত যুব ক্রীড়া আউর খেল অফিযান (পিওয়াইকেকেএ) নামে একটি প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে দশ বছরের মধ্যে দেশের সব গ্রাম ও ব্লক পঞ্চায়েতে ধাপে ধাপে সব খেলার মাঠের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ওই প্রকল্পে রাজ্যগুলির গ্রাম ও ব্লক পঞ্চায়েতের খেলার মাঠের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বার্ষিক দশ শতাংশ এবং সীমান্তবর্তী জেলা ও বিশেষ সুবিধাভুক্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কাজে বার্ষিক কুড়ি শতাংশ করে হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ওই প্রকল্পে ব্লক, জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মহিলা ও আন্তস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্যও অর্থবরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পটি সব রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত এলাকায় রূপায়িত হচ্ছে।

১৬) চার প্রতিবন্ধীকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদে অস্থায়ীভাবে অ্যাড হক ভিত্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে।

১৭) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে ক্রীড়া পর্ষদ পুনর্গঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে খেলাধূলার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে একই ছাতার তলায় আনা হয়েছে।

১৮) ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস ও কবাডির মতো বেশ কয়েকটি ক্রীড়া সংস্থায় অভ্যন্তরীন কোন্দল-সংঘর্ষ ও সংস্থায় সংস্থায় পারস্পরিক রেষারেষি ছিল। এখন বারবার বৈঠকের পর আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সেই বিরোধ প্রায় মিটেই গিয়েছে বলা যায়। শীঘ্রই ওইসব বিরোধের পুরোপুরি নিষ্পত্তি হবে।

১৯) প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আন্তঃমাদ্রাসা স্কুল-স্তরের প্রতিযোগিতায় ৫০ হাজার টাকা করে প্রতিযোগিতা পিছু বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০) নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রচুর দুর্নীতি হত। সেসব বন্ধ করা হয়েছে।

২১) স্কুলের পাঠ্যক্রমে ক্রীড়া ও শারীর শিক্ষাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত করায় আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

২২) যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণের বিভিন্ন 'টিয়ার'-এ জলের প্রচন্ড অভাব ছিল। সে সব মেটানো হয়েছে।

২৩) এসটিএডিইএল কর্তৃপক্ষের একটি সুইমিং পুল রয়েছে, যা সাঁতারু ও ক্রীড়াবিদরা সপ্তাহে পাঁচ দিন বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারছেন।

২৪) ভূয়ো সংস্থাকে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক অনুদান দেওয়াটা বিগত জমানায় রেওয়াজ ছেড়ে গিয়েছিল।

২৫) সেই পদ্ধতি পুরোপুরি বন্ধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী সংশোধন করা হয়েছে। এখন প্রতিটি আবেদন ধরে ধরে পরীক্ষা করে, স্বচ্ছতার মাধ্যমে আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

২৬) বেলেঘাটা সুইমিং পুলটি পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হয়েছে।

২৭) উত্তরবঙ্গে মহকুমা-স্তরে আদিবাসী টুর্নামেন্টের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২৮) ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য কলকাতা পুলিশকে দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

২৯) ক্রীড়া ডিরেক্টরেটের ধারণাটিতে ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি উপকৃত হবেন আমজনতাও।

৩০) নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের উপায়-আদায় কিছুটা বেড়েছে। ক্রীড়া পর্ষদের ক্রমবর্ধমান খরচও আমরা যতটা সম্ভব কমাতে পেরেছি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১) ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতি থাকবে না। আমরা প্রকৃত ক্রীড়ায় আগ্রহী।

২) যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে খেলাধূলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জঙ্গলমহলের প্রায় ৩০০ খেলোয়ারকে ২০ জন কোচ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৩) সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ঢেলে সাজানো হবে বিভিন্ন স্টেডিয়ামকে। স্টেডিয়ামের মূল কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে ও ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ওইসব স্টেডিয়ামের একাংশকে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করা হতে পারে।

৪) গান্ধী মূর্তির আশেপাশে ময়দানের খেলোয়াড়দের হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পরে কাছে-পিঠে পরিষ্কার জলের অভাবে কর্দমাক্ত জলেই গা-হাত-পা ভেজাতে হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহৃদয়তার সঙ্গে এই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করবেন।

৫) খসড়া ক্রীড়ানীতি জমা দেওয়া হয়েছে।

এক ঝলকে যুব দফতর

১) গত ২৫ শে মে, ২০১১ রাজ্য ও জেলাস্তরে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে।

২) গত ৮ আগস্ট, ২০১১ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু বার্ষিকী সারা রাজ্যজুরে পালন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণদিবস অনুষ্ঠান পালন করতে প্রতিটি ব্লক/ পুরসভা/ স্থানীয় বোরো যুব কার্যালগুলিকে ১০ হাজার টাকা করে, প্রতিটি জেলাকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এবং কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্র অডিটোরিয়াম হলে রাজ্যস্তরে রবীন্দ্র মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপনের জন্য ১ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

৩) এভারেস্ট জয়ী বসন্ত সিংহ রায়কে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন'-এর উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

৪) 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন' নতুন করে গঠিত হবে।

৫) ২০১১ সালের যুব উৎসব আয়োজনের জন্য রাজ্যস্তরে, জেলাস্তরে, ব্লকস্তরে, পুরসভাগুলোয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবং এই উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নেওয়া শুরু হয়েছে।

৬) খেলাধুলার যাবতীয় সরঞ্জাম কেনার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতি নেওয়া হয়েছে। যুব দফতরের আধিকারিকদের কাছে অর্থ পৌঁছে দেওয়া হবে।

৭) মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চল অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ব্লক স্তরের যুবকদের ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হবে।

৮) ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে জল ক্রীড়া (ওয়াটার স্পোর্টস), উপকূল অভিযান (কোস্টাল ট্রেকিং), জঙ্গল অভিযান (জঙ্গল ট্রেকিং) এবং 'ক্যায়াকিং'-এর আয়োজন করা হবে।

সুন্দরবন উন্নয়ন

বিশ্বের সেরা ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল সুন্দরবন এলাকার মানুষ, তাঁদের জীবনযাত্রা, বনজ সম্পদ, এবং বন্যপ্রাণ-সহ নদীমাতৃক এই এলাকার সমাগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট তৈরি, সেতু নির্মাণ, বিদ্যালয় তৈরি, জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি। আয়লা বিধ্বস্ত এমন অনেক এলাকা এবং সেখানকার বাসিন্দারা রয়েছেন যাঁরা ত্রাণ বা সাহায্য বলতে প্রায় কিছুই পাননি। রাজ্যের এইসব বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার।

আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর সাম্প্রতিক প্রকৃতিক বিপর্যয়ে দ্বিতীয় দফায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুন্দরবন এলাকার বহু নদী বাঁধ। সেচ, ত্রাণ ও সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর এই বাঁধগুলি দ্রুত মেরামত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান পরিবহণ নদী পথে নৌকায়। এই পরিবহন ব্যবস্থা যাতে নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন হয়, তার জন্যেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্যজীবী মানুষদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

সেতু নির্মাণ—

পিয়ালি, সুতারভাঙ, সপ্তমুখী, আল্লাগাছি ক্যানেল, মৃদঙ্গভাঙা, শান্তিকরি খাল প্রভৃতি নদী এবং খালের উপর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়ন—

১৫টি পিচের রাস্তা, ১১০টি ইটের রাস্তা, ৭টি কংক্রিটের রাস্তা, ৩২টি পাকা জেটি, তিনটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ৩৮৯টি টিউবয়েল, দুটি ইকো টুরিজম প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে জলাধার এবং পুকুরগুলি খনন করে আরও গভীর করার কাজ চলছে।

ঝড়খালিতে মৎস্যজীবীদের জন্য বেশকিছু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে রয়েছে মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ দান প্রকল্প।

সবুজ এবং জঙ্গল বাঁচানোর পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

বাঘের হানায় মৃতদের বিধবাদের উন্নয়ন—

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে নিহত মানুষদের বিধবা স্ত্রীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'টাইগার উইডোস' নামে একটি বিশেষ প্যাকেজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। ঠিক কতজন এইরকম বিধবা সুন্দরবন অঞ্চলে আছেন তাঁদের সংখ্যা নিশ্চিত হতে শুরু হয়েছে সর্বেক্ষণ।

আয়লা মোকাবিলায় সরকারি ব্যবস্থাপনা—

আয়লা বিধ্বস্ত এলাকায় বাঁধগুলি পুনর্নির্মাণ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আয়লা বিপর্যস্ত এলাকাগুলিতে ৫,৭০০ একর জমিতে (৪,০০০ একর দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ১,৭০০ একর উত্তর ২৪ পরগনা) নতুন করে বাঁধ নির্মাণ করা হবে। আয়লা-দুর্গতদের জন্য বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা করার প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সেচ ও জলপথ দফতর এবং অর্থ দফতরের বিবেচনা ও জরুরি পদক্ষেপের জন্য পাঠানো হয়েছে। আয়লা দুর্গতদের গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার ৯ আগস্ট ২০১১ তারিখে ৮৮ কোটি টাকা অনুমোদন করে। এর ফলে সর্বমোট ১৭১ কোটি টাকার পুরোটাই সরকার মিটিয়ে দিল।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে বেশ কিছু জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর

- বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে একটি খসড়া পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। ওই খসড়াটি দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ২০১১-১২ আর্থিক বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য আর্থিক বরাদ্দ চূড়ান্ত করতে যোজনা কমিশনের কাছ থেকে অনুমোদন চাওয়া হয়েছে।
  ইতিমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। তাতে যোজনা কমিশনের কাছ থেকে ২০১০-১১ আর্থিক বছরের জন্য যে পঞ্চাশ কোটি টাকা এককালীন অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য মিলেছিল ২০১১-১২ আর্থিক বছরে সেই সাহায্য বাড়িয়ে ১৪৪.৮০ কোটি টাকা করার আবেদন করা হয়েছে।

- **ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যান**—
  ইতিমধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুরের মাওবাদী অধ্যুষিত ১১টি ব্লকে যোজনা কমিশনের অনুমোদন অনুযায়ী অর্থ সাহায্যে বেশকিছু প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১০ থেকে জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত এই খাতে ২৫ কোটি টাকা মিলেছে এবং ২০১১-১২ আর্থিক বছরের জন্য মিলেছে প্রথম কিস্তির ১০ কোটি টাকা। ওই এলাকায় প্রস্তাবিত ৬,৪৩৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৭০টি সম্পন্ন করা গেছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সেচের জন্য খাল খনন, গ্রামীণ শস্য ব্যাঙ্ক নির্মাণ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি, আশ্রম হস্টেল, রাস্তা তৈরি, লোধা সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ নির্মাণ, পানীয় জল এবং সেচের জন্য গভীর নলকূপ খনন প্রভৃতি। আরও ৮২টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে, যার জন্য খরচ হবে ৫.১১ কোটি টাকা। উপরন্তু আরও ৩৬২টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। যার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৪.৮৮ কোটি টাকা।

- **জেলা মানবোন্নয়ন**—
  পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলির মানবোন্নয়ন রিপোর্ট ইতিমধ্যেই মুদ্রিত হয়েছে এবং তা প্রচার করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের মানবোন্নয়ন রিপোর্ট মুদ্রণের কাজ চলছে। এরপরেই বর্ধমান এবং নদীয়া জেলার রিপোর্ট প্রচার করা হবে।

- **ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সাহায্যে রাজ্যের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়ন—**
  মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে এই সংক্রান্ত একটি বৈঠকে পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। এবং রিপোর্টটি ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অধীন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রূপায়ণ মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে।

- জেলা স্তরে পরিকাঠামোগত সমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ৫ বছর প্রতিটি জেলাকে এক কোটি টাকা করে দেবে। এই টাকায় জেলাগুলির কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো হবে তার জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে এবং সেটি বিতরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই উত্তর দিনাজপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের জন্য প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। হাওড়া, বাঁকুড়া, কোচবিহার এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রকল্পগুলি চূড়ান্ত হয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিকেও তাদের উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করে অনুমোদনের জন্য দ্রুত পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই অর্থ দফতর এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর এই উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের কাছ থেকে প্রথম কিস্তির বরাদ্দ চেয়ে আবেদন জানিয়েছে।

- কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট স্ট্রাটেজিক স্ট্যাটিসটিক্যাল প্ল্যান- এর একটি চুক্তি স্বাক্ষর হবার অপেক্ষায় রয়েছে। মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিতে এই চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হয়ে গেলেই সেটি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা মন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই চুক্তিতে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত ২০টি প্রধান কর্মকান্ড রাখা হবে।

- রাজ্য এবং জেলাস্তরে কমিটি গঠন করে ষষ্ঠ ইকনমিক সেন্সাস করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকরা কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা মন্ত্রকের কাছ থেকে নির্দেশিকা পাবেন।

- **বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প—**

  বিধায়কদের এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ প্রাপ্য প্রথম কিস্তির (বিধায়ক পিছু ৩০ লক্ষ টাকা) টাকা অনুমোদনের জন্য অর্থ দফতরকে বলা হয়েছে। মাননীয় বিধায়কদের এলাকা উন্নয়নের পরিকল্পনার সুপারিশ জেলা শাসকদের কাছে পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। বরাদ্দ অর্থ পাওয়া গেলেই জেলা শাসকরা এই প্রকল্পগুলির চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন।

- **উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ—**

  উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর নামে একটি নতুন দফতর সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার অধীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদকে আরও ভালোভাবে কাজ করার জন্য ব্যয়বরাদ্দ ৬০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

ক্রেতা সুরক্ষা

সাফল্য এবং লক্ষ্যমাত্রা—

ক্রেতা সুরক্ষা দফতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজ্যের নাগরিক স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে যুক্ত। দফতরের গুরুত্ব বিবেচনা করেই বর্তমান সরকার একজন ক্যাবিনেট স্তরের মন্ত্রীকে এই দফতরের দায়িত্ব দিয়েছে, যাতে বিভাগীয় মন্ত্রী ক্রেতা অধিকার, ন্যায্যভাবে ব্যাবসা করা এবং নাগরিকদের মধ্যে ক্রেতা সচেতনতা গড়ে তোলার বিষয়গুলি নিয়ে যাতে গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে পারেন। ইতিমধ্যেই এই দফতর যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে সেগুলি হোল—

- প্রায় ৭০০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী ১০০ দিনের মধ্যে আরও ১,০০০টি মামলার নিষ্পত্তি হবে।
- প্রচুর সংখ্যায় ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। আগামী ১০০ দিনে এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে। সরকারের প্রাপ্য ফি হিসেবে প্রায় ৯৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই অর্থ উদ্ধারের আরও ১৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হবে আগামী ১০০ দিনে।
- নতুন সরকার ক্রেতা সচেতনতা সৃষ্টি কর্মসূচি সম্প্রসারিত করতে ইতিমধ্যে ২,৪০০টি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিয়েছে। এই কর্মসূচি আগামী দিনে বাড়িয়ে ৩,৫০০টি করা হবে।
- ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত ২২০টি বিবাদের নিষ্পত্তি হয়েছে। এই সংখ্যাটিতেও আগামী ১০ দিনে বাড়িয়ে ৩৫০টি করার লক্ষ্যে কাজ চলছে।
- রাজ্য এবং জেলাস্তরে কমিটি গঠন করে ষষ্ঠ ইকনমিক সেন্সাস করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকরা কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা মন্ত্রকের কাছ থেকে নির্দেশিকা পাবেন।
- ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আইন জানা, একই সঙ্গে অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য একটি হেল্পলাইন চালু করার কাজ চলছে।
- ক্রেতার সুরক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম আরও নিবিড়ভাবে করার লক্ষ্যে ১১এ মির্জা গালিব স্ট্রিটের দফতরের একটি ভবন নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে।
- প্রতি শুক্রবার দূরদর্শনের পর্দায় ক্রেতা সুরক্ষা এবং অধিকার শীর্ষক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই আলোচনায় নাগরিকরা সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ করে অংশ নিতে পারেন।
- ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরও ৬টি মঞ্চ গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এগুলির হলো পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, বর্ধমানে দুর্গাপুর, উত্তর ২৪ পরগনার টাকি ও বিধাননগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার এবং উত্তর কলকাতা। প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য অর্থ দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে সার্কিট বেঞ্চ—

রাজ্যের দূরবর্তী এলাকার মানুষের স্বার্থে জলপাইগুড়িতে একটি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বেঞ্চের দফতর তৈরির জন্য একবিঘা বা তার একটু বেশি সরকার অধিগৃহীত জমি ব্যবস্থা করে দেবার জন্য জেলা শাসকের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রচার— ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় বিভিন্ন জেলার ফোরামগুলির লিগ্যাল মেট্রোলজি এবং সিএ, এফবিপি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিয়ে একটি সভা হয়েছে, কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় সভাতে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধিরা। দুর্গাপুরের তৃতীয় সভায় ছিলেন বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ার আধিকারিকরা। আগামী দিনে এই ধরনের সভা আরও হবে।

- তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিয়েও একটি সভা করা হয়েছে। তাতে বাড়ি বাড়ি রান্নার গ্যাস সরবরাহকারীদের নির্দিষ্ট পোষাক, পরিচিতিপত্র এবং ওজন মাপার যন্ত্র দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। গ্যাস বিক্রেতারা যাতে উনুন কিনতে গ্রাহকদের উপর চাপ না দেন সে সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে।
- সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত অসরকারি সংস্থাদের তালিকা প্রস্তুত করা চলছে।
- মেডিকেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলির সঙ্গে একটি সভায় গ্রাহকদের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সঠিক ওজন, মাপ, গুণ ও পরিমান—

➢ এই সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাদের কাজে সহায়তা করার জন্য পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

➢ ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মে গতি আনতে উন্নততর পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সহায়তার আবেদন জানানো হয়েছে। আবেদন করা হয়েছে কেন্দ্রের সিএ এবং এফ অ্যান্ড পিডি দফতরকে।

➢ জন ঔষধী ওষুধ বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির দেওয়া ব্র্যান্ডনেম রোগীদের ব্যবস্থাপত্রে না লিখে চিকিৎসকরা যাতে ওষুধের জেনেরিক নামটি লেখেন, সেদিকে।

➢ ক্রেতাদের সুবিধার্থে কলকাতা-সহ সমস্ত জেলার বাজারগুলিতে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম, ওজন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করে টাঙিয়ে দিতে বলা হয়েছে।

➢ ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের ওয়েবসাইট *www.wbconsumers.gov.in* টিকে আরও আধুনিক করে তোলা হয়েছে।

➢ বিভাগীয় মন্ত্রী ক্রেতা সুরক্ষা বজায় রাখার স্বার্থে এবং কালোবাজারী ঠেকাতে ইতিমধ্যেই বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

➢ ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের স্বার্থ বজায় রেখে যে কোনও রকম বেআইনী লেনদেন রুখতে লিগ্যাল মেট্রোলজি ডিরেক্টোরেটকে পুনর্গঠিত করা হচ্ছে।